জুন, ২০২৪
৭০

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

চলো যাই

গরমে বেড়াতে যাওয়ার সেরা ১০টি স্থান

রেল আহার

ট্রেনে ঘুরতে গেলে কীরকম খাবার সঙ্গে নেবেন, এমন ১৫টি রান্না

- গল্প
- কবিতা
- অন্যান্য বিভাগ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

সাংঘাতিক গরম। ততোধিক সাংঘাতিক এক ঝড়। আয়লা, আমফান, ফণী ইত্যাদির স্মৃতি উসকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেমাল। কত মানুষ গৃহহীন হলেন। কত মানুষ ছাদহীন হলেন। মানুষের দুর্ভোগের আর শেষ নেই। আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণের জন্য পরোক্ষ বলুন বা প্রত্যক্ষ, মানুষই দায়ী। এক আবহাওয়াবিদের বিশ্লেষণ শুনছিলাম, আগে ঘন ঘন কালবৈশাখী হত যার ফলে বড় ধরনের কোন ঝড় সেভাবে আসত না। দু, চার বা পাঁচ বছরে একবার। এখন আর কালবৈশাখী সেভাবে হয় না। মাঝেমধ্যে কখনওসখনও। সেই কারণেই বড় ঝড় প্রায়ই আসে। মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। দেখবেন এখন আগের তুলনায় বজ্রপাত বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ দূষণ। আমি ওই বিশেষজ্ঞর মত সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলাম না কিন্তু মোদ্দা কথাটি এই। তবে বজ্রপাত ব্যাপক হারে বেড়েছে। এই তো ক'দিন আগে আবহাওয়া সংবাদে পড়লাম দু'ঘন্টার ঝড়-বৃষ্টিতে ৪২টি বজ্রপাত হয়েছে! বহু মানুষের মৃত্যুসংবাদও পাওয়া যায়।

এরই মধ্যে আমাদের এই সংখ্যাটি বেড়ানো। ঘুরতে যাওয়া মানেই মানুষের মনের আনন্দ। এই দুর্ভোগের মধ্যে আনন্দ। হয়তো হিসেবে মিলছে না। কিন্তু আমাদের পত্রিকার বিষয়-পরিকল্পনা দু'তিন মাস আগেই করতে হয়। আপনি বা আপনারা কিংবা পরিবার-সহ বেরিয়ে পড়ুন। এখানেও বহু মানুষের রুজিরোজগার ভ্রামণিকদের ওপর নির্ভর করে। যে-হোমস্টে কিংবা হোটেলের মালিক, হোটেলের সাহায্যকারী যুবকটি, মানুষটি পর্যটকদের আশায় বসে থাকেন। ওঁরা জানেন ভ্রমণপিয়াসী মানুষই লক্ষ্মী। আর লক্ষ্মী ঘরে আসুন কে না চান, আমরা সবাই।

যাইহোক, আপনাদের ঘোরাঘুরি নির্বিঘ্নে কাটুক, ফিরে আসুন নিজঘরে, অবশ্যই সুস্থ হয়ে আর একবুক তাজা অক্সিজেন নিয়ে।

সবাই ভাল থাকুন। রেমাল-বিধ্বস্ত গৃহহীন মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি তাঁদের বাড়ি আবার গড়ে উঠুক আগের মতো। মৃতদের প্রতি টিম 'রোজকার অনন্যা'-র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

সবাইকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালবাসা জানিয়ে এ-সংখ্যা আপনাদের সকলের জন্য তুলে দিলাম।

ধন্যবাদান্তে

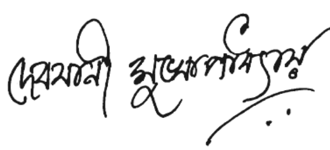

সম্পাদক

রোজকার অনন্যা পরিবার

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

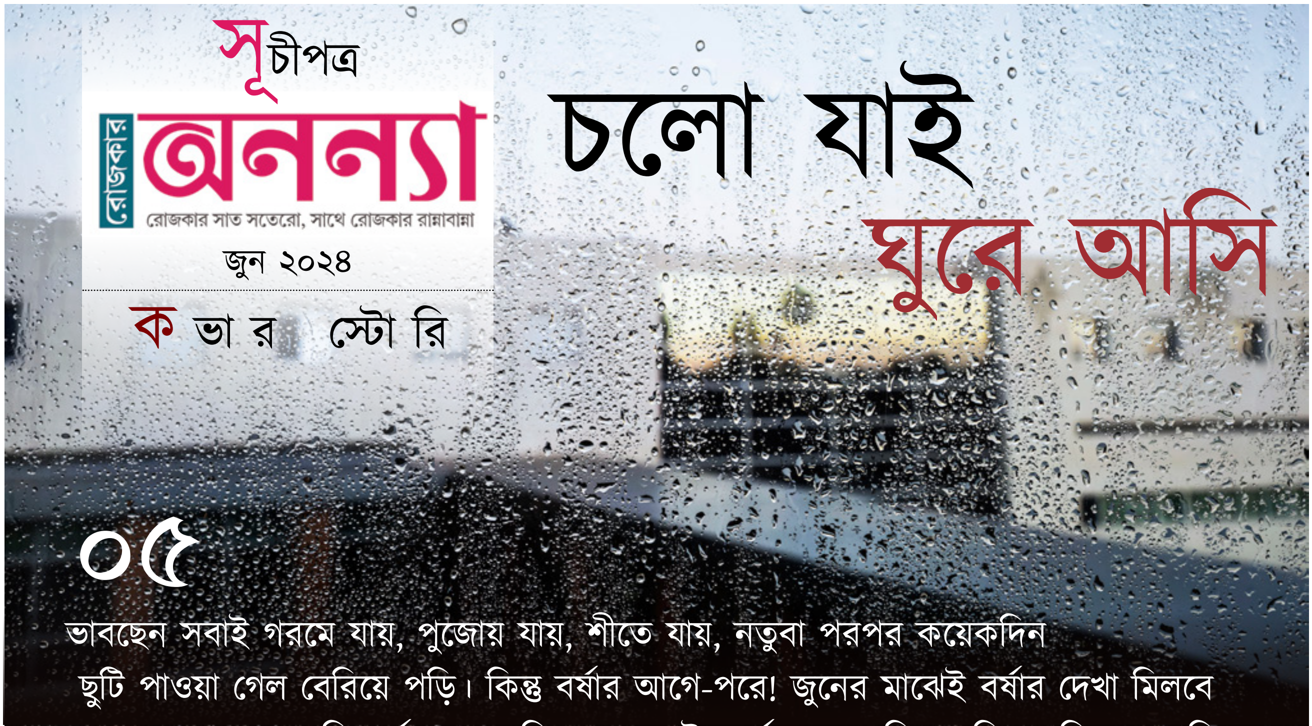

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

জুন ২০২৪

কভার স্টোরি

চলো যাই ঘুরে আসি

০৫

ভাবছেন সবাই গরমে যায়, পুজোয় যায়, শীতে যায়, নতুবা পরপর কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেল বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু বর্ষার আগে-পরে! জুনের মাঝেই বর্ষার দেখা মিলবে দেশজুড়ে। এবার নাকি বর্ষার দেখা মিলবে আগেই। বর্ষার দেখা মিলুক কি না-মিলুক, বেরিয়ে তো পড়েছেন গরমের ছুটির ভরসায়। ভাবনা কী তাহলে! বর্ষা এলে তো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা নয়, পুরোপুরি ষোলো আনা। গোটা একটাকা!

রেল আহার ৩১

ফ্যাশনে আসান ৫৬

অরণ্য ষষ্ঠী না জামাই ষষ্ঠী? ৬৬

অন্দরসজ্জায় রং
এবং মোটিফ ৬৮

বর্ষায় পায়ের যত্ন নিন বাড়িতেই ৮৪

গল্প ১ চিল্ডে হ্যারাল্ডের তীর্থযাত্রা
দেবদত্ত পুরোহিত ৮৬

গল্প ২ রূপকথা মন্দাক্রান্তা সেন ৯০

৪ টি কবিতা ৯৯

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কমলেন্দু সরকার

চলো যাই ঘুরে আসি

ভাবছেন সবাই গরমে যায়, পুজোয় যায়, শীতে যায়, নতুবা পরপর কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেল বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু বর্ষার আগে-পরে! জুনের মাঝেই বর্ষার দেখা মিলবে দেশজুড়ে। এবার নাকি বর্ষার দেখা মিলবে আগেই। বর্ষার দেখা মিলুক কি না-মিলুক, বেরিয়ে তো পড়েছেন গরমের ছুটির ভরসায়। ভাবনা কী তাহলে! বর্ষা এলে তো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা নয়, পুরোপুরি ষোলো আনা। গোটা একটাকা!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Video Call:
7439612704
Ethno
Contemporary
Collection
FROM
Mrignayani
HANDLOOM • HANDICRAFTS
mrignayanikolkata
www.mrignayanikolkata.com
M.P. GOVT. EMPORIUM
Mrignayani®
Avanti
Dakshinapan, Dhakuria • Ph.: 24236715
Uttarapan, Ultadanga • Ph.: 23550666

বর্ষায় একনাগাড়ে বৃষ্টি জামা-কাপড়, জুতো ফুলে ঢোল! ভিজবেন কেন! হাতের কাছেই তো রয়েছে বর্ষাতি, ছাতা আর বর্ষার জুতো। তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। কী ভাবছেন, এবারে বেশিদূর নয়, কাছাকাছি কোথাও যাওয়া যেতে পারে।

তার আগে কথা কিছু কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে। বর্ষায় বেড়াতে যাওয়ার মজাই আলাদা! বৃষ্টির ছিটে যখন আলতো করে ছুঁয়ে দেয় মুখ, চোখের পাতা আর শরীর, তখন যে উন্মাদনা জাগে মনে থেকে হৃদয়ে, তা উপভোগ করার যে-আনন্দ তা অবর্ণনীয়! বর্ষা হল আমাদের প্রতীক্ষিত ঋতুর অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন বর্ষা ঋতু নিয়ে। অবিরাম ধারা মাঝে যখন কখনও সখনও ঝিলিক দেয় সূর্যের আভা তখন আকাশ জুড়ে সাতরঙা রামধনু উঁকি দিলে মন পুলকিত হয়ে ওঠে! সবুজাভ প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের দ্যুতি বর্ষা ছাড়া আর কোনও ঋতুতে চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের পঙক্তি ধার করে বলতে হয়--- ‘বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি’। যদিও পুজো পর্যায়ের গান। বর্ষায় বেড়ানো যেমনটি বেড়াবেন, তেমনভাবে ভাল লাগবে। পাহাড়ে, পাহাড়ের মতো ভাললাগা। একবার হয়েছিল। সেবার ছিলাম সিকিমের মঙ্গনে। তখন এত ভিড় বাড়েনি সেখানে। বাড়িঘরও হাতেগোনা। ঝেঁপে বৃষ্টির যে কী লাবণ্যময় রূপ, তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো শব্দ নেই পৃথিবীর যে-কোনও ভাষায়! আবার সমুদ্রের ধারে অবিরাম বৃষ্টির ধারা নিয়ে চলে স্বর্গীয় আনন্দে! আবার গ্রাম্য পরিবেশে তার অন্য রূপসৌন্দর্য।

আর সবচেয়ে সুন্দর কী আরণ্যক বর্ষা! বৃষ্টির জলে ধুয়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠে গাছের পাতা। সবচেয়ে ভাল লাগে যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝমঝম শব্দ তুলে গাছের পাতা ধুইয়ে দেয়! অপূর্ব লাগে! সবমিলিয়ে একটা রোম্যান্টিক পরিবেশের সাক্ষী হয়ে থাকা যেতে পারে। বর্ষায় বেড়াতে যাওয়া ভ্রমণপিয়াসীদের ভিতর রোম্যান্সকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। নব হোক বা পুরনো দম্পতিদের কাছেও অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করবে! আবার যাঁরা হিসেবী, তাঁদের কাছে বর্ষায় বেড়ানো হতে পারে খুব না-হলেও পকেট সাশ্রয়ী। অনেক কথা হল। এবার যাওয়া যাক বর্ষার অরণ্যে। তাহলে চলুন আরণ্যক বর্ষায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১। আরণ্যক বর্ষায় ঝাড়গ্রাম

অরণ্যের বর্ষা যেন নৃত্যরতা যুবতী। সর্বদা নূপুরের রিনিঝিনি রিনিঝিনি মোহময়ী শব্দ! বেশিদূর নয়, কাছেই ঝাড়গ্রাম। শহর থেকে মাত্র দু'তিন কিমি 'আরণ্যক অরণ্য নিবাস'। গভীর অরণ্যের ভিতর থাকার জায়গা। ভাবছেন, গভীর জঙ্গল তার ওপর বর্ষা, বাঘ, হাতি বেরিয়ে পড়বে না তো! নিদেনপক্ষে দু'এক নাগরাজ। না, সে ভয় নেই। 'আরণ্যক' নিরাপদ জায়গা।

সব বেড়ানো বারবার, ঝাড়গ্রাম বহুবার। বহুবারের কয়েকবার ছিল বর্ষায়। কখনও আষাঢ়, কখনও শ্রাবণ। বর্ষা দেখতে হলে শ্রাবণই সেরা। কথায় আছে শ্রাবণের ধারা। সেই ধারা অনবরত ঝরে। মনে হয় বর্ষার মেঘ যেন গাছের ওপর লটকে আছে। মোষের পিঠের মতো কালো মেঘ উড়ে উড়ে আসে অবিরত। আর জল ঝরিয়ে যায়। সেবার ছিল আষাঢ়ের শেষ, শ্রাবণের শুরু, আকাশ জুড়ে জলভরা মেঘের আনাগোনা। জল ঝরিয়ে যাওয়া। শালগাছের পাতা চুঁইচুঁই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা সারা হৃদয় জুড়ে!

এখন তো ঝাড়গ্রাম স্টেশনে আধুনিকতার ছোঁয়া। ঝাঁ-চকচকে স্টেশন। সেইসময় ছিল লালমাটির নিকানো উঠোনের মতো প্ল্যাটফর্ম। ট্রেন থেকে নামতেই বৃষ্টি-স্পর্শ ঠান্ডা বর্ষার বাতাস এসে লাগে। পথে যেতে যেতে শাল-পিয়ালের গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ে, শরীর ভিজিয়ে দেয়! সে এক অপূর্ব অনুভূতি! বসন্তে পাতা ঝরার সময় দেখেছি উত্তুরে বাতাসে শুকনো পাতা এসে জানায়, 'এসো, ঝাড়গ্রামে স্বাগত।' আর বর্ষায় লালমাটির দেশ ভিজে থাকে। এখন তো ঝাঁ-চকচকে রাস্তা। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবুও লালমাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। আসে বৃষ্টি ভেজা কাঁচা শালপাতার অপূর্ব গন্ধ। সবমিলিয়ে প্রকৃতির যে উন্মীলন তার বর্ণনার কোনও ভাষা নেই, সে ভাষা কেবলই প্রকৃতিরই জানা!

ঠিক ছিল জঙ্গলের অন্দরমহলে রাত্রিযাপন, দিনযাপন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

SUMMER
STYLE
ADI
READYMADE
CENTRE PVT. LTD.
Bondings are forever
SHOP ONLINE AT:
www.adireadymadecentre.net
STATION ROAD, SODEPUR
ONLINE
SHOPPING
CALL US
9830117563 | 7003384398

তো বটেই। বর্ষাকালে রাত্রিবাস— বিশাল শাল-পিয়ালের অরণ্যে, সে বড় মোহকর! শহর ছেড়ে তিন কিমি একটু এগিয়ে অরণ্যের ভিতর 'আরণ্যক'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর চমৎকার। চারিপাশে কেবলই শাল, পিয়াল। মাথার ওপর একঝাঁক আকাশ। রাত্রিবেলা নক্ষত্র-লণ্ঠন জ্বালিয়ে পথ দেখায়। নজরে লাগাম না-দিলে অরণ্য-রহস্যর সাক্ষী থাকা যায় তা আরণ্যকে না-রাত্রিযাপন করলে বুঝতাম না। আসা-যাওয়ার পথে হাতি বেরোয়। কখনও কখনও পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। দলবেঁধে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে যে পড়িনি তেমন নয়। হঠাৎই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে গোটাকয়েক গাড়িও দাঁড়িয়ে। হাতিরা জঙ্গলে ঢোকার অপেক্ষায়। হাতি তাড়ানোর হুল্লা পার্টি হাতিদের পথ দেখাতে ব্যস্ত। না, হাতির দল আর রাস্তায় আসেনি, জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। যাইহোক, বর্ষায় এলে আরণ্যকের দোতলায় থাকবেন। দোতলার বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখা এক অনন্য অভিজ্ঞতা! হাত মেলানো দূরত্বে শালগাছগুলো বৃষ্টিতে যখন ভেজে তখন এক স্বর্গীয় অনুভূতি খেলা করে যাবে মনে। তার হালকা স্ন্যাক আর পানীয় থাকলে আর কোনও কথা হবে না!

যাঁরা মনে করবেন আরও বেশি বর্ষা অনুভব করতে চান, তাঁরা বেরিয়ে পড়ুন গাড়ি নিয়ে কাছে-দূরে। চলুন কনকদুর্গা মন্দির। কমবেশি পাঁচশো বছরের পুরনো এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন রাজা গোপীনাথ। কিংবদন্তি আছে, রাজা গোপীনাথ স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন কনকদুর্গার এই মাতৃমূর্তি। কোনও একসময় এই মন্দিরে হত নরবলিও।

কনকদুর্গা মন্দির কেবলমাত্র মন্দির দর্শনের আনন্দ দেয় না, মনে সুখানুভূতি আনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে দূরত্ব মাত্র ১৪ কিমি মতো। পুরনো এই মন্দিরটি ডুলুং নদীর ধারে অরণ্যময় এক পরিবেশে। বেশ কিছু বিরল প্রজাতির গাছ, পাখি এখানে দেখা যায়। পথেই পড়বে কেন্দুয়া গ্রাম। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে এগারো কিমি মতো। গাছে গাছে পরিযায়ী পাখির আস্তানা। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে কেন্দুয়া পরিযায়ী পাখির কাছে যাওয়া-আসার পথটি বড়ই মনোমুগ্ধকর!

ঘুরে আসতে পারেন খাঁদারানি। নাম শুনে নাক কোঁচকাচ্ছেন, না একেবারেই। অপূর্ব একটি ঝরনা। বর্ষায় জলে ফুলেফেঁপে ভরা যৌবনবতী হয়ে ওঠে! তবে এখানে যখনতখন হাতি বেরিয়ে পড়ে জঙ্গল থেকে। ঘুরে আসবেন তারাফেনি থেকে। বর্ষায় এখানকার রূপসৌন্দর্যে মোহিত হবেনই!

কীভাবে যাবেন: কলকাতা বা আশপাশ থেকে গেলে সরাসরি গাড়িতে চলে যান পুরো পথটাই উপভোগ করবেন বর্ষা। নইলে হাওড়া দক্ষিণ থেকে একাধিক ট্রেন আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

২। মনোরম মিজোরাম

বর্ষায় বেড়ানোর আদর্শ হল মিজোরাম। উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট্ট একটি রাজ্য। এই পাহাড়ি রাজ্যটিই আমাদের দেশের সবচেয়ে সুখি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান শহর আইজল। বর্ষাকালে এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য চমক লাগাবে।

মিজোরাম হল নীল পাহাড়ের দেশ। মনোলোভা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বর্ষাকাল হল সবচেয়ে ভাল ঋতু। বর্ষায় আইজল হল রূপসৌন্দর্যের খনি! বর্ষায় এই শহর অপরূপ শোভা মন কেড়ে নেবে অনায়াসেই। আইজল থেকে কমবেশি ঘণ্টা দুইয়ের পথ বাকতাং গ্রাম। এই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। শুধু তাই নয়, বাকতাং বহু পুরনো এবং ঐতিহ্যময় গ্রামও বটে।

আইজল ছোট্ট এক পাহাড়ি শহর, কেউবা বলেন গ্রাম। যাইহোক না কেন শহর বা গ্রাম, তাতে বিন্দুমাত্র রূপ-মাধুর্যে ঘাটতি পড়ে না আইজলের। মধুচন্দ্রিমার জন্য আদর্শ জায়গা! বর্ষায় এখানকার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল, অর্থাৎ অবর্ণনীয়। ঝরনা, লেক, পাহাড়, পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথ--- সব মিলিয়ে বেড়ানোর সেরা একটি শৈল শহর বা গ্রাম হল আইজল!

রেংদিল লেক, চারটি বৃহৎ লেকের একটি। এই লেক ঘিরেই চিরহরিৎ গাছগাছালি। সবমিলিয়ে সে-এক অপূর্ব দৃশ্য! আইজল শহর থেকে একটু সামান্য দূরে এই রেংদিল লেক। পালা টিপো বা পালক টিপো লেকটি মিজোরামের সবচেয়ে বড় লেক। ডিম্বাকৃতির লেকটি রয়েছে অরণ্য আর পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে। এখানকার রূপ-মাধুর্য এককথায় অতুলনীয়! আইজলের কাছেই তম দিল লেক। বেশ বড়। চারিপাশের গাছগাছালির ছায়া পড়ে লেকের জল সবুজ হয়ে উঠেছে। তারই ফাঁকে আকাশ মুখ দ্যাখে লেকের জলে। অবসরের জন্য আদর্শ জায়গা! আরও ভাল লাগে এই কারণে মানুষের কোলাহল থেকে বেরিয়ে নির্জনতা সঙ্গী করে এই তম দিল লেক। মিজোরামের প্রতিটি লেক ঘিরেই যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের খেলা তেমনই চালু আছে নানারকম কিংবদন্তি।

রিক পিক হল মিজোরামের মিষ্টি একটি গ্রাম। ঐতিহ্যের গ্রামও বটে। এই গ্রামে এলে দেখা যাবে মিজোদোর traditional কুটির। আইজল শহরের কাছেই এই মিজোরামের এই ঐতিহ্যের গ্রাম। রিক থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, দুটোই ভারী চমৎকার লাগে! ওপর দূরের দৃশ্যাবলী ভীষণই মনোমুগ্ধকর! ছবি তোলার স্বপ্নপুরী! ট্রেক করার জন্য উপযুক্ত জায়গা! স্থানীয় অনেকেই বলেন, বর্ষায় এখানকার প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্য বেড়ে দুগুণ হয়ে দাঁড়ায়!

আইজলের সবচেয়ে বড় মন্দির সলোমন মন্দির। মার্বেলে তৈরি এই মন্দিরটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন।

মিজোরাম সংগ্রহশালাটি ভারী চমৎকার। এই সংগ্রহশালা সাহায্য করবে মিজোরামের ইতিহাস জানতে। সবশেষে বলে রাখি, মিজোরাম হল প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য! কিন্তু এই স্বর্গরাজ্যে যাবেন কীভাবে?

আকাশপথে দমদম বিমানবন্দর থেকে আইজলের লেপ্রথমত আইজলের লেংপুই বিমানবন্দর যাওয়ার প্রতিদিন উড়ান আছে। এছাড়া গুয়াহাটি এবং ইম্ফল থেকে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক উড়ানও আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হোটেল পুলীনপুরী (পুরী)
Hotel Pulin Puri (Puri)
SWARGADWAR, PURI-752001, ODISHA
Ph : (06752) 222 360, 220 700
Fax : (06752) 221 700
mail : hotelpulinpuri@yahoo.com
On line Booking :www.hotelpulinpuri.com
Kolkata Booking : 48A, Dr, Sundari Mohan Avenue, 1st Floor
(Opp. Ladies Park) Kolkata -700 014
Ph. (033) 2289-7578,9007857627,9831289141
হোটেল নিউ সি-হক (পুরী)
HOTEL NEW SEA HAWK(PURI)
NEW MARINE DRIVE, SWARGADWAR,
PURI-752001 ODISHA
E-mail : hotelnewseahawk@yahoo.co.in
Ph. (06752) 231500, 231400 .Fax : 230268
On line Booking : www.hotelnewseahawk.com
We Have No Connection With
Hotel Sea Hawk Digha

হোটেল পুলীনপুরী (পুরী)
Hotel Pulin Puri (Puri)
SWARGADWAR, PURI-752001, ODISHA
Ph : (06752) 222 360, 220 700
Fax : (06752) 221 700
mail : hotelpulinpuri@yahoo.com
On line Booking :www.hotelpulinpuri.com
Kolkata Booking : 48A, Dr, Sundari Mohan Avenue, 1st Floor
(Opp. Ladies Park) Kolkata -700 014
Ph. (033) 2289-7578,9007857627,9831289141
হোটেল নিউ সি-হক (পুরী)
HOTEL NEW SEA HAWK(PURI)
NEW MARINE DRIVE, SWARGADWAR,
PURI-752001 ODISHA
E-mail : hotelnewseahawk@yahoo.co.in
Ph. (06752) 231500, 231400 .Fax : 230268
On line Booking : www.hotelnewseahawk.com
We Have No Connection With
Hotel Sea Hawk Digha

৩। প্রেমময় মাণ্ডু

রূপমতী ও বাজবাহাদুর কথা: 'যদি পাথরে লেখো নাম সে নাম ক্ষয়ে যাবে'। জনপ্রিয় এই গানটির এই একটি লাইন মিথ্যে করে দিয়ে বিন্ধ্য পাহাড়ে পাথরের বুকে আজও রয়ে গেছে রূপমতী-বাজ বাহাদুরের প্রেমকাহিনি বা প্রেমের কবিতা! মাণ্ডুর ইতিহাস আশ্রিত জনপদের আকাশে বাতাসে আজও কান পাতলে শোনা যায় রানি রূপমতী আর বাজ বাহাদুরের প্রেমের কথা। আজও বর্ষার বৃষ্টির ফোঁটায় মিশে থাকে ওঁদের অশ্রু। হয়তো এখনও বৃষ্টির বারিধারা লবণাক্ত লাগবে তার স্বাদ নিলে। জলের কী স্বাদ থাকে! থাকে, রং না-থাকলেও স্বাদ থাকে। একদা মাণ্ডুকে বলা হত আনন্দনগরী। সেই আনন্দনগরী ঘিরে ছিলেন বাজ বাহাদুর আর রূপমতী। আফগান সুলতান বাজ বাহাদুর ছিলেন জ্ঞানী-গুণী এবং সঙ্গীতের পূজারি। তিনি ছিলেন শাসক এবং কলাকার। রূপমতী ছিলেন এক কৃষক কন্যা। আবার শোনা যায় রূপমতী ছিলেন হিন্দু রাঠোর কন্যা। রূপমতী সার্থকনামা। অসাধারণ রূপের সঙ্গে ছিল তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠ। সমস্ত রাগরাগিণী অনায়াসে খেলা করত তাঁর কণ্ঠে। রূপমতী চমৎকার কবিতাও লিখতেন।

কিংবদন্তি আছে, রূপমতীর গানের খ্যাতি পৌঁছেছিল তানসেন-এর কাছে। একদিন তিনি এলেন রূপমতীর গান শুনতে। তানসেন নিজেও গান ধরলেন। তাঁর গান শুনতে শুনতে পদ্মের ওপরে বসে থাকা একটি ভোমরাকে উড়ে গেল মুক্ত আকাশপথে। এবার গান ধরলেন রূপমতী। তাঁর গানে সেই ভোমরাটি ফিরে আসে, বসে পড়ে আবার সেই পদ্মের ওপর। তানসেন শেষমেশ হার মানেন রূপমতীর কাছে। মুঘল সম্রাট আকবরের কানে পৌঁছায় রূপমতীর রূপ আর গানের কথা।

বাজ বাহাদুর অরণ্যে শিকারে গিয়ে শুনেছিলেন গান। পরবর্তী সময়ে রূপমতীর রূপে আর গানে মোহিত হয়েছিলেন। বাজ বাহাদুরের গানের প্রতি আগ্রহ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এবং ভালবাসা দেখে রূপমতীও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরস্পরের প্রতি জন্মালো প্রগাঢ় ভালবাসা। রূপমতী পিতার অমতেই বিয়ে করেছিলেন বাজ বাহাদুরকে। তবে, ওঁদের বিবাহ কেবলমাত্র মুসলিম রীতি মেনে নয়, হিন্দু রীতি মেনেও হয়। পরস্পরের ধর্মের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। সাধারণ একটি মেয়ে রূপমতী হলেন, রানি রূপমতী।

বিয়ের পর রানি রূপমতী আর রাজা বাজ বাহাদুরের মধ্যে প্রেম যেন আরও গভীর হল। তাঁরা দু'জনেই ডুব দিলেন প্রেমের অতলে! দৈহিকের থেকে উভয়ের ভিতর গড়ে ওঠে মানসিক প্রেম। দু'জনেই ভেসে গেলেন সুর ও সঙ্গীতের জগতে! রূপমতী একের পর এক গান গেয়ে যান, আর বাজ বাহাদুর তা শুনতেন তাঁর সাঙ্গীতিক মনে। রূপমতী-বাজ বাহাদুরের গভীর ভালবাসা সমৃদ্ধ হয় রাগরাগিণীর মাঝে। কখনও সঙ্গীত লহরী হয়ে বেজে ওঠে ওঁদের প্রেম-ভালবাসার গভীরে! দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন অপলক! রূপমতী-বাজ বাহাদুর প্রেমকাহিনি আজও চারণকবিরা গেয়ে যান পথে-প্রান্তরে! প্রতিটি মানুষ কত শ্রদ্ধা ভরে শোনেন ওঁদের প্রেমের কথা, ভালবাসার কথা! রাজপুত হিন্দু নারী রূপমতী কখনওই পরপুরুষের হাতে ধরা দেবেন তাই। বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

রানি রূপমতীর মৃত্যুর খবর আকবরের কানে যেতে তিনি নাকি মুক্ত করে দিয়েছিলেন বাজ বাহাদুরকে। কিন্তু তাঁর রাজত্ব চলে যায় মুঘলদের হাতে। ওদিকে বাজ বাহাদুর রূপমতীর সমাধিক্ষেত্রে সারাদিন পড়ে থাকেন। একদিন সেখানেই মৃত্যু হল বাজ বাহাদুরের। রূপমতী-বাজ বাহাদুরের প্রেমের মর্যাদা দিতে মুঘল সম্রাট আকবর ওদের দু'জনের দু'টি সুরম্য সমাধি নির্মাণ করে দেন।

আজও জাহাজ মহল, রূপমতী মহলের ভিতর থেকে ভেসে আসে সংগীতের রেশ! খেলা করে সপ্তসুর! হয়তো রাত গভীরে কান পাতলে শোনা যাবে রূপমতী-বাজ বাহাদুরের কথপোকথন! হয়তো শোনা যাবে, রূপমতী তাঁর নতুন কবিতাটি পাঠ করে শনাচ্ছেন বাজ বাহাদুরকে! আজও মাণ্ডুর বাতাস ভারী করে তোলে ওঁদের প্রেমকাহিনি!

বর্ষা আর প্রেম, বাঙালির কাছে বড়ই মধুর! শুধু বাঙালি কেন, সব মানুষের কাছেই দুটোই বড় আদরের। মাণ্ডুর স্থাপত্যের অনেকটাই বাজ বাহাদুর নির্মাণ করেছিলেন তাঁর প্রেমিকা রূপমতীর আবদার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মেটাতে।

আমাদের দেশে বর্ষা উপভোগ করার অন্যতম সেরা জায়গা মাণ্ডু। এখানকার স্থাপত্য, রূপমতী-বাজবাহাদুর প্রেমকাহিনি সিক্ত বর্ষায়! সে বড় সুখের সময়! প্রেমের কিংবদন্তির শহর। যে-প্রেমকাহিনি লোক-পরম্পরায় চলে আসছে সেই মধ্যযুগ থেকে। নিরিবিলি নিরালা পাহাড়ের কোলে মাণ্ডু এলে অ-খেয়ালে হারিয়ে যেতে হয় কোন সুদূর অতীতে, রূপমতী-বাজ বাহাদুরের প্রেমকাহিনি। ওঁদের প্রেমের গল্প তো এতক্ষণ জানা হল, এবার মাণ্ডুর স্থাপত্যে। যে-স্থাপত্য আমাদের দেশে আর কোথাও পাবেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে! মাণ্ডুর ইতিহাস কেবলই ভাঙা-গড়ার। এক এক সময় এক এক রাজশক্তি শাসন করেছে। কখনও হিন্দু, কখনও আফগান, আবার কখনও মুঘল, নয়তো মারাঠা। মাণ্ডুর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয়তো শাসকরা তাঁদের পছন্দের স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন। অন্তত মাণ্ডুকে ভালভাবে দেখলে মনে হবে। যেমন-- সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, পূর্ণিমার রাত ভীষণই মায়াবী লাগে। আবার অমাবস্যার নক্ষত্রখচিত রাতের মোহময় আকর্ষণ ভীষণই তীব্র! মাণ্ডু দুর্গে প্রবেশদ্বার রয়েছে বারোটি। তবে প্রধান দ্বার হল-- দিল্লি দরওয়াজা। পর্যটকদের সুবিধা জন্য মান্ডু দেখায় আছে-- ভিলেজ বা সেন্ট্রাল গ্রুপ, রয়্যাল এনক্লেভ আর রেওয়া কুণ্ড গ্রুপ। এই রেওয়া কুণ্ড তৈরি করেছিলেন বাজ বাহাদুর কেবলমাত্র রানি রূপমতীর আবদার মেটাতে। রূপমতী প্রতিদিন নর্মদায় স্নান করতেন। স্নানের নর্মদার জলে পুজো করতেন। এই রেওয়া কুণ্ড থেকে জল যেত রানির খাসমহলে। পাহাড়ের কোলে পিকচার পোস্টকার্ডের মতো সুন্দর বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ। দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চোখ পড়বে দূরে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের সারি! সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি! শোনা যায়, প্রাসাদটি নাকি তৈরি করেছিলেন সুলতান নাদির শাহ, পরবর্তী সময়ে নতুনভাবে সংস্কার করেন বাজ বাহাদুর। নাদির শাহ নয়, প্রাসাদটি বাজ বাহাদুরের নামেই। গানবাজনার জন্য এই প্রাসাদের সংগীতমহলটি এমনভাবে তৈরি যে, মহলের যে-কোনও জায়গা থেকে পরিষ্কার গান শোনা যেত!

এই প্রাসাদের সামান্য দূরে রূপমতী মহল। রানির প্রাসাদ হলেও তেমন কিছু নয়, মাণ্ডুর স্থাপত্য হিসেবে সাদামাটাই বলা যেতে পারে! এই প্রাসাদ থেকেই রূপমতী নর্মদা দর্শন করতেন। তবে, মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে পড়ে যখন বাজ বাহাদুরের পরাজয় আর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকবরের সেনাপতি আদম খানের প্রবেশের সংবাদ পেয়ে রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন, গাইডের মুখে এইসব কাহিনি শুনে।

মাণ্ডুর সেরা স্থাপত্য জাহাজ মহল। ইসলামিক স্থাপত্যের সেরা কীর্তি! শোনা যায়, এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজি। প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের সৃষ্টির মেলবন্ধনে নির্মিত জাহাজ মহল! মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির আর সম্রাজ্ঞী নুরজাহান এই প্রাসাদে কাটিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি দিন। ‘প্রতিদিন রাত্রিবেলা পুরো প্রাসাদটি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত। তারই আলো এসে পড়ে ঝিলমিল করত তালাও। সে এক অপূর্ব দৃশ্য’, এসব লিখেছিলেন জাহাঙ্গির। বর্ষার জলে যখন ভরে ওঠে তালাও তখন মনে হয় যেন একটি জাহাজ ভেসে যায়। আর যদি হয় বর্ষার মেঘমুক্ত পূর্ণিমা, তাহলে তো কোনও কথা হবে না। সে-এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! মনে হবে, স্বর্গের রূপসৌন্দর্য নেমে এসেছে মর্তধামে! নিজেকে মনে হবে কল্পলোকের এক বাসিন্দা! বর্ষার অসুবিধাটুকু কাটিয়ে নিলে চোখে ধরা দেবে অপূর্ব সব দৃশ্য। চারিপাশের সবুজে সবুজময় প্রকৃতি, তালাওয়ের টলটলে টলমল জল, সবমিলিয়ে রূপকথার সৌন্দর্য বাজ বাহাদুর-রূপমতীর মাণ্ডুর বর্ষায়। শোনা যাচ্ছে, এখন নাকি বর্ষার অরণ্যে কোর এলাকায় ঢোকা না-গেলেও প্রবেশ করা যায় বাফার জোনে। বন্যপ্রাণের। এমনকী বাঘেরও! মাণ্ডুর যেটুকু স্থাপত্যের কথা বলা হয়েছে তার থেকে আরও অনেক স্থাপত্য আছে, যা বিস্মিত করবে।

কীভাবে যাবেন: ইন্দোর থেকে মাণ্ডুর দুরত্ব কমবেশি একশো কিমি। বাস কিংবা ভাড়ার গাড়িও পাওয়া যায়। গাড়ি নিলে অবশ্যই দর করে নেবেন। হাওড়া থেকে সরাসরি ইন্দোর যাবে শিপ্রা এক্সপ্রেস (train no. 22912) ছাড়ে ১৭.৪৫ মিনিটে।

কোথায় থাকবেন: সবচেয়ে ভাল মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল। কলকাতা বুকিং: মধ্যপ্রদেশ টুরিজম, চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নাম্বার ৬৭। মিন্টো পার্ক (ভগত সিং পার্ক)-এর বিপরীতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৪। মেঘমুলুকে মেঘের সঙ্গে বাস

হ্যাঁ, একেবারেই মেঘমুলুক। শিলং। শিলংয়ের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় বহুকালের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও বেশি করে বাঙালি-জীবনের সঙ্গে শিলংকে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর ‘শেষের কবিতা’ পড়েননি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল। তাই শিলং চেনেন না বা জানেন না এমন বাঙালিও পাওয়া যাবে না।

যাইহোক, বৃষ্টির যে এত সুন্দর হতে পারে তা বর্ষাকালে শিলং না-গেলে বুঝতে পারতাম না। একদিন ভোরবেলা ঘরের জানালা খুলতেই মেঘ এসে নীল খামে চিঠি দিয়ে গেল। সে-চিঠি মেঘমুলুকে স্বাগত জানানোর চিঠি। মেঘ-কুয়াশার অক্ষরে লেখা, অরণ্যের সবুজ-মাখা, নিস্তব্ধতার ভাষার আমন্ত্রণপত্র! সে পত্রখানি খুলতেই দেখি, বৃষ্টি রঙের মেঘমুলুকের একটি ছবি। তার চারপাশে পাহাড়, তারই ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দেয় ঝরনা। সেইসব ঝরনা যেতে যেতে নদী হয়ে ভেসে যায়, কখনওবা হ্রদ হয়ে বাঁধা পড়ে থাকে তার জলশরীরে। পাইনের অরণ্য-চেরা পথ উধাও হয় দূরে কোথাও নাগালের বাইরে! প্রজাপতি তার নকশি-কাটা ডানায় উড়ে উড়ে ঘুরে যায় এক ফুল থেকে অন্য আর এক ফুলে। বৃষ্টি-স্পর্শ কুয়াশামাখা আকাশ-মিনার! ওরা খাসি, জয়ন্তী আর গারো পাহাড়।

কুসুম আলোয় জেগেছে আকাশ। বৃষ্টি লেপটে আছে মেঘে মেঘে। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা জড়িয়ে আছে মেঘমুলুকের এই পাহাড়ি শহরে। যে-শহরের পথে পথে এখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদস্পর্শ। হয়তো রবি ঠাকুরও একদিন-প্রতিদিন বৃষ্টির দিনে গা-ভেজাতেন। মেঘমুলুকে অপার স্নেহ-বর্ষণে সিক্ত শিলং। তাই বর্ষার ঠিকানা প্রযত্নে শিলং। অন্যান্য পাহাড়ি শহর থেকে শিলং একেবারে ভিন্নরকম। রোদ, বৃষ্টি, মেঘের এমন খামখেয়ালিপনা আর কোনও শৈলশহরে দেখেছি বলে মনে পড়ে না! আকাশে আলো এখানে অনেক আগেই আসে। তবুও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কী নিস্তব্ধতা, নির্জনতা চতুর্দিকে! সব মানুষই বোধহয় নিমগ্ন ঘুমে! হাতেগোনা কয়েকজন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল ইতস্তত। ঘরের জানালা দিয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় আলোর খেলা নজরে আসছিল। হঠাৎই মেঘবালিকারা খেলতে খেলতে নীচে নেমে এল! জানালা দিয়ে বাঁধনহারা মেঘবালিকারা ঢুকে পড়ে ঘরের অন্দরে। সঙ্গে হিমশীতল বাতাস। সারা শরীর ভিজিয়ে আমন্ত্রণপত্র দিল তারা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘর জুড়ে! অপূর্ব এক দৃশ্য তৈরি হয়ে ওঠে মুহূর্তে! বাইরের আকাশ তখন ঘরের ছাদ জুড়ে আটকে! অন্য মেঘেরাও উড়তে উড়তে জানালা খোলা পেয়ে শাঁইশাঁই করে ঢুকছে অবিরত। জানালা বন্ধ করতেও মন যায় না! এমনটা আর কোথায় পাব মেঘের সঙ্গে বাস! বুঝলাম শিলং এমনই!

হঠাৎই উধাও হয় মেঘবালিকার দল। শুরু হল বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি। ক্রমশ বাড়ে। এল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবার স্মরণে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়
এমন দিনে মন খোলা যায়
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়
এমন দিনে তারে বলা যায়
সে কথা শুনিবে না কেহ

না, আর ঘরে বসে থাকা যায় না। অগত্যা বেরিয়ে পড়ি। ভরা বর্ষায় যদি শিলংই না-ঘুরলাম তাহলে এই মেঘমুলুকে আসবার কোনও অর্থই নেই। বৃষ্টি মাথায় হাঁটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন কোনও উদ্দেশ্যে। পৌঁছলাম যে-পথে, তার নাম ক্যামেল ব্যাক অর্থাৎ উটের পিঠ। ওপরে উঠলে তেমনই বোধ হয়। বেশ ফাঁকা রাস্তা। বহু গাছগাছালির সঙ্গে পাইনও আছে। গাছের পাতা চুঁইয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

দূরে পাহাড়। রাস্তা দিয়ে পা-ভিজিয়ে বৃষ্টির জলের স্রোত হু হু করে নামছে নদীর মতো। আকাশ জুড়ে জলভরা মেঘ উড়ে চলেছে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। কোনও পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরছে। অনবরত আসা-যাওয়া মেঘের খেলা! দারুণ লাগছে! বর্ষায় শিলং কেন যে সুন্দর বুঝতে আর বাকি থাকে না।

শিলংয়ে বর্ষা কখনও ক্লান্ত করে না। বরং মন আরও বেশি উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। এক রাস্তা ছেড়ে অন্য আর এক পথে হেঁটে যেতে মন চাই। নিশির ডাকের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মতো বৃষ্টির শব্দে চড়াই-উতরাই ভেঙে চলে যাই দূরে কোথাও, অন্য কোথাও। বৃষ্টির পর শিলং সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষক লাগে শিলং পিক থেকে! এর উচ্চতা প্রায় ছ'হাজার ফুট। শহর থেকে দশ কিমি দূরে শিলং পিক যাওয়ার পথটি ভীষণই মনোরম। কত রকমের, কত রঙের ফুল ফুটে থাকে। সবুজের মাঝে রঙের খেলা চোখের আরাম! আর আছে পথচলতি বহু ঝরনা। ঝরনাগুলো নদী হয়ে হারিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

গার্নাস জলধারা থেকে সৃষ্টি উমিয়ম নদী। শিলং শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে নদীতে বাঁধ দেওয়ায় তৈরি হয়েছে উমিয়ম লেক। তবে লোকমুখে এর পরিচিতি বরাপানি নামে। রডোড্রেনডন, পাইন আর নাম না-জানা গাছের অরণ্য উমিয়মের চারিপাশ জুড়ে। গাছের ছায়ায় লেকের জল সবুজ হয়ে আছে। বর্ষায় আরও সবুজ। বৃষ্টির স্পর্শে উমিয়মের সৌন্দর্য হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়!

সারাদিনই বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা চলে মেঘমুলুকে। কখনও ইলশেগুঁড়ি, কখনও বড় বড় ফোঁটা, আবার কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। আবার কখনওবা মেঘের এক চিলতে আলোর ঝিলিক! রোদ উঠলেই শুরু হয় ঘাসফড়িংয়ের ওড়াউড়ি। প্রজাপতি উড়ে উড়ে বনফুলে বসে। সবুজ উপত্যকার রং বদলে যায় বৃষ্টি-স্পর্শ আলো-ছায়ার মাঝে। শিলং-চেরাপুঞ্জির প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যে মুগ্ধ হতেই হবে বর্ষায়। বর্ষার মেঘলা আকাশ। সূর্যের মুখ কখনওসখনও দেখা যায়। তাই আলো-আঁধারির মায়াজালে মেঘের দেশকে অন্যরকম লাগে! বর্ষায় অন্তহীন নয়ন-জুড়নো রূপ মেঘমুলুকের! বর্ষায় না-ভিজলে শিলংয়ের রূপমাধুরী উপলব্ধি করা যায় না। তাই এবার বর্ষায় মেঘমুলুকে।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া কিংবা শিয়ালদা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার ট্রেন আছে। তারপর সেখান থেকে গাড়িতে শিলং। দমদম বিমানবন্দর থেকে শিলং যাওয়ার উড়ান আছে।

কোথায় থাকবেন: শিলং পুলিশ বাজারে বহু ভাল হোটেল আছে। যোগাযোগ করতে পারেন ডাব্বু চক্রবর্তী,

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৫। রূপকথার রাজ্য কোরাপুট

ছোটবেলায় পড়া রূপকথার বইগুলোর পৃষ্ঠা খুলে খুলে যায় বর্ষার কোরাপুটে! বর্ষার যে এত রূপ-মাধুর্য আছে যা কোরাপুট না-এলে বিশ্বাস যেতাম না। এ-এক অলৌকিক অভিযান! অভিযানই বটে! কোরাপুট ভ্রমণ তো আর গড়পড়তা ঘোরাঘুরি নয়। অনেকটা কেন পুরোটাই অভিযান যেন! রিমঝিম বৃষ্টির সঙ্গে গভীর অরণ্য মাঝে আদিবাসী মাদল বেজে ওঠে যেন আকাশজাত বিদ্যুৎ-ঝলকে! নির্জনতা ভেঙে খানখান হয়, মিশে যায় বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে! এ-যেন এক স্বপ্নের পথচলা! এ সেই স্বপ্ন, যে-স্বপ্ন চোখে ভাসত রূপকথার বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় এসে। বাড়ির বড়রা ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি খুঁজতে যেতাম সোনার কাঠি, রুপোর কাঠির সন্ধানে। বর্ষার কোরাপুট এলে সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠির খোঁজ করতে হয়। রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে যেতে হয়!

তাই কোরাপুটে বৃষ্টি নেমেছিল বলেই প্রকৃতির এত রূপমাধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল! জলভরা মেঘ নেমে আসে হাতছোঁয়া দূরত্বে। প্লাবিত করে ধরিত্রী। মাঝেমধ্যে বর্ষাস্পর্শ সূর্যালোক লুকোচুরির খেলায় মেতে ওঠে গাছগাছালির মাঝে কখনওসখনও খেত-খামারে, ঘরের উঠোন জুড়ে। বর্ষার বারিধারা প্লাবিত পথঘাট ভীষণই মায়াবী লাগে!

সবচেয়ে চমক জাগে ডুডুমার ডাকে! না, ডুডুমা কোনও অশরীরী নয়, মুচকুন্দ নদীর ঝরনা। প্রায় দু'শো পৌনে দু'শো ফুট ওপর থেকে অবিরত ঝরে চলেছে জলপ্রপাত ডুডুমা। । কেন ডুডুমা? এমন নামে কৌতূহল জাগতেই পারে মনে! তবে তার নিরসনও আছে। ডুডুমা যখন ঝরে পড়ে ওপর থেকে নীচে তখন অদ্ভুত একটা শব্দ হয়। এই শব্দই হল ডুডুমার ডাক। ঝরনার জলে তৈরি হয়েছে বিশাল এক জলাশয়। পাহাড় অরণ্য ঝরনার মাঝে জলাশয়, এক রূপসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে কোরাপুটের প্রকৃতি! বর্ষায় ডুডুমা যেন ভরা যৌবনবতী যুবতী!

বর্ষার কোরাপুটে পদব্রজে ঘুরলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'নববর্ষা কবিতাটি হৃদয়ে গুমরি গুমরি করে উঠবেই! বর্ষার বারিধারা আর আপনি তো দুই সঙ্গী। আর সঙ্গে যদি থাকেন তো থাকতেই পারেন।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে,হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে!

'নববর্ষা'র প্রতিটি পঙক্তিই কোরাপুটের বর্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ডুডুমা থেকে আরও কিছুটা এগোলেই পাড়ুয়া লেক। অসাধারণ জায়গা! চারিপাশ সবুজে সবুজ আর মেঘের নীলিমায় অপূর্ব রূপ-মাধুর্যে কোরাপুট মনে হয় মর্তের স্বর্গ। যদিও মর্তের এই স্বর্গের এই খোঁজ তেমনভাবে জানা নেই সাধারণ পর্যটকদের। কোরাপুটের উচ্চতা প্রায় তিনহাজার ফুট। পশ্চিম ওডিশার চমৎকার এক শৈলশহর। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, কোরাপুটের আশপাশে ঘোরাঘুরির বহু জায়গা।

পাড়ুয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা একটি অপূর্ব লেক-সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোমুগ্ধকর একটি জায়গা! এখানকার হ্রদে বোটিং করা যায়। তবে বর্ষায় বেশি ঝুঁকির হয়ে যাবে। তবে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আদিবাসী গ্রাম কুলাবিরি ঘুরে আসতেই পারেন। দারুণ লাগবে! আর আছে ঘণ্টাখানেক পথে অরাকু ভ্যালি। পিকচার পোস্টকার্ডের মতো মনোরম পাড়ুয়ার ল্যান্ডস্কেপ বর্ষায় বড়ই ভাল লাগে!

পাড়ুয়ার প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য একটি আদর্শ সময় হল বর্ষা। বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালির সবুজ আরও সবুজ লাগে। সবমিলিয়ে আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে যায় এক স্বর্গীয় অনুভূতির জায়গায়। ট্রেক করা যায় তবে বর্ষায় না-করাই ভাল। এখান থেকে সূর্যাস্ত দর্শনীয়! লেকের জলে ওপর সূর্যাস্তের লাল আলোর আভা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন মনে হয় প্রকৃতি হোলি খেলতে তৈরি! তবে বর্ষায় এ আশা ত্যাগ করে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করুন ভাল লাগব!

বৃষ্টি সঙ্গী করে কোরাপুট শহর থেকে কমবেশি ৬০ কিমি দূরে ওডিশার উচ্চতমশৃঙ্গ দেওমালি রওনা দিন। দেওমালির উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অপূর্ব লাগবে! হিলটপে গাড়ি চলে যাবে। পাহাড়ের ওপর থেকে বৃষ্টির অঝোর ধারায় চারপাশের ল্যান্ডস্কেপ ঘষা কাচের মতো নজরে আসবে। এর ভাললাগা একেবারে ভিন্নরকম! বৃষ্টির কমা-বাড়ার ফাঁকে কিংবা পর্জন্যদেবের কৃপা মঞ্জুর হলে খুব ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে কতশত ঝরনা। এখানে পাওয়া যায় মিলেটের স্যুপ। দারুণ সুস্বাদু! আপনি বৃষ্টিতে ভিজতে চাইলে ভিজতেই পারেন। নইলে বর্ষাতি গায়ে বর্ষা মাখাও বেশ উপভোগ্য। সেই উপভোগ আরও চাইলে মিলেটের স্যুপ খাবেন অবশ্যই। মুখে লেগে থাকবে তার স্বাদ! জোয়ার, বাজরা, রাগী থেকে তৈরি এই জাতীয় দানাশস্য একসঙ্গে 'মিলেট' নামে পরিচিত। এখন মিলেট খাওয়ার চল শুরু হয়েছে বাঙালিদের মধ্যে। যাঁরা ট্রেকিং করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা দেওমালি। আপনি পর্জন্যদেবের কৃপাধন্য হলে এখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে পাবেন ঘোর বর্ষায়। যা সারাজীবনের অভিজ্ঞতা! নইলে ভরা বর্ষায় জলভরা মেঘের ভিতরেই অতল জলের আহবানে ডুব দেবেন সূর্যদেব।

দেওমালির প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটিয়ে চলে আসুন দমনজোড়ির হনুমানমন্দির। দেওমালি যাওয়ার পথে চমৎকার এই মন্দিরটি আপনার নজর এড়ায়নি। দমনজোড়ি মন্দিরে হনুমানের বিশাল মূর্তিটি বেশ সুন্দর। সাইবাবার মন্দিরের গঠনশৈলীটি ভারী সুন্দর। মন্দিরের ঠিক বিপরীতেই রয়েছে একটি সুদৃশ্য পার্ক। বর্ষাতি গায়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারেন বৃষ্টি সঙ্গী করে। মন্দ লাগবে না।

'আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার কেবলমাত্র একটি পঙক্তি ঘুরপাক খাবে। কারণ, আপনাকে দু-দণ্ড শান্তি দেবে রানিগুড়া ড্যাম। কোরাপুট শহরের কাছেই এই ড্যাম। বিশ-একুশ কিমি হবে হয়তো। যাওয়ার পথটি ভীষণই সুন্দর। পথের দু'ধারে গাছগাছালি। চোখে পড়বে পাহাড়। বিশাল এক ক্যানভাসে ল্যান্ডস্কেপ। কোনও এক শিল্পী এঁকে রেখেছেন আগত ভ্রমণপিয়াসীদের জন্য। শিল্পীর এই ক্যানভাসে যখন ঝরঝর অঝোর বারিধারা ঝরে পড়ে তখন মনে হয়, ওই শিল্পী বুঝি বৃষ্টিরও ছবি এঁকে চলেছেন সমগ্র পথটি জুড়ে!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গ্রামের নামও রানিগুড়া। ড্যামের কাছে গেলে পুরো প্রাকৃতিক দৃশ্যটাই বদলে যাবে! বিশাল জলাধার। তারই মাঝে পাহারায় আছে পাহাড়। চারপাশে পাহাড় ঘেরা জলাধার। ড্যামের ওপর গাড়ি থামিয়ে চলে যেতে পারেন ভিউ পয়েন্টে। ভিউ পয়েন্টটি চলে গেছে ড্যামের ভিতর। যেখানে কেবলই কর্ণপটহে পশিবে জলে পড়া অবিরত বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ! লোহার রেলিং ঘেরা শান-বাঁধানো ধরে ভিতরে গিয়ে নীচে তাকালেই দেখবেন পায়ের নীচে জল। বর্ষার জলে টইটম্বুর। মনে হবে, এই বুঝি পদযুগল ধুয়ে যাবে বাঁধের জলে! চমৎকার জায়গা! বেশ কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে আরামসে কাটানো যাবে।
আবার মন্দিরে। আসলে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটানোর পর মন্দিরে গেলে বেশ অন্যরকম হয় বা হতে পারে। কোরাপুটের জগন্নাথ মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার। কোরাপুটের জগন্নাথ মন্দিরের পরিচিতি 'শবরা শ্রীক্ষেত্র' নামে। এটি শুধুমাত্র উপাসনার বেদি নয়, জগন্নাথ চেতনার একটি বহুমুখী জায়গা। পুরীর মন্দিরের আদলে নির্মিত মন্দিরটি পাহাড়ের কিছুটা উপরে। এখানে উপরি পাওনা হল স্থানীয় আদিবাসী শবরদের সংস্কৃতি জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ। এঁরাই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আয়োজন করেন। খুবই ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।
এবার বেশ অন্যরকম। বহুল চর্চিত, পঠিত সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন। এটি কোনও সাদামাটা সিংহাসন নয়, এর পিছনে কাহিনি আছে। কিংবদন্তি আছে। এই বত্রিশ সিংহাসনটি রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। সিংহাসনে ছিল বত্রিশটি পুতুল। এগুলো সাধারণ পুতুল ছিল না। এই বত্রিশ জন ছিলেন দেবী পার্বতীর সখী। কিন্তু তাঁদের এমন হাল কেন? একদিন শিব-পার্বতী দু'জনে ঘুরছিলেন উদ্যানে। সেইসময় ওই বত্রিশজন সখীর ওপর বিরক্ত পার্বতী অভিশাপ দিলেন, 'তোরা বত্রিশটি পুতুল হয়ে একটি সিংহাসনে থাকবি।' পার্বতীর হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন ওই বত্রিশজন। যতই হোক তাঁরা সখী তো। নরম হলেন পার্বতী। বললেন, 'তোদের মুক্তি ঘটাবেন এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা। তিনিই তোদের মুক্ত করবেন।' বহুচর্চিত এই বত্রিশ সিংহাসনটি বর্তমানে মাটির তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। যেখানে চাপা পড়ে আছে সেই জায়গাটির চারিপাশের পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব! বর্ষার দিনে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে! নির্জন নিরিবিলিও বটে। অন্য সময় হলে শুধুই ঝিঁঝির ডাক, বর্ষায় কেবলই বৃষ্টির ঝমঝম। গাছগাছালির পল্লবিত পল্লবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে টপটপ জল পড়ে কেবলই। অদ্ভুত এক জাদু-মুহূর্তর সৃষ্টি হয় এখানে! সময় কাটানোর পক্ষে চমৎকার জায়গা। খোলা থাকে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা। কোরাপুট শহর থেকে কমবেশি ৪০-৪২ কিমি।
শৈব তীর্থ গুপ্তেশ্বর-এ স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। রামগিরি পর্বতের অরণ্যে মধ্যে শৈব তীর্থ গুপ্তেশ্বর গুহা এবং মন্দির। বর্ষার বৃষ্টিতে উঠতে বেশ লাগবে কিন্তু! সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। বিশাল এক প্রাকৃতিক গুহায় নিত্য পূজিত হন শিবলিঙ্গ। এর সন্ধান পেয়েছিলেন এক শবর ব্যাধ। শিব এখানে গুপ্ত ছিলেন বলে তাই গুপ্তেশ্বর। বহূ দূরদূরান্ত থেকে ভক্তেরা আসেন। কাছেই খরস্রোতা নদী সাবেরী। সাবেরীর জলে বৃষ্টি পড়ে অবিরাম। অরণ্যে বৃষ্টি এক রূপ আবার নদীর জলে বৃষ্টির রূপ অনন্য!
রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বনবাস পর্ব কাটিয়েছিলেন এখানে। তারপর যাত্রা করেছিলেন দণ্ডকারণ্যে। কিংবদন্তি বলুন বা জনশ্রুতি, একদিন নদীতীরে বসে স্নান করছিলেন সীতা। সেইসময় স্নানরতা সীতাকে দেখে হেসেছিলেন এক আদিবাসী। সেই দেখে ক্রুদ্ধ সীতা অভিশাপ দেন। সেইথেকে নাকি অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকে বোন্ডা আদিবাসীরা। সবমিলিয়ে বর্ষার রূপকথার রাজ্য কোরাপুট লা-জবাব!
কীভাবে যাবেন: হাওড়া স্টেশন থেকে কোরাপুট যাওয়ার একমাত্র ট্রেন হল ১৮০০৫ আপ সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস। ট্রেনটি প্রতি দিন রাত ১০.২০ হাওড়া থেকে ছেড়ে কোরাপুট পৌঁছয় পরদিন সন্ধ্যা ৬.৫৫ প্রায় সাড়ে সাতটা।
কোথায় থাকবেন? কোরাপুট শহরে বেশকিছু হোটেল আছে। তবে একমাত্র সরকারি যে থাকার জায়গাটি রয়েছে সেটি ওড়িশা ইকো ট্যুরিজ্ম দফতরের অন্তর্গত 'কোরাপুট নেচার ক্যাম্প।' অনলাইনে বুক করার জন্য লগইন করতে পারেন www.ecotourodisha.com ওয়েবসাইটে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৬। গরমে সোয়েটার পরুন, ভারতের সুইজারল্যান্ড চলুন

গরমে সোয়েটার পরতে হবে! এ কেমন কথা! বিস্মিত হচ্ছেন? হওয়ারই কথা। ঠান্ডার জায়গায় যাবেন আর গরমজামা পরবেন না, তা কী করে হয়! হ্যাঁ, গরম-বর্ষার দোলদোলানি, তেমন সময়ই যাচ্ছেন তো। যাইহোক, আর বকবকানিতে কী লাভ! যাক, চলুন ঘুরে আসি ভারতের সুইজারল্যান্ড।

দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? মিটবে, যদি ঘোল ঘোলের মতো হয়। তখন দুধ ফেলে ঘোল খাবেন। খরচ কমে পকেটের সাশ্রয় হবে আর দৃষ্টিসুখে মন হবে খোলতাই। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। সমস্ত ভ্রমণপিয়াসীরই মনের কোণে একান্তে লুকিয়ে থাকে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার বাসনা। কিন্তু পকেট সঙ্গ দেয় না। ইচ্ছা ষোলোআনা কিন্তু পকেট গড়েরমাঠ না হলেও বাড়ির পাশের ছোট্ট খেলার মাঠ। কুছ পরোয়া নেই। বেরিয়ে পড়ুন। এমন এক জায়গার খোঁজ দেব যেখানে গেলে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার বাসনা ত্যাগ না-করলেও ভুলে থাকতে পারবেন। জায়গাটি খাজিয়ার। গরমে কিংবা বর্ষায় কিংবা হেমন্ত বা শীতে খাজিয়ার লা-জবাব! শুধু কী তাই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, খাজিয়ার হরষা। এ কেমন বাংলা ‘হরষা’! অবশ্যই ভাবছেন। আমি কেবল ‘হরষ’-র পিছনে ‘আ’-কার জুড়ে ‘হরষা’ করেছি। এটি ব্যাকরণ সম্মত হল কিনা এ বিচার করবেন বৈয়াকরণেরা। আমি অন্ত্যমিলের কারণে বসিয়েছি। যাক, এসব তর্ক-বিতর্ক। এবার পথে আসি। এ-পথ খাজিয়ারের পথ। ‘হরষ’ কথাটির অর্থ, প্রথমে বলে রাখি ‘হরষ’ কবিতায় হয়, গদ্যে নয়। হ্যাঁ, অর্থ হল আনন্দ, পুলক জাগা ইত্যাদি ইত্যাদি। খাজিয়ারের পথে যেতে যেতে আনন্দে ভরে ওঠে মন, পুলক জাগে। সে এক অদ্ভুত শিহরন জাগানো পুলক কিংবা মনের আনন্দ, দৃষ্টিসুখ! আমি কোনওদিন সুইজারল্যান্ড যাইনি, ভবিষ্যতেও যেতে পারব না, যাওয়া সম্ভব হবে না। যাঁরা গেছে বা গেছেন তাঁদের কাছে শুনেছি, সুইজারল্যান্ডের স্বাদ বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায় খাজিয়ারের প্রকৃতির

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাঝ। কখনও কখনও মনে হয়, এখানকার প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের তুলনা নেই, এমনকী সুইজারল্যান্ডেরও। এখানে যেটা পাওয়া যায় তা হল দেশের মাটির গন্ধ। আমাদের দেশের প্রকৃতির যে-লাবণ্য তা আর কোথাও নেই!

অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খাজিয়ারের। ধৌলাধার পাহাড়ে ঘেরা চারিপাশ! তারই মাঝে পাইন অরণ্যানী! বিশাল এক সবুজ উপত্যকার মাঝে ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট এক জলাশয়। কোনও সুন্দরী রমণীর গালে ছোট্ট এক তিল যেমন তার সৌন্দর্যকে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলে ঠিক তেমনই খাজিয়ারের রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করছে ছোট্ট ওই লেক! সুন্দরের মহাল যেন ভারতের সুইজারল্যান্ড খাজিয়ার! এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কেবল খাজিয়ারে দাঁড়িয়েই কেবল উপভোগ করা সম্ভব! তার প্রধান কারণ, এ-এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য! পাইন অরণ্যের মাঝে মেঘ যখন নেমে আসে আপন-পিয়াসে আর বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি যখন উঁকি দেয় তখন মনে হয়, কেউ যেন ছবি এঁকে দেয় প্রকৃতির বিশাল অসীম অম্বরে! এমন সৌন্দর্য প্রকাশে বাংলা বর্ণমালায় ঘাটতি হবেই, এ-কথা কুণ্ঠাহীন বলা যায়। তাই খাজিয়ারের প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের স্বাদ এখানে এসেই নিতে হবে, দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

খাজিয়ারের আরেক নাম হিমাচলের গুলমার্গ! খাজিয়ার থেকে অনেকে ট্রেকিংও করতে বেরিয়ে পড়েন। এখানে একাধিক ট্রেকিং রুট রয়েছে। এই প্রতিবেদকও একবার শীতের দিনে খাজিয়ার থেকে হেঁটে চাম্বা পৌঁছেছিল। কোনও কারণে গাড়ি না-মেলার কারণে স্থানীয়দের সঙ্গে হাঁটা লাগিয়ে চাম্বা আসে। পাশাপাশি এই দুই জায়গার অন্দরমহলে যে কত সৌন্দর্য এবং রূপমাধুরী লুকিয়ে আছে তা হেঁটে না-এলে তার রূপ ও রস আস্বাদন করা যেত না! এখানে অনন্ত সবুজের মাঝে পৌঁছলে যে-কারওর মনে হবে বাংলায় স্বর্গীয়-সৌন্দর্য বোধহয় একেই বলে! তখন মনে হবে, ভারতে নাকি সুইৎজারল্যান্ড, এসব তুলনা টানা অর্থহীন। খাজিয়ার ভ্রমণ এক পরম প্রাপ্তি কোনও সন্দেহ নেই।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেস। পাঠানকোট নেমে একটা গাড়ি নিয়ে সোজা খাজিয়ার কমবেশি লাগে সাড়ে তিনঘণ্টা লাগবে। থাকবেন হিমাচল প্রদেশ টুরিজমের টুরিস্ট লজে। লজের কাঠের বারন্দা থেকে চমৎকার লাগে খাজিয়ার। পাঠানকোট থেকে বাসও আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৭। লেকের ধারে

গরমে সোয়েটার পরার আরও কয়েকটি জায়গায় হানা দিই! ভাবছেন গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, এমনকী ইয়ুমথাম ইত্যাদি অনেকবারই তো হল নতুন কোনও ঠিকানায় পাড়ি দিই। আছে তো একেবারে নতুন এক ঠিকানা। ঠিকানা সাংলাফু লেক! এইবার ছুটি কাটানোর ঠিকানা হোক সাংলাফু চো বা সাংলাফু লেক।

জিরো পয়েন্ট থেকে মাত্র পাঁচ কিমি। নর্থ সিকিমের সাংলাফু লেক। প্রাকৃতিক রূপসৌন্দর্যে ভরা এই লেকটি। সিকিমের উত্তর-পুবে প্রায় সাড়ে ষোলো হাজার ফুট উচ্চতায় সাংলাফু পিক। এর ঠিক পশ্চিমে গুরুদংমার হিমবাহ। দক্ষিণে লাচুং লেক। দর্শনীয় এই লেকটির প্রধান আকর্ষণ প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্য! যখন তুষরাবৃত পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য প্রতিফলিত হয় লেকের কাকচক্ষু জলে তখন অভূতপূর্ব এক দৃশ্য ভেসে ওঠে দুই নয়নজুড়ে! মাসখানেক আগে ভ্রমণপিয়াসীদের জন্য সিকিম সরকার খুলে দিয়েছেন এই লেকের দরজা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর হল এখানে যাওয়ার সেরা সময়।

সাংলাফু লেকটি বৌদ্ধদের কাছে খুবই পবিত্র লেক। তাই ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনওরকম প্ল্যাস্টিক এবং প্ল্যাস্টিকজাতীয় কিছু নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকী থুথু ফেলাও যাবে না। ভুল করে ফেললে জরিমানা হতে পারে। সালাংফু লেকটি ঘিরে পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ফলে, স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খুব খুশি। পাশাপাশি সন্ন্যাসীরা চাইছেন, কোনওভাবে যেন শান্তি বিঘ্নিত না হয়। শান্তির পরিবেশে শান্তিতে ঘুরে বেড়ান সবাই।

তুষরাবৃত উত্তর সিকিম বরাবরই ভ্রামণিকদের কাছে বরাবরের পছন্দের আয়গা।

তীব্র দাবদগ্ধে ওষ্ঠাগত প্রাণ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও শান্তি দিয়েছে। শরীর ঠান্ডা করেছে। এই ঠান্ডা আবহাওয়া পেরিয়ে আরও অনেকটা ঠান্ডায় যেতে মন আকুলিবিকুলি করছে। তাহলে চলুন। কাছেপিঠে চটজলদি ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করছেন অনেকেই। এই গরমের ছুটিতে কিংবা প্রাক বর্ষায় আপনার বা আপনাদের মন উড়ুক্কু হয়ে ওঠে তাহলে যাওয়া যেতেই পারে সাংলাফু লেকের ধারে, লেকের কাছে। ভীষণই রোমাঞ্চকর যাত্রা!

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদা থেকে এনজেপি। তারপর গাড়িতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৮। হাওয়া খেতে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে

এতকাল তো শুনে এলাম sea beach বা সমুদ্রসৈকতের কথা। কিন্তু নদীসৈকত! না, তেমন কিছু শুনিনি। আর নদীসৈকত হয় নাকি! হয় হয়, জানতি পারো না। পরশুরামের ভাষা ধার করে উত্তর দিতে হয়। এবার আসা যাক আসল কথায়। শহরের পচাধসা গরম আর ভাল লাগছে না। ভাল লাগে না প্যাচপেচে কাদামাখা বর্ষাও। যদি বলি ভাল লাগবে এমন এক জায়গার কথা আর চিঠি লিখি তেমন এক ঠিকানায়! অবাক হচ্ছেন! আছে এমন এক কুমারী নারীর মতো সুন্দর এক জায়গা।

নিউ বকখালি। 'এ নাম তো কোনওদিন শুনিনি!' মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসবেই। কিংবা বলবেন, 'বকখালির কথা বলছেন না তো?' না, তা কেন বলব! বকখালির কথা বললে তো বকখালি চলুন। তবে হ্যাঁ, বকখালি যাওয়ার পথেই নিউ বকখালি। কাকদ্বীপ থেকে দশ কিমি দূরে এই নিউ বকখালির নদীসৈকত।

শিয়ালদা থেকে নামখানা লোকালে কাকদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনে নেমে চার কিমি দূরে বেনফিশের জাহ্নবী টুরিস্ট লজে নোঙর করেছেন রাত্রিবাসের জন্য। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে ভাতঘুম না-দিয়ে সারাদিনের জন্য একটি টোটো ভাড়া করে চলুন নিউ বকখালি। কাকদ্বীপ থেকে বকখালি যাওয়ার পথে রওনা দেবেন। ঠিক সাত কিমি দূরে কাছারি বাড়ির মোড়। ডান দিকে মোড় নেবে টোটো। এবার কিছুটা গেলেই নিউ বকখালি নদীসৈকত। যা এতক্ষণ বিশ্বাস করছিলেন না, ভাবছিলেন নদীসৈকত আবার হয় নাকি! এবার আপনার বা আপনাদের সামনে অপূর্ব রূপ-মাধুর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মাঝে বিশাল এক নদীসৈকত! বিস্মিত হবেন কিন্তু বাকরুদ্ধ হবেন না। তার কারণ, এতক্ষণ যে-পথে এসেছেন দেখতে দেখতে এলেন গ্রামবাংলার শ্যামলিমা, আর তার রূপসৌন্দর্য!

নদীসৈকতে ঘুরে বেড়ায় কাঁকড়ার ঝাঁক। তার মধ্যে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

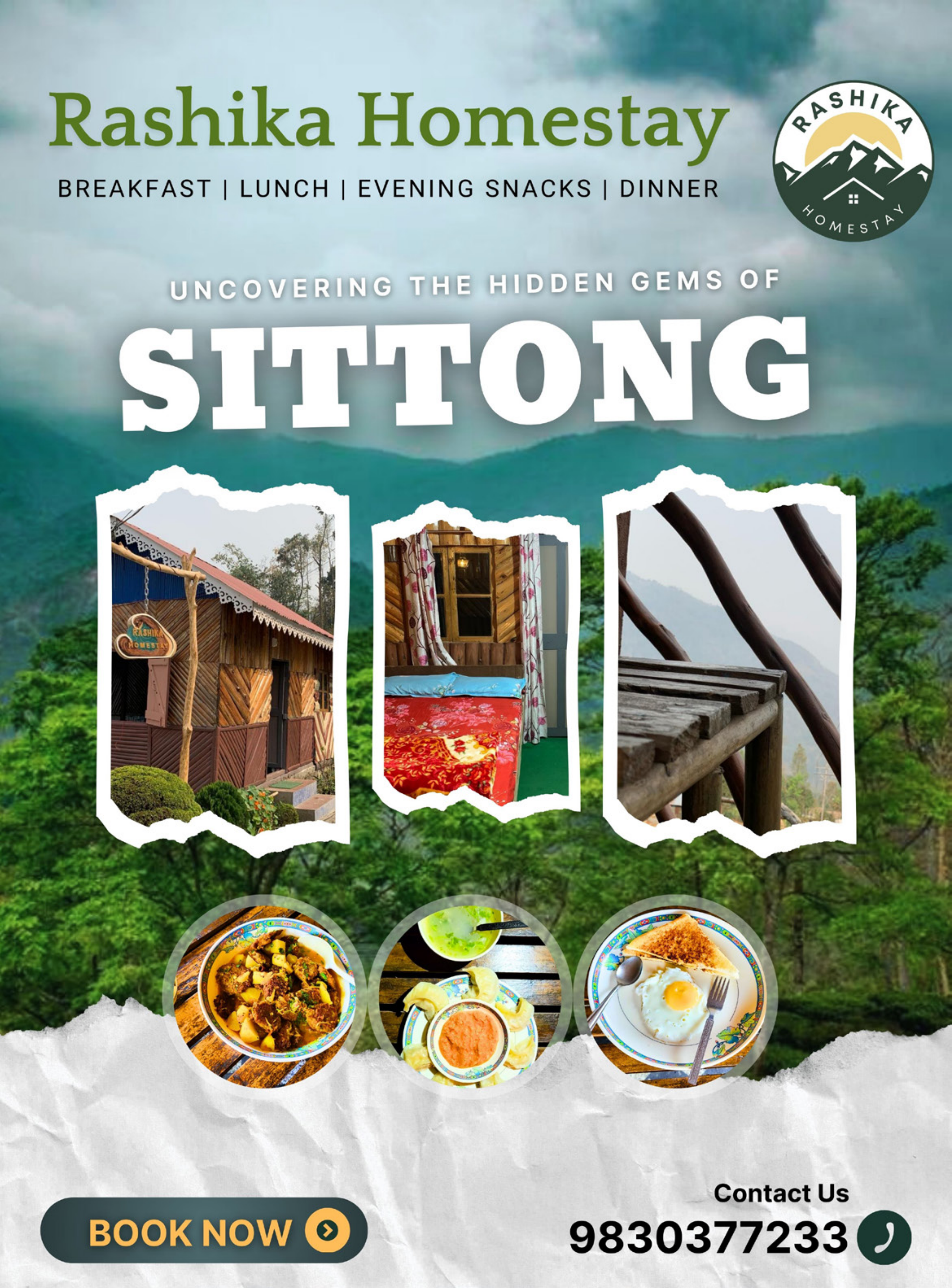
Rashika Homestay
BREAKFAST | LUNCH | EVENING SNACKS | DINNER
RASHIKA HOMESTAY
UNCOVERING THE HIDDEN GEMS OF
SITTONG
RASHIKA HOMESTAY
BOOK NOW
Contact Us
9830377233

আছে লাল কাঁকড়াও। নিউ বকখালির প্রাকৃতিক পরিবেশটি চমৎকার। শান্ত, নিরিবিলি, কেবলই নদীস্নাত বাতাসের শব্দ কানে আসে। চুলে বিলি কেটে দেয়। যেমনভাবে নদীর জলে বিলি কেটে যাচ্ছে বাতাস! অনেকটা সময় ওই নদীসৈকতে কাটাতে মন্দ লাগে না। মন্দ বলি কেন, বেশ ভাল লাগবে। তটভূমি, নদী, ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঘেরা জায়গাটিতে বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় একান্তে, আপন-খেয়ালে। কলকাতার ভিড়, হইচই এড়িয়ে প্রকৃতির বুকে এমন নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ আর কোথাও পাওয়া যাবে কি? নিজের প্রশ্ন নিজের মনের কাছেই উত্তর খুঁজতে হবে নিউ বকখালি এলে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় বা মনোরম জায়গা। নদীর ধারের ঘন অরণ্যে খুব সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায় দুজনে একান্তে প্রকৃতির মাঝে! সারাদিন না-কাটিয়ে আপ নামখানা লোকাল ধরে অনায়াসে চলে আসতে পারেন শিয়ালদা স্টেশন। সেখান থেকে যে যার বাড়ি। ফ্যামিলি টুর হলে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। শুধু শিয়ালদা থেকে রওনা দেওয়ার আগে ট্রেনের সময়সারণি বা টাইমটেবলে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেবেন। মনে না-থাকলে চিরকুটে লিখে মানিব্যাগে রেখে দিন। কাকদ্বীপের পরের স্টেশন উকিলের হাটে নামলে আরও কাছে হবে নিউ বকখালি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

৯। কেরালার আগাম বর্ষায় পেরিয়ার অরণ্যে

একবার ইচ্ছা হল, দক্ষিণের আগাম বর্ষায় কেরালা গেলে কেমন হয়! নিজের মনকে জিজ্ঞাসা, নিজেকেই উত্তর দেওয়া, বেশ হবে। অর্থাৎ চল পানসি বেলঘরিয়া না কেরালা। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে সোজা তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস ধরে নামা। একটা রাত কাটিয়েই ঠেক্কাডির বাস ধরে পেরিয়ারের জঙ্গল। তিরুবনন্তপুরম থেকে বাস ধরে ঠেক্কাডি। ঘণ্টা পাঁচের জার্নি। বাস থেকে নেমে একেবারে লাইম ফ্রেশ। কমবেশি দুশো কিমি চলে এলাম বুঝতেই পারিনি। রাস্তা একেবারে মাখন! কেরালা টুরিজমের 'অরণ্য নিবাস'-এ ব্যাগপত্তর রেখে সোজা জঙ্গলে। দেখলাম কিছুক্ষণ অন্তর লঞ্চ ছাড়ে। পেরিয়ার লেকের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলাচল করে। উদ্দেশ্য পর্যটকদের ওয়াইল্ড লাইফ বা বন্যপ্রাণদের চাক্ষুষ করানো। আমি যাওয়ার আগেই লঞ্চ ছেড়ে গেছে। পরেরটার জন্য অপেক্ষা। তা অপেক্ষা যখন করতেই হবে তখন পাখিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

শুরুতেই বিস্মিত হলাম পাখির ডাকে! কতরকমের পাখি! এখানকার পাখি দেখে অবাক হয়েছিলেন পক্ষী বিশারদ সেলিম আলি। শ্রদ্ধেয় মানুষ। শুনেছি, তিনিও নাকি পেরিয়ারে বহু পাখি চিহ্নিতকরণ করতে পারেননি। এত পাখি!

এই জঙ্গলে এমন কোনও শব্দ ভেসে আসে না যা সবকিছু ছাপিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারে পাখির ডাক। এমনকী হাতির বৃংহণও! কিংবা বাঘের গর্জন! গাছগাছালির ফাঁকফোকরে নিত্য আনাগোনা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পাখিদের। পাখিরা তাদের রঙিন ডানায় ভর করে উড়ে আসে বাসায়, কখনওবা আকাশপথে উড়ে যায় অন্যকোথাও! উড়ে-যাওয়া পাখির ডানা থেকে কখনওসখনও রঙিন পালক খসে পড়ে লেকের জলে নয়তো অরণ্যের গভীরে। পেরিয়ার অরণ্যের অন্দরমহলে হাতি, হরিণ, নীল গাই, ভারতীয় বাইসন, বাঘ, চিতা, বুনো শুয়োর, লায়ন টেল ম্যাকাও ইত্যাদি ইত্যাদি কত বন্যপ্রাণ!

পেরিয়ার লেকটি নাকি প্রাকৃতিক নয়। পেরিয়ার নদীর বুকে বাঁধ তৈরি থেকে লেকের সৃষ্টি। এসব জেনে লাভ কী! ঘুরতে এসেছি, লঞ্চে ঘুরব, বন্যপ্রাণ দেখব, আনন্দ নেব। ব্যস, খেল খতম পয়সা হজম। পেরিয়ার লেকের বুকে লঞ্চে ঘুরে ওয়াইল্ড লাইফ দেখার আনন্দ একেবারে ভিন্নরকম। লঞ্চে ধরতে এসে জলের ধারে দাঁড়িয়ে যে-দিকেই দৃষ্টি যায় সেখানেই সবুজের অহংকার! পাহাড়ের রংও সবুজ! নিত্যদিন মাঝ বেলাতে নেমে আসে বৃষ্টি। তার আগে আকাশে শুরু হয় বাদল-মেঘের আসাযাওয়া। মেঘেরা একজোট হলেই নেমে আসে রিমঝিম বারিধারা! কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সাফসুতরো। তবে সবুজের মাঝে যখন লেকের জলে বৃষ্টির টপটপ করে ফোঁটা পড়ে তখন সে-এক অপূর্ব দ্যোতনাময় হয়ে ওঠে চারিদিকের পরিবেশ! সে বড় মোহময়, সে বড় রূপ-মাধুর্যের প্রকাশ প্রকৃতির! খেয়ালি প্রকৃতির সৌন্দর্যে এক গাছ থেকে অন্য আরেক গাছে উড়ে যায় উড়ন্ত কাঠবিড়ালি। পেরিয়ারের জঙ্গলে হরবখত দেখা যায় উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ইংরেজিতে যাকে বলে flying Squirrel.

বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর শেষবেলায় পড়ন্ত সূর্যের আলোর ঝলকানি এসে পড়ে গাছগাছালির ওপর আর পেরিয়ার লেকের পারের ঘাসজমিতে! সেইসময় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায় হরিণের দল। কখনওবা হাতির দল। দুপুরের দিকে হাতিরা স্নান করে লেকের জলে। জলকেলি করে যূথচারী হাতিরা। এরই ফাঁকে দেখা যায় একদল ভোঁদড় নদীর ধারের একফালি মাঠে লাফালাফি করে! সবকিছু নিয়ে পেরিয়ারের অরণ্যমায়ায় কখন যে ধরা পড়বেন তা বুঝতেও পারবেন না!

সেই মায়া আরও দীর্ঘতর হবে, যখন সমমনের ভ্রামণিকদের সঙ্গে যাওয়া হয় অরণ্য-অ্যাডভেঞ্চারে! অরণ্যানীর পথে চলতে চলতে থমকে যেতে হয় অরণ্য বাতাসের শব্দে! শুকনো পাতার শব্দে ডেকে ওঠে জঙ্গুলে পাখি। আশপাশের বিশাল গাছগাছালি আড়াল করে রাখে সূর্যের আলো। পাতাপুতোর আড়ালে আবডালে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে সূর্যের আলো। ভীষণই রহস্যময় হয়ে ওঠে অরণ্য। রাতে চাঁদের রহস্যাবৃত জ্যোৎস্না অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য তৈরি করে রাতের শিহরনে!

তবে রাত্রিবেলা তো জঙ্গলে ট্রেক করা যাবে না। ওয়াচ-টাওয়ারে রাত কাটাতে পারেন, বর্তমানে যায় কিনা জানা নেই। তবে ওয়াচ-টাওয়ারে রাত কাটানো দারুণ এক অভিজ্ঞতা! গাছের পাতাপুতোর ফাঁক চুঁইয়ে যখন চাঁদের কামরাঙা জ্যোৎস্না পড়ে অরণ্যে তখন এক অলৌকিক মায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়। এমনই এক মায়াবী মুহূর্তে দেখা যেতে পারে লেকের ধারে বাইসন কিংবা অন্য কোনও বন্যপ্রাণকে। ওরা জল খেতে আসে।

দিনের বেলা অরণ্যের ঘাসজমি পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখা হয়ে যেতে কোনও বন্যপ্রাণের। পিছন ফিরতেই চোখে পড়তে পারে একটা নীলগাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! আমি দেখেছিলাম এমন একটি নীলগাইকে। সে কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দিকে নজর রেখেছিল। হাতির পিঠে চেপেও জঙ্গল ঘোরা যায়। কিছু অর্থের বিনিময়ে এই সুযোগ মেলে। কয়েকটি দিন কাটাতে মন্দ লাগবে না পেরিয়ারের জঙ্গলে!

ফেরার সময় ঠেক্কাডি থেকে কোট্টায়াম রেলস্টেশনে এসে ট্রেন ধরুন। সময় অনেক কম লাগবে। যাঁরা একটু অন্যরকম কিছু করতে ভালবাসেন বা অন্যকোনও রুটে ফিরতে চান তাহলে ঠেক্কাডি থেকে তিরুবনন্তপুরম ফিরুন পিরমেড রুটে। অসাধারণ সুন্দর এই পথটি। পিরমেডের রাস্তাটি নিয়ে যাবে মনভাসির টানে! টানা দশ কিমি চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। পিরমেড হল স্বর্গীয়-সৌন্দর্যের এক দরজায় কড়ানাড়া। প্রকৃতির রং এখানে সবুজ। তার চেয়ে বরং অরণ্যের সবুজ ছেড়ে সমুদ্রের নীলে চলুন। না, ঠিক সমুদ্র নয়, ব্যাক ওয়াটার। যার জন্য আলেপ্পির খুব নামডাক। ঠেক্কাডি থেকে কমবেশি ঘণ্টা চার-সাড়ে চারের জার্নি। কেরালার সৌন্দর্যের খনি আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটার।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

১০। ভগবানের দেশে জলে বাস

‘রোজকার অনন্যা’র প্রচ্ছদের ছবি মনে ইচ্ছা জাগছে, গেলে হয় এমন দেশে! এ হল ‘Land of God’ বা ‘ভগবানের দেশে’। ছবিটি হল কেরালার ব্যাক ওয়াটার। এ হল মর্তের এক স্বর্গভ্রমণ। কেরালার ব্যাক ওয়াটারে যাঁরা গেছেন তাঁরাই কেবল বলতে পারেন এ-ভ্রমণের মজা কেমন, আনন্দ কেমন, রোমাঞ্চ কতটা! অনেকেই বলেন, আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটার হল পূর্বের ভেনিস। আমি ভেনিস যাইনি। যতটুকু দেখেছি সিনেমায় আর ছবিতে। আমি যতটুকু বুঝেছি ভেনিসের থেকে অনেক বেশি সুন্দর এবং অপরূপ রূপ-মাধুর্যে ভরা আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পঙক্তি ধার করে বলতে হয়, ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানি...’! ভগবান কি না-জেনেই নিজের দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছেন কেরালাকে! তা মনে হয় না। কেরালা ঘুরলে তেমনটাই বোধ হয়।
প্রাচ্যের ভেনিস আলেপ্পিতে ফিরে আসি। কেরালার চমৎকার এই শহরটি ব্রিটিশ আমল থেকেই আধুনিক কিন্তু সাবেকি। অর্থাৎ আধুনিকতার সঙ্গে সাবেকিয়ানার তালমিল রয়েছে, আজও আছে। আলেপ্পির মানুষ খুব সচেতন। তাঁরা জানেন নিজেদের জায়গাটিকে কীভাবে ভাল রাখতে হয়, সাফসুতরো রাখতে হয়। তাই আলেপ্পির রূপমাধুরী আজও অটুট! এখানকার প্রাকৃতিক রূপ-মাধুর্যের এককথায় অপূর্ব, অবর্ণনীয়! চারিদিকে কেবলই জল। জলের যে অপরূপ সৌন্দর্য থাকে তা আলেপ্পি না-এলে বুঝতাম? কখনওই না। যেমন মরুরাজ্য রাজস্থান না-গেলে মরুভূমির অন্দরমহলে রূপ-অরূপের সীমানা ছাড়িয়ে অঢেল ঐশ্বর্য যে লুকিয়ে আছে তা জানতে পারতাম না! শুধু কি তাই, এখানকার স্থাপত্য-ভাস্কর্য বা বাড়িগুলি দেখলে বোধ হবে ইউরোপের কোনও সুসজ্জিত শহরের এসে পড়েছি। পাশাপাশি পথঘাটগুলোও পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে! আলেপ্পি যাবেন আর হাউসবোটে থাকবেন না, তা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আবার হয় নাকি! তবে বলে রাখি, হাউসবোটে না-থাকলে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকবেন। যে-আক্ষেপ সারা জীবনেও যাবে না। কাশ্মীরের হাউসবোটে তো রাত কেটেছে আলেপ্পিতেও কাটাবেন। কাশ্মীর আর আলেপ্পির হাউসবোটে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল পরিবেশে এবং আবহাওয়ার। শীতাতপ হাউসবোটও আছে। বর্তমানে প্রায় সবই এসি হাউসবোট। বাজেট থেকে দামি, সবরকম হাউসবোটই আছে। আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটারে জলে ভাসতে ভাসতে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখার আনন্দই আলাদা। সে এক অসামান্য দৃশ্য! সঙ্গে থাকবে ধূমায়িত ফিল্টার কফি আর স্ন্যাকস। বললে সুস্বাদু খাবারও পাবেন। শহরের কোলাহল থেকে দূরের নিরিবিলিতে ভেসে থাকলে খুব শান্তিতে দিন কাটে। ইচ্ছে করলে কায়াকিং-এর রোমাঞ্চ নেওয়া যেতে পারে। কায়াকিং হল ওয়াটারস্পোর্ট যা একটি সরু লম্বাটে নৌকা মতো জলযানে বসে জলে ভেসে চলা। চালানোর জন্য প্যাডেলও আছে। অবশ্যই আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটারের মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হতে পারে কায়াকিং। এটিতে ওঠার আগে হালকা করে একটা ট্রেনিং হয়। অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত গাইডরাই দেবেন। যেখানে হাউসবোট যাবে না সেখানে কায়াকিং করে সবকিছু দেখা যায় অনায়াসেই। যখন আলেপ্পি যাবেন হাউসবোটে থেকে একবার চেষ্টা করুন কায়াকিং করে ব্যাক ওয়াটারে ঘুরতে।

আলেপ্পি হল সমুদ্রসৈকতের রাজ্য। কতশত সৈকত--- থুম্পোলি, পুন্নাপুরা, মারারি, আলাপ্পুঝি, অন্ধকারনাঝি ইত্যাদি ইত্যাদি। মনের আনন্দে সৈকতে সৈকতে ঘুরে মন ও শরীর দুইই ভাল এবং তরতাজা থাকবে।

আলেপ্পির আর এক নাম আলাপুজা। যার অর্থ খাল, বিল, নদী, নালা। একদিকে আরব সাগর অন্যদিকে সমুদ্রের জল মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সৃষ্টি করেছে ব্যাক ওয়াটারের। আর এই জলেই সৃষ্টি হয়েছে ভেম্বানাদ লেক। লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছে ছাওয়া রূপকথার সবুজের দেশ আলেপ্পি! হাউসবোটে যেতে যেতে জলপথের দুই পাশে গ্রামের মানুষের ঘর-সংসার, জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি-সহ লৌকিক জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ফেরা যায় এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সঙ্গী হয়ে!

শুধুমাত্র ব্যাক ওয়াটার নয়, দর্শনীয় বহু জায়গা আছে আলেপ্পিতে। শহর থেকে খানিকদূর আম্বালাপূজা। এখানে আছে শ্রীকৃষ্ণমন্দির। মানুষের বিশ্বাস, এই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মন্দিরের নির্মাতা কৃষ্ণ। এই মন্দিরটির কারুকাজ এবং নকশা অপূর্ব! এই মন্দিরের ভোগের খ্যাতি দেশজোড়া। এখানকার ভোগ 'পলপায়সম'-এর স্বাদ কখনও ভোলা যায় না!

মুল্লাকালে দেবীর মন্দিরের কোনও ছাদ নেই। নিত্যদিন তিনি রোদে পোড়েন, বৃষ্টিতে ভেজেন! স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, দেবী খুব জাগ্রত। ভক্তের কথা শোনেন। তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

বেশকিছুটা দূরে মান্নারসলাব। কেরালার সবচেয়ে বিখ্যাত নাগরাজমন্দির। এই মন্দির ঘিরে একাধিক অলৌকিক কাহিনি। বলা হয় বা মানুষের বিশ্বাস, স্বয়ং বিষ্ণু নাগ রূপে অধিষ্ঠান করছেন এই মন্দিরে। এবং বন্ধ্যা স্ত্রী বিষ্ণুর আশীর্বাদ লাভ করে সন্তানসম্ভবা হন। মন্দির থেকে একরকম ওষুধ দেওয়া হয়। যে-ওষুধে একাধিক দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। এখানে প্রতিবছর 'স্নেক বোট রেস' হয়। দেশ-বিদেশের বহু উৎসাহী মানুষ আসেন এই স্নেক বোট রেস' দেখতে।

আলেপ্পি থেকে জলযানে একঘণ্টার পথ পাথিরামানল। ছোট্ট একটি দ্বীপ। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে এই দ্বীপে।

আলেপ্পি থেকে কমবেশি ৫০ কিমি দূরত্বে কাঠের তৈরি কৃষ্ণপুরম প্রাসাদ। কায়ামকুলমের কার্তিক পল্লিতে রয়েছে এই প্রাসাদ। কৃষ্ণপুরম প্রসাদের ভাস্কর্য, স্থাপত্য অপূর্ব! এখানে পুরনোকালের বহু ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি আছে।

দক্ষিণের অন্যান্য জায়গার থেকে কেরালার খাবার ভিন্ন। এখানকার খাবার বেশ সুস্বাদু। আলেপ্পিতে স্থানীয় খাবারের ঐতিহ্য আছে। অবশ্যই খাবেন। সেইসব খাবারের স্বাদ কোনোদিনও ভুলবেন না! ইডলি, আপ্পম ছাড়াও পুট্টু, কোঝি কারি, আদা প্রধামন, সেমিয়া পায়সম, বিভিন্ন সামুদ্রিক খাবার হল আলেপ্পির বিশেষত্ব। তাল আর নারিকেল থেকে তৈরি হয় 'টডি'। এটি হল একধরনের স্থানীয় মদিরা। হালকা করে একবার চেখে দেখতে পারেন। তারপর হাউসবোটে ব্যাক ওয়াটারে ভেসে আসা সামুদ্রিক বাতাসে হারিয়ে যান নিজের মধ্যে। পৌঁছে যাবেন অন্য জগতে! না, মাতাল হয়ে নয়, ভালবাসা-ভাললাগার মধ্যে!

আলেপ্পিতে শুধু ছুটিতেই নয়, নিছক আরামের খোঁজেও যেতে পারেন। এই আরাম পাবেন আলেপ্পির আয়ুর্বেদিক মালিশ কিংবা চিকিৎসায়। কেরালার বেশ নামডাক আছে আয়ুর্বেদে চিকিৎসায়। আলেপ্পিতেও বিভিন্ন জায়গায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা হয়। এখানকার মনোরম পরিবেশে আয়ুর্বেদ মাসাজ এবং চিকিৎসা হয়। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শরীর এবং মনকে তরতাজা করে দেয়। তবে ছুটিতে ঘুরতে গিয়ে এত কাণ্ড হয় না। প্রথমবার ঘুরে আসুন, দেখে আসুন। পরেরবারে ঠিকানা হোক প্রযত্নে আয়ুর্বেদিক মাসাজ এবং চিকিৎসালয়।

এবার ফেরার পালা। শহর থেকে চার কিমি দূরে রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেন ধরুন। সারা কেরালায় থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। তাই আলেপ্পিতেও নেই।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রেল আহার

সেসব একসময় ছিল যখন বছরে দুবার নিয়ম করে ঘুরতে যাওয়া হত। গরমের ছুটিতে আর পুজোর সময়। কবে থেকে ছুটি আগে থেকে খোঁজখবর করে, ট্রেনের টিকিট কাটা হত। বেশি দেরি করলে হয়তো আর রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না, এই ভেবে। বিশাল এক তালিকা তৈরি হত কী কী সঙ্গে নিতে হবে। তারপর হোটেল বুকিং, টুকিটাকি কেনাকাটা; সে এক এলাহি আয়োজন। অনেকে মিলে ঘুরতে গেলে এক একজন, এক একখানা পদ রান্না করে আনতেন। রাতে খবরের কাগজ পেতে, কাগজের প্লেটে সেসব ভাগ করে খাওয়া হত। সেসব রেওয়াজ আজকাল আর নেই। ঝক্কি এড়াতে ট্রেনের খাবারে অভ্যস্ত সবাই। তবুও ছোটবেলায় ফিরে যেতে চাইলে এমন একখানা প্ল্যানিং রাখতেই পারেন। ট্রেনের সফরে কীরকম খাবার সঙ্গে নেবেন তার হদিশ রইলো এবারের সংকলনে। সংকলনে সুস্মিতা মিত্র

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

EXCLUSIVE

Tableware Sets

গর্বের ১২৫ বছর

Every Cash Purchase
Get **Discount**

বগলা চরণ কুণ্ডু ®

------- ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন -------

SHOP ONLINE : www.bagalacharankundu.com

Bagala Charan Kundu Group Pvt. Ltd. **CALL : 7980603470**

1, R. G. KAR ROAD, KOLKATA 700004 (SHYAMBAZAR FIVE POINT)

WE HAVE NO BRANCH

মৌমিতা মুখার্জি

হার্বড বাটার রাইস

কী কী লাগবে

বাসমতী চালের ভাত, রসুনকুচি, অরেগানো, পার্সলেপাতাকুচি, গোলমরিচগুঁড়ো, নুন, মাখন, চিলি ফ্লেক্স

কীভাবে বানাবেন

প্যানে মাখন দিয়ে রসুনকুচি হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার একে একে বাসমতী চালের ভাত, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, অরেগানো মিশিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। পার্সলেপাতাকুচি মিশিয়ে পরিবেশন করুন। সঙ্গে দিতে পারেন সতে করা ভেজিটেবল আর পোচড এগ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

ইনস্ট্যান্ট রাভা ইডলি আর সেঙ্গা চাটনি

কী কী লাগবে

সুজি ১ কাপ, টকদই ১/২ কাপ, বেকিং সোডা ১/৪ চা চামচ, নুন চিনি স্বাদমতো, সাদা তেল, সর্ষে, কারিপাতা

কীভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে সুজি, টকদই, নুন, চিনি, বেকিং সোডা অল্প গরম জল দিয়ে ফেটিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে ফোড়ন দিয়ে মিশ্রণে ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে নিন। ইডলি মোল্ডে তেল ব্রাশ করে এই মিশ্রণ দিয়ে স্টিম করুন। নারিকেল চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সেঙ্গা চাটনি

কী কী লাগবে

কাঁচা বাদাম ৫০ গ্রাম, কারিপাতা ১০টা, রসুনের কোয়া ৬টা, শুকনোলঙ্কা ২টি, ছোলার ডাল ১ চা-চামচ, বিউলির ডাল ১ চা-চামচ, তেঁতুল ১/২ চামচ, নারিকেলকোরা ২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, তেল দেড় চা-চামচ, জল প্রয়োজনমতো, গোটা সর্ষে ১/২ চা-চামচ।

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে শুকনো খোলায় বাদাম ভেজে নিন। এরপর তাতে শুকনোলঙ্কা, রসুন, কারিপাতা, দু'রকমের ডাল, অল্প তেল দিয়ে একটু ভেজে নিন। এবার মিক্সিতে ভাজামশলা, নারিকেলকোরা, তেঁতুল, নুন আর পরিমাণমতো জল দিয়ে ভালো করে মিক্সিতে বেটে নিয়ে একটা পাত্রে ঢালুন। কড়াইতে অল্প তেল গরম করে কারিপাতা, সর্ষে, আর শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিয়ে চাটনির ওপর ঢেলে দিন। ইডলি বা ধোসার সঙ্গে ভালো লাগবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আকাশ ৮

সময়ের হাত ধরে আজও সবার মুখে

DOCTORS' CHOICE
Cooking Oil

Presents

বাংলা টেলিভিশনের সবথেকে বেশি সময় ধরে চলা কুকিং শো 'রাঁধুনি' পা রাখলো ১৬ বছরে।

এতদিন ধরে আপনাদের রসনা ও হৃদয় জয় করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

'রাধুনি'-তে অংশগ্রহণ করতে চোখ রাখুন আকাশ আটের পর্দায়।

প্রতিদিন, দুপুর ১:৩০ ও বিকেল ৫:৩০

আকাশ আট দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেখতে না পেলে আপনার কেব্‌ল বা ডি টি এইচ অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ছানার পোলাও

কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ অথবা বাসমতী চাল, পনির বা ছানা, জিরেবাটা, আদাবাটা, গোটা গরমমশলা (দারচিনি, ছোট এলাচ, লবঙ্গ), হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, ঘি, নুন, চিনি, তেজপাতা, গোটা জিরে

কীভাবে বানাবেন

ছানা ভেজে রাখুন। চাল ধুয়ে শুকিয়ে নিন। শুকনো চালে সামান্য ঘি, জিরেবাটা, আদাবাটা, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন। ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ও জিরে ফোড়ন দিন। গরমমশলা দিন। গন্ধ বেরোলে মাখা চাল দিয়ে ভাজতে থাকুন। চাল ছিটকালে তাতে গরম জল, নুন, চিনি দিয়ে ঢাকা দিন। দমে রাখুন ১৫ মিনিট। আঁচ কমিয়ে রাখুন। ওপর থেকে ভাজা ছানা দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন। ইচ্ছেমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন ছানার পোলাও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

nanighar

ghar se dil tak

Purely

Homecooked

(not Homelike)

Thalis

- Veg Thali
- Chicken Thali
- Fish Thali
- Mutton Thali

Starting from

99/-

only*

#MaaKaHaatKaKhana

ORDER NOW

CALL US AT
6289961646 or 6289909399

VISIT US AT
www.nanighar.com

KOLKATA
GURGAON
DELHI

FOLLOW US ON

DOWNLOAD OUR APP FROM
Google play
App Store

হিং-এর কচুরি

কী কী লাগবে

ময়দা ২ কাপ, মাখন ১/৪ কাপ, জোয়ান ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, ভাজার জন্য সাদা তেল

পুরের জন্য: বিউলির ডাল ১/২ কাপ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, মৌরি ১ চা-চামচ, গোটা ধনে ১ চা-চামচ, সাদা জিরে ১ চা-চামচ, চাট মশলা ১ চা-চামচ, চিনি ১/২ চা-চামচ, কসুরি মেথি ১/২ চা-চামচ, সাদা তেল ৩ চা-চামচ, হিং সামান্য, গোলমরিচগুঁড়ো স্বাদ অনুযায়ী, আদাবাটা সামান্য, নুন ও চিনি স্বাদ অনুযায়ী

কীভাবে বানাবেন

বিউলির ডাল বেটে নিন। তেল গরম করে ডালবাটা দিয়ে অল্প ভেজে একে একে সব উপকরণ দিয়ে ভাজুন। নামিয়ে ঠান্ডা করে ছোট ছোট বল বানিয়ে রাখুন। ময়দা, ঘি, জোয়ান, নুন আর পরিমাণমতো জল দিয়ে ডো বানিয়ে রাখুন। লেচি কেটে মাঝে পুর ভরে কচুরিগুলো বেলে নিন। ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে তুলে পরিবেশন করুন আলুর দমের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিলি অয়েল নুডলস উইথ চিকেন

কী কী লাগবে

১৫০ গ্রাম এগ নুডলস, ২ টেবিল চামচ তেল, ৩ কোয়া রসুন কুচি করে কাটা, ২টি পেঁয়াজ শাক সবুজ এবং সাদা অংশ আলাদাভাবে কাটা, ৩ চা-চামচ চিলি ফ্লেক্স, ২ চা-চামচ ডার্ক সয়া সস, ১ টেবিল চামচ লাইট সয়া সস, ১ চা-চামচ রাইস ভিনিগার, আধ চা-চামচ ব্রাউন সুগার, ২ চা-চামচ তিলের তেল, ১০০-১৫০ গ্রাম মাংসের কিমা, দেড় চা-চামচ ওয়েস্টার সস, ১ চা-চামচ রসুনকুচি, ১ চা-চামচ শা মরিচগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, ২ চা-চামচ সাদা তেল, ১টা সিদ্ধ ডিম ২ টুকরো করা, ১ টেবিল চামচ পেঁয়াজ শাকের কুচি

কীভাবে বানাবেন

মাংসের কিমা বাকি উপকরণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন ১ ঘণ্টা মতো। তার পরে সাদা তেল গরম করে মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। নুডলস সিদ্ধ করে নিন। চিলি অয়েল বানানোর জন্য, অন্য একটি প্যানে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে রসুন, সবুজ পেঁয়াজের সাদা অংশ, চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। রসুন সোনালি না-হওয়া পর্যন্ত এবং সবুজ পেঁয়াজ ক্রিস্পি না-হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নামিয়ে নিন। ১/২ কাপ জল, ডার্ক সয়া সস, লাইট সয়া সস, রাইস ভিনিগার, তিলের তেল, ব্রাউন সুগার এবং পেঁয়াজ শাকের সবুজ অংশ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই সসটি নুডলস সিদ্ধ করার সময় করার চেষ্টা করুন যাতে আপনি অবিলম্বে গরম নুডলস মেশাতে পারেন। সসটি ভালোভাবে নুডলসের মধ্যে টস করে একটি প্লেটে ঢেলে নিন। উপরে ভাজা কিমার মিশ্রণটি ছড়িয়ে, ডিম সিদ্ধ আর স্প্রিং অনিয়নকুচি দিয়ে গার্নিশ করে পরিবেশন করুন চিলি চিকেনের সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য

কর্ন চিজ টোস্ট

কী কী লাগবে

সুইট কর্ন, গ্রেটেড চিজ, ধনেপাতাকুচি, চিলিফ্লেক্স, অরিগ্যানো, পাউরুটির স্লাইস, টোম্যাটো সস, মেয়োনেজ, মাখন

কীভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে সুইট কর্ন, গ্রেটেড চিজ, ধনেপাতাকুচি, চিলিফ্লেক্স, অরিগ্যানো নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর পাউরুটির স্লাইসে প্রথমে মেয়োনেজ আর তারপর টোম্যাটো সস লাগিয়ে নিয়ে উপরে সুইট কর্ন আর চিজের মিক্সারটা দিতে হবে। এরপর ফ্রাইপ্যানে মাখন দিয়ে পাউরুটির স্লাইসগুলো দিয়ে হালকা থেকে মাঝারি আঁচে ঢাকা দিয়ে চিজ গলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ব্যস, তৈরি হয়ে যাবে ঝটপট সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট কর্ন চিজ টোস্ট।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সিন্ধি কোকি রোটি

কী কী লাগবে

আটা, বেসন, পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, ধনেপাতাকুচি, জোয়ান, কসুরি মেথি, আমচুরপাউডার, নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, ঘি

কীভাবে বানাবেন

সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে ময়ান দিয়ে নিতে হবে। এরপর অল্প অল্প জল দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নিন। ডো থেকে লেচি কেটে অল্প তেল দিয়ে রুটির মতো বেলে নিন। এরপর ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে দু'দিক সেকে নিলেই তৈরি কোকি রোটি। আমের ঝাল মিষ্টি আচার আর টকদইয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

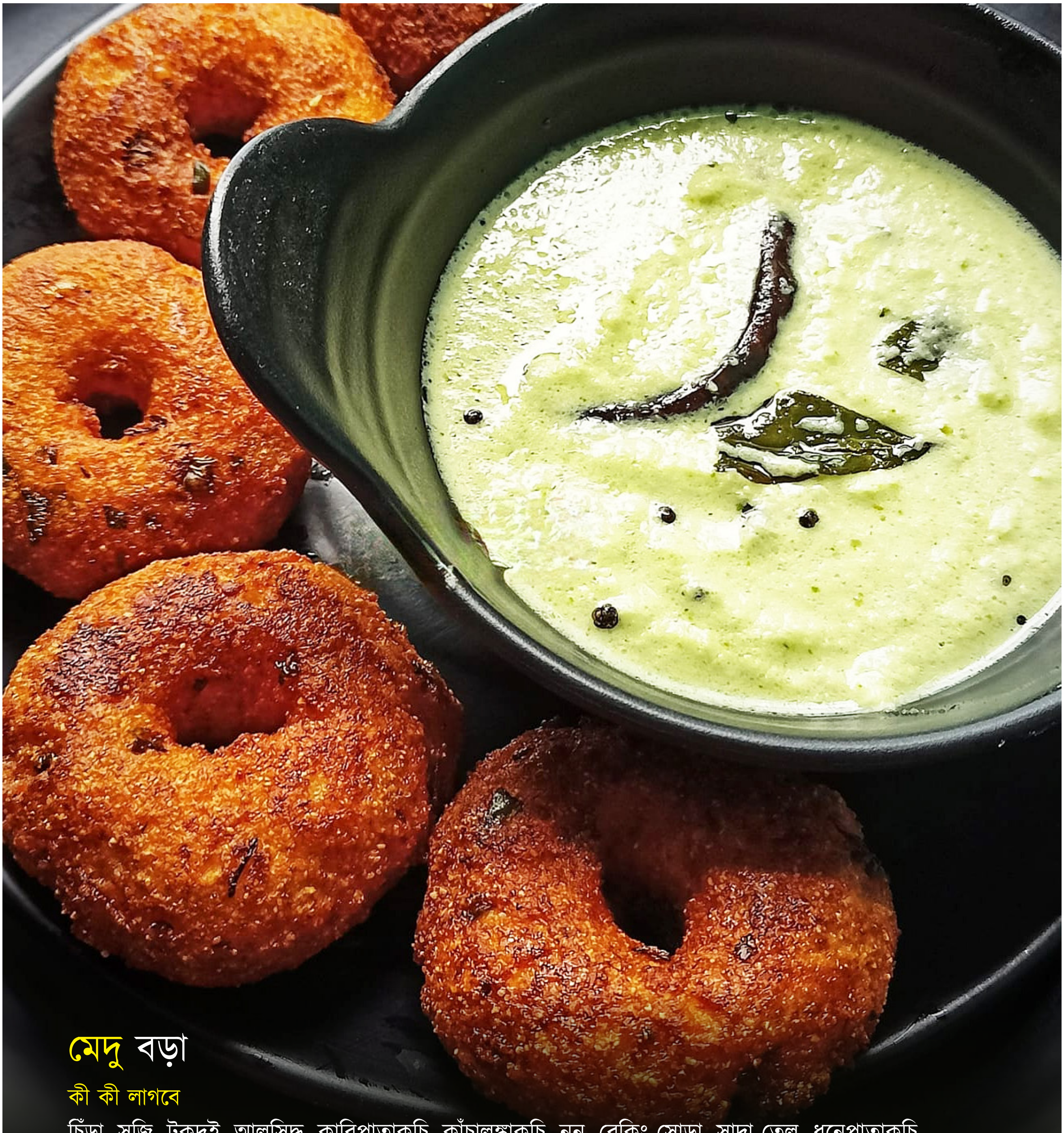

মেদু বড়া

কী কী লাগবে

চিঁড়া, সুজি, টকদই, আলুসিদ্ধ, কারিপাতাকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, নুন, বেকিং সোডা, সাদা তেল, ধনেপাতাকুচি, আদাবাটা

কীভাবে বানাবেন

১/৪ কাপ চিঁড়ে নিয়ে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। এরপর ওই চিঁড়েগুঁড়োর সঙ্গে ১ কাপ সুজি আর ১ কাপ টকদই দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ৫-১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। ১০ মিনিট পর ১/২ কাপ আলুসিদ্ধ, কাঁচালঙ্কাকুচি, কারিপাতা কুচি, ধনেপাতাকুচি, ১/২ চামচ আদাবাটা, স্বাদমতো নুন এবং সবশেষে এক চিমটে বেকিং সোডা দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। হাতে সামান্য তেল লাগিয়ে মেদু বড়ার আকারে তৈরি করে নিন। কড়াইয়ে ডুবো তেলে দু'পিঠ বাদামি হওয়া অবধি ভেজে তুলে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পনির বিটরুট র‍্যাপ

কী কী লাগবে

বিটের পিউরি, আটা, নুন, টকদই, মেয়োনিজ, রসুনকুচি, চিলিফ্লেক্স, লেটুসপাতা, কাঁচালঙ্কাকুচি, আদাকুচি, রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, ক্যাপসিকামকুচি, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, পনির, টোম্যাটো সস, সয়া সস, সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

বিটের পিউরি আটার সঙ্গে ভালো করে মেখে একটা ডো তৈরি করে নিন। এবার পুরের জন্য প্রথমে জল ঝরানো টকদই, মেয়োনিজ, সামান্য রসুনকুচি, চিলিফ্লেক্স আর লেটুসপাতাকুচি সবকিছু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর পনিরের পুরের জন্য

ফ্রাইপ্যানে অল্প তেল দিয়ে তাতে কাঁচালঙ্কাকুচি, আদাকুচি আর রসুনকুচি দিয়ে হালকা করে ভেজে নিয়ে পেঁয়াজকুচি দিতে হবে। এরপর হালকা ভাজা হয়ে এলে লম্বা করে কাটা ক্যাপসিকাম দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে তাতে লম্বা করে কাটা পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে স্বাদমতো নুন, অল্প পরিমাণে সয়া সস আর টোম্যাটো সস দিয়ে সমস্তকিছু ভালো করে নাড়াচাড়া করে ৪-৫ মিনিট অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রেখে নামিয়ে নিন। এরপর বিট দিয়ে মাখা আটার ডো থেকে লেচি কেটে রুটি বানিয়ে নিন। তৈরি করা রুটিতে প্রথমে দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে তার উপর পনিরের পুর দিয়ে মুড়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পনির বিটরুট র‍্যাপ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সুজি ভেজির নাস্তা

কী কী লাগবে

সুজি, টকদই, পছন্দমতো সবজি, পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, নুন, ধনেপাতাকুচি, আদাবাটা, সাদা তেল, জিরা, সর্ষে, কারিপাতা, বেকিং সোডা

কীভাবে বানাবেন

সুজি, টকদই, গ্রেট করে রাখা বিভিন্ন সবজি (বিট, গাজর, ব্রকলি, বিনস), পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, ধনেপাতাকুচি, স্বাদমতো নুন, আদাবাটা, জল সব কিছু মিশিয়ে ঘন একটা ব্যাটার তৈরি করে নিন। ফ্রাইং প্যানে অল্প তেল দিয়ে তাতে গোটা জিরা, গোটা সর্ষে আর কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে, তেল সমেত ফোড়নটা ব্যাটারে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। সবশেষে ব্যাটারে দিন ১ চিমটে বেকিং সোডা। এরপর ফ্রাইপ্যানে তেল ব্রাশ করে গোল হাতায় করে ব্যাটার ঢেলে নিয়ে অল্প আঁচে দুই দিক ভালো করে ভেজে তুলে নিতে হবে। টোম্যাটো সসের সঙ্গে খুব ভালো লাগে এই সুজি ভেজির নাস্তা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অনন্যা
রোজকার
রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

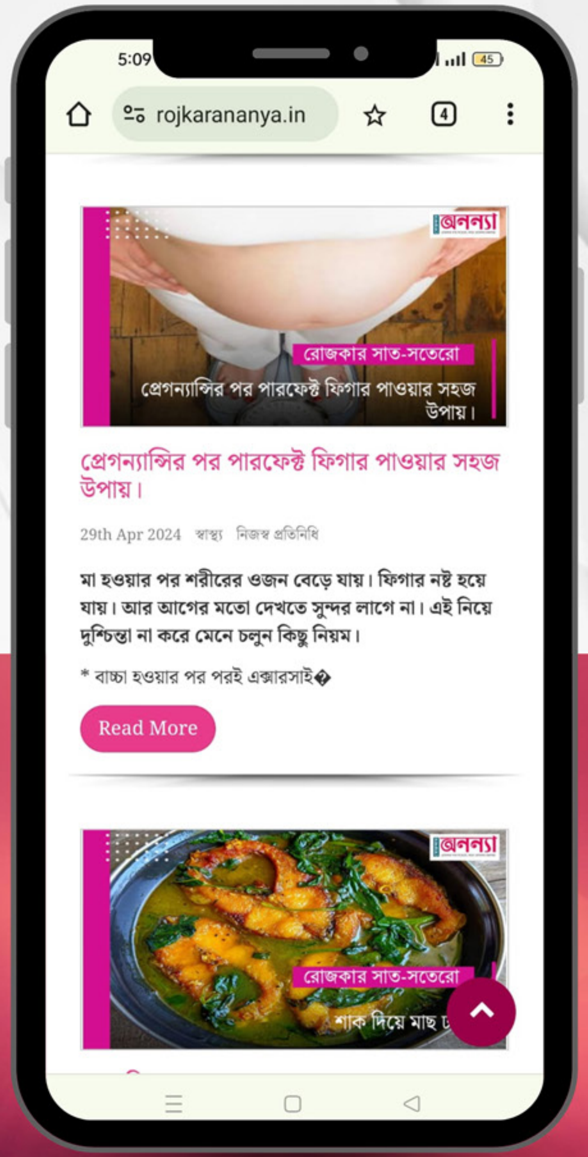

এবার থেকে প্রতিদিন নতুন কিছু

রোজকার সাত সতেরো তে থাকছে রান্না, স্বাস্থ্য, ভ্রমন, ঘরবাড়ি, বিনোদন, সাহিত্য, রূপচর্চা আরো অনেক কিছু।

রোজকার সাত-সতেরো

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

রক্তিমা কুণ্ডু

চিকেন কিমা রুটি র‍্যাপ

কী কী লাগবে

চিকেন কিমা, আদা-রসুনবাটা, পেঁয়াজকুচি, নুন, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, চিনি, গরমমশলাগুঁড়ো, আটার রুটি, মাখন, সাদা তেল, এলাচগুঁড়ো, গ্রেট করা সিদ্ধ আলু

কীভাবে বানাবেন

তেল গরম করে তাতে এলাচগুঁড়ো দিয়ে একে একে পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুনবাটা, নুন, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, চিকেন কিমা, নুন দিয়ে কষুন। সিদ্ধ আলু, চিনি, গরমমশলা মিশিয়ে ঢেকে রান্না করুন কিছুক্ষণ। ঠান্ডা হলে রুটির মাঝে পুর ভরে মুড়ে নিন। তাওয়াতে মাখন ব্রাশ করে সেকে নিন। মাঝখান থেকে কেটে টোম্যাটো সস অথবা মেয়োনেজ-সহ পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

মিষ্টি আলু দিয়ে চিকেন স্টু

কী কী লাগবে

চিকেন, মিষ্টি আলু, গোটা গোলমরিচ, এলাচ, তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুনবাটা, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, মাখন, চিকেন স্টক

কীভাবে বানাবেন

প্রেশার কুকারে মাখন দিয়ে তেজপাতা, গোটা গোলমরিচ আর এলাচ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজকুচি, আদা-রসুনবাটা অল্প ভেজে চিকেন আর মিষ্টি আলু দিয়ে কষুন। নুন, চিনি, গোলমরিচগুঁড়ো আর চিকেন স্টক দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। আলুগুলো গলে গিয়ে এইরকম দেখতে হলে ওপরে মাখন আর গোলমরিচগুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন আপ্পম-এর সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মিনি ব্রেড অমলেট প্যাকেট

কী কী লাগবে

ডিম, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো, হলুদ, পাউরুটির স্লাইস, মাখন, টোম্যাটো সস, সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন

সাদা তেল গরম করে ডিম, নুন, গোলমরিচগুঁড়ো আর হলুদগুঁড়ো দিয়ে ভুজিয়া বানিয়ে নিন। পাউরুটির স্লাইস ছবির মতো করে মুড়ে মাখন ব্রাশ করে এয়ার ফ্রায়ারে সেকে নিন। মাঝে ডিমের ভুজিয়া পুরে টোম্যাটো সস-সহ পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

রবিবার

প্রতি রবিবার প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন

www.rojkarananya.com

হলুদ সয়া চাউমিন

কী কী লাগবে

সিদ্ধ চাউমিন, সিদ্ধ সয়াবিন, পছন্দমতো সবজিকুচি (গাজর, আলু, বিনস), আলু কুচোনো, কাঁচালঙ্কাকুচি, নুন, হলুদগুঁড়ো, সাদা তেল, চিনে বাদাম, গোলমরিচগুঁড়ো

কীভাবে বানাবেন

তেলে সয়াবিন ভেজে তুলে নিন। বাদাম ভেজে তুলে রাখুন। এবার একে একে পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, বাকি সবজি, নুন, হলুদগুঁড়ো দিয়ে ভেজে চাউমিন মিশিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। গোলমরিচগুঁড়ো, ভাজা বাদাম আর সয়াবিন মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কলকাতা স্টাইল চিকেন বিরিয়ানি

কী কী লাগবে

মুরগির মাংস ১ কেজি, বাসমতী চাল ৭৫০ গ্রাম, আলু ৫টি, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, রসুনবাটা, বিরিয়ানি মশলা, বেরেস্তা, কেওড়ার জল, লেবুর রস, কেশর, দুধ, ঘি, নুন, সিদ্ধ ডিম (ঐচ্ছিক), সর্ষের তেল।

কীভাবে বানাবেন

চাল ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। নুন হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো মাখিয়ে আলু ৭৫% সিদ্ধ করে তুলে নিন। সর্ষের তেল গরম করে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে লাল করে ভেজে মাংস, আদা-রসুনবাটা, টকদই, বিরিয়ানি মশলা, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ৫ মিনিট কষে অল্প জল দিয়ে প্রায় সিদ্ধ করুন। লবঙ্গ এলাচ আর তেজপাতা দিয়ে জল ফুটিয়ে তার মধ্যে চাল, লেবুর রস, নুন দিয়ে ফুটিয়ে চাল ৮০% সিদ্ধ হলে জল ঝরিয়ে নিন। এবার ঘি মাখানো হাঁড়িতে একে একে মাংস, আলু, ভাত পরপর লেয়ার করে রেখে ওপরে দুধে ভেজানো কেশর, কেওড়ার জল, বেরেস্তা, বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে দমে বসান। গরম গরম পরিবেশন করুন রায়তার সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফ্যাশনে আসান

অফিস ট্যুরে কী নেবেন, কী নেবেন না!

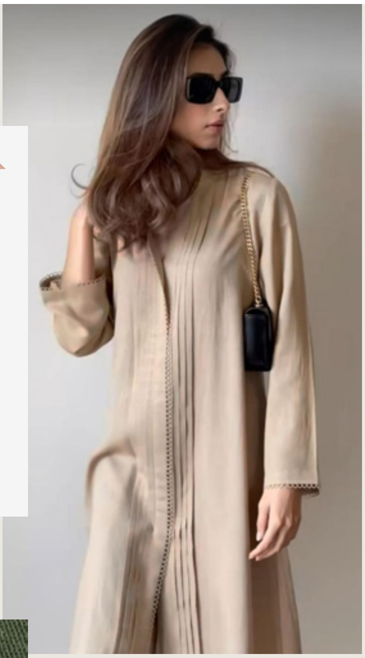

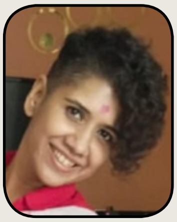

এলিজা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

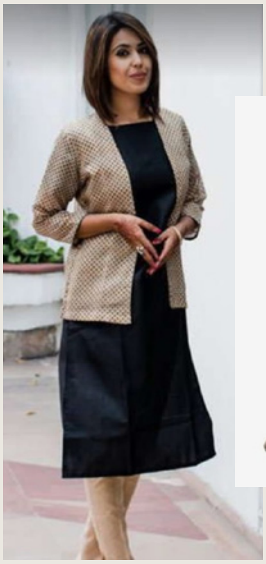

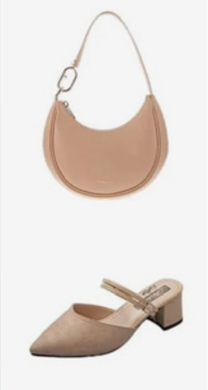

বেড়াতে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছানো বাঙালির নখদর্পণে। কিন্তু অফিস টুরে যাওয়ার জন্য কি পোশাক নেবেন আর কতগুলোই বা নেবেন এ ব্যাপারে বহু পুরুষ এবং মহিলারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। তারপর অফিস টুরে গিয়ে যদি কলিগদের সঙ্গে লাঞ্চে বা ডিনারে যাওয়ার থাকে কিংবা টুকটাক বেড়ানো, শপিং করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে তো চিন্তা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

তাহলে অফিস টুরে যাওয়ার জন্য কি কি পোশাক নেওয়া যেতে পারে বা কীভাবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে পোশাক পরা যায়, সেটা সর্বাগ্রে ভেবে নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে-ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে তা হল কমসংখ্যক পোশাক দিয়ে কীভাবে বেশি অপশন বানানো সম্ভব।

অফিস টুরে যাওয়ার জন্য কীভাবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে পোশাক নেওয়া যায়, যাতে লাগেজের ওজনও কম হবে আবার কমসংখ্যক পোশাক দিয়ে বেশি অপশনও বানানো যাবে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ কথাটার সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। সহজভাবে বলতে গেলে একটি পোশাকের সঙ্গে নির্দিষ্ট আরেকটি পোশাক না পরে মিলিয়ে মিশিয়ে পোশাক পরা। ধরুন, আপনার কাছে চারটে টপ ওয়্যার রয়েছে আর রয়েছে দুটি বটম ওয়্যার। এখন যদি টপগুলোকে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর নম্বর দেওয়া যায় আর বটম্ ওয়্যারগুলোকে এ এবং বি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে টপ এবং বটম ওয়্যারগুলোকে এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে যে এ বটম্ ওয়্যারের সঙ্গে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর চারটে টপই পরা সম্ভব। আবার বি বটম ওয়্যারের সঙ্গে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর চারটে টপই পরা সম্ভব। এভাবে মাত্র ছটি পোশাক দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারব আটটি অপশন।

এ বটম্ ওয়্যারের সঙ্গে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর চারটে টপই পরা সম্ভব। আবার বি বটম ওয়্যারের সঙ্গে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর চারটে টপই পরা সম্ভব

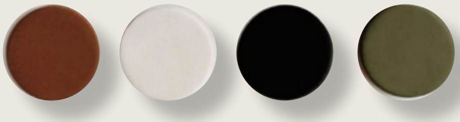

মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল কিছু নিউট্রাল কালারের পোশাককে প্রাধান্য দেওয়া। আর তার সঙ্গে কালারফুল অ্যাক্সেসরি ব্যবহার করলে লাগেজ কম নিয়ে বেশি সংখ্যক পোশাকের অপশন তৈরি করা সহজ। পুরুষদের ক্ষেত্রে একটা জিনস একটা শর্টস তো অবশ্যই নেওয়া উচিত। অফিসের বাইরে কলিগদের সঙ্গে ডিনারে বা লাঞ্চে জিনস টি শার্ট বা জিনসের সঙ্গে শার্ট পেয়ার করতে পারেন। আবার টুকটাক বেড়াতে বের হলে বা শপিংয়ের জন্য শর্টস ব্যবহার করা যেতে পারে, অফিস এর জন্য নেবেন নিউট্রাল ডার্ক আর লাইট দুটো প্যান্ট দু-তিনটি সেমি ফরমাল শার্ট দুটো টি শার্ট।

একটা জিনস একটা শর্টস তো অবশ্যই নেওয়া উচিত। অফিসের বাইরে কলিগদের সঙ্গে ডিনারে বা লাঞ্চে জিনস টি শার্ট বা জিনসের সঙ্গে শার্ট পেয়ার করতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কিছু কমন এক্সেসরিজ ক্যারি করবেন। পুরুষরা সঙ্গে রাখবেন সেডস এবং হ্যাট এতে স্টাইল ও হবে আবার রোদ থেকেও বাঁচতে সাহায্য করবে। আর সঙ্গে নেবেন ভালো পারফিউম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেমি ফরমাল জ্যাকেট আর সঙ্গে নেবেন দুই জোড়া জুতো। এই ক'টা পোশাক নিয়ে দেখবেন প্রায় ১২-১৩ রকমের অপশন আপনি পেয়ে যাবেন।

যেসব মহিলারা ওয়েস্টার্ন পরেন, তারা দুতিনটে টপ দুটো ফরমাল শার্ট, দুটো টি শার্ট, দু-একটা ফরমাল স্কার্ট অথবা প্যান্ট নিতে পারেন। সঙ্গে অবশ্যই একটা জিনস, একটা শর্টস নেবেন। এর সঙ্গে হালকা কয়েকটা শ্রাগ, স্কার্ফও সঙ্গে রাখতে পারেন মহিলাদের ক্ষেত্রে যেহেতু টপগুলো অনেক কম জায়গা নেয় এবং ওজনেও কম হয়, সেক্ষেত্রে আরও বেশি অপশন ক্রিয়েট করা সহজ হবে সঙ্গে রাখবেন দুজোড়া জুতো, এক্ষেত্রে দুটি ফরমাল শুয়ের ব্যবহার না-করে অন্তত একটা সেমি ফরমাল বা ক্যাজুয়াল জুতো নিতে পারেন।

দুতিনটে টপ দুটো ফরমাল শার্ট, দুটো টি শার্ট, দু-একটা ফরমাল স্কার্ট অথবা প্যান্ট নিতে পারেন। সঙ্গে অবশ্যই একটা জিনস, একটা শর্টস নেবেন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অফিস ওয়্যার হোক কিংবা ক্যাজুয়াল সব পোশাকের সঙ্গেই লেদার ব্যাগ মানায়। সঙ্গে অবশ্যই নেবেন ঘড়ি, জুতো, সানগ্লাস আর ভালো পারফিউম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সঙ্গে অবশ্যই নেবেন কিছু মিনিমাল জুয়েলারি অফিস এর জন্য। আর দুএকটা এক্সট্রাভাগান্ট ইয়ার রিঙ আর নেকলেস বেড়াতে বেরোনোর জন্য।

যেসব মহিলারা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক পরে থাকেন তারা দুতিনটি কালারের কুর্তি অবশ্যই নেবেন। সঙ্গে নিন দুটো সিগারেট প্যান্ট, দুটো পালাজো, একটা জিনস, দুএকটা স্কার্ট। আর নেবেন দুটো শ্রাগ। তবে একটা জিনিস যেটা অবশ্যই রাখবেন সেটা হলো ফ্রন্ট ওপেন লং ড্রেস। এই ফ্রন্ট ওপেন ড্রেসগুলি মাল্টিপারপাস ইউজ করা যায়। আপনি যেমন এটাকে ড্রেস হিসেবে পরতে পারবেন তেমনই কুর্তা বা টিউনিক হিসেবেও পরতে পারবেন আবার শ্রাগ হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুতিনটি কালারের কুর্তি অবশ্যই নেবেন। সঙ্গে নিন দুটো সিগারেট প্যান্ট, দুটো পালাজো, একটা জিনস, দুএকটা স্কার্ট।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এক্সেসারি যেকোনো পোশাককে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। এর সঙ্গে কনফিডেন্স আর ভালো পারফিউম আপনার ট্যুর কে পারফেক্ট করবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

এমনকী স্কার্টের উপরেও সুন্দর করে স্টাইলিং করে পরা যেতে পারে। সঙ্গে নিতে পারেন একজোড়া স্যান্ডেল, আর একজোড়া জুতি, আর নেবেন কয়েকটা স্কার্ফ এবং কিছু সুন্দর একসেসরি।

মনে রাখবেন নুড নেলপলিশ আর ন্যুড মেক-আপ সমস্ত ধরনের জামা-কাপড়ের সঙ্গে খুব সুন্দর যায়, ফলে অল্প মেকআপ বা ছোট মেকআপ কিট নিয়ে আপনি অফিস টুরে যেতে পারবেন।

চুল বাঁধা বা খোলা রাখা নির্ভর করে আপনার চুলের লেন্থের উপর। তবে চেষ্টা করবেন কমপ্লিকটেড স্টাইলিং না করতে। বরং ছোট এক্সেসরিজ ব্যবহার করতে পারেন।

অফিসের জন্য চুল নিট করে পনিটেল কিংবা বান করে নিতে পারেন, আর বাইরে বেরোনোর জন্য মানে টুকটাক শপিং কিংবা ডাইন আউটের জন্য সুন্দর সুন্দর বিনুনি বা খোলা চুলে নানারকম স্টাইল করতে পারেন। এতে চেহারায় ভিন্নতা আসবে।

ব্যাগ এমন নেবেন যেটা ফরমাল এবং ক্যাজুয়াল সবকিছুর সঙ্গেই যায়। এক্ষেত্রে চামড়ার ব্যাগের কোনও জুড়ি নেই।

লেখক একজন
ফ্যাশন ডিজাইনার ও স্টাইলিস্ট
এবং ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজার,
আর্ট ডিরেক্টর ও আর্টিস্ট

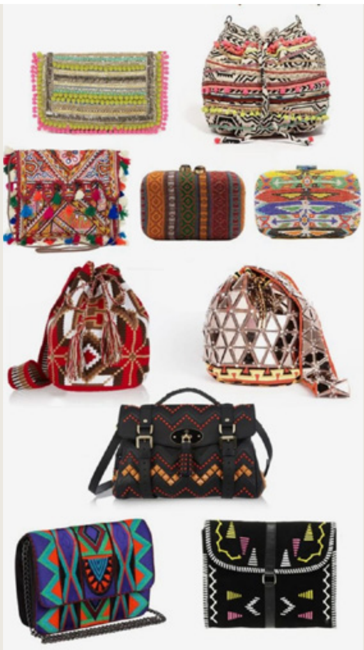

অফিসের জন্য চুল নিট করে পনিটেল কিংবা বান, আর বাইরে বেরোনোর জন্য বিনুনি বা খোলা চুলে নানারকম স্টাইল করতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অরণ্য ষষ্ঠী না জামাই ষষ্ঠী?

সুস্মিতা মিত্র

অরণ্য ষষ্ঠীই কি আসলে আজকের জামাই ষষ্ঠী? রূপ বদলে কীভাবে এলো জামাই আদরের দিন?

এককালে সংস্কার ছিল কন্যা যতদিন না পুত্রবতী হবে ততদিন পিতা-মাতা কন্যাগৃহে পদার্পণ করবেন না। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে সন্তান ধারণের সমস্যা বা শিশু মৃত্যু ইত্যাদির কারণে মেয়ের মুখ একবারের জন্য দেখতে হলেও, অপেক্ষা করতে হত বছরের পর বছর। এই কারণে জৈষ্ঠ্যমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিকে বেছে নেওয়া হয়। যেদিন জামাই-সহ কন্যা পিতৃগৃহে আসবে, তাদের আদর সমাদর করে খাওয়ানোর পাশাপাশি মা ষষ্ঠীর পুজো করে কন্যা যাতে শীঘ্র পুত্রবতী হতে পারে তার প্রার্থনা করা হবে। এভাবেই শুরু জামাইষষ্ঠীর।

আরও একটি কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত আছে। একটি পরিবারে দুই বউ ছিল। ছোট বউ এত লোভী ছিল যে, বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলেই লুকিয়ে সব খেয়ে নিত। আর দোষ চাপাতো বিড়ালের ওপর। নিজের বাহনের উপর অকারণে দোষ চাপানোর জন্য মা ষষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়ে ছোট বউয়ের সন্তানের প্রাণ কেড়ে নেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দেবীর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় সন্তানের প্রাণ ফেরত পেলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে তার বাপেরবাড়িতে যেতে বাধা দেন। অরণ্য ষষ্ঠীর দিন মেয়ে-জামাইকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন ছোট বউয়ের বাবা-মা। এই দিনটিই পরে জামাইষষ্ঠী হিসেবে প্রচলিত হয়।

দেবী ষষ্ঠী দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের স্ত্রী, ইন্দ্র ও শচীদেবীর কন্যা দেবসেনা। তিনি দ্বিভুজা, দ্বি'নয়না, গৌরবর্ণা, দিব্যবসনা, সর্বসুলক্ষণা ও জগদ্ধাত্রী শুভপ্রদা। তিনি মাতৃত্বের প্রতীক। তাঁর বাহন বিড়াল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাহন বলতে কিন্তু দেবতার যান নয়। যা দেবতার চিহ্ন বহন করে বিশ্বময় ঘুরে বেড়ায় তাই তার বাহন।

শ্রীমদ্ দেবীভাগবত পুরাণে এমন উল্লেখ আছে, "প্রকৃতির ষষ্ঠ অংশটির নাম ষষ্ঠী। দেবী হলেন শিশুদের দেবতা; তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর মায়া এবং তিনি সকলকে সন্তান দান করেছেন। তিনি ষোড়শ মাতৃকার একজন। তিনি দেবসেনা নামে পরিচিত, ব্রতের দেব; তিনি স্কন্দের সতী ও প্রিয়তমা স্ত্রী। তিনি বাচ্চাদের দীর্ঘায়ু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন এবং সর্বদা তাদের সংরক্ষণে নিযুক্ত হন। সিদ্ধ যোগিনী সর্বদা বাচ্চাদের পাশে রাখে।"

কীভাবে পালিত হয় জামাইষষ্ঠী?

জামাইয়ের হাতে দূর্বার আঁটি বাঁধা কাঁচা হলুদে ছোপানো সুতো বেঁধে, কপালে তেল-হলুদের ফোঁটা দিয়ে, জলে ভেজানো তালপাতার পাখার বাতাস করেন শাশুড়ি মা। মুখে তিনবার বলেন ষাট ষাট। পাখার ওপর থাকে আম, বাঁশের করুল, খেজুরের ছড়া, করমচা, ১০৮টি দূর্বা। দূর্বা গাছের মৃত্যু নেই, আর ধান সমৃদ্ধির প্রতীক। সেই কারণে ধান-দূর্বা দিয়ে সবসময় আশীর্বাদ করে মঙ্গল কামনা করা হয়। থালায় সাজিয়ে দেওয়া হয় মিষ্টি, দই, খই, মাখা সন্দেশ, পাঁচরকম মরশুমি ফল। এছাড়াও ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেওয়ার প্রথাও রয়েছে বিভিন্ন বাড়িতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এলিজা

অন্দরসজ্জায় রং এবং মোটিফ

বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট তো হল, এবার রং কী হবে? চিন্তিত!
বাস্তু মেনে রং করার পরামর্শ রইল...

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

বাড়ির অন্দর সজ্জা থেকে সেই বাড়ির সদস্য দের রুচি, পছন্দ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়

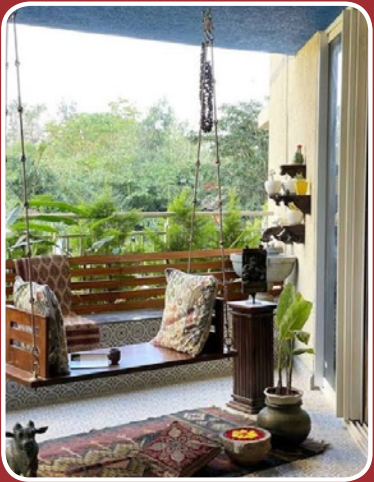

যে-কোনও সাজসজ্জার মতোই অন্দরসজ্জার একটা আবেদন আছে আমাদের চোখে। অন্দরসজ্জা অনেকখানি নির্ভর করে রঙের উপর। কারণ, রঙের মাধ্যমে আমরা আমাদের আবেগ প্রকাশ করতে পারি। যা মানুষ দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে। তবে অন্দরসজ্জা কেবলমাত্র দেখতে ভালোলাগার জন্যই যে করা হয়, তেমনটা কিন্তু নয়। ঘর সাজানোর সময় তার ব্যবহারের কথা এবং আমাদের রুচি, আমাদের পছন্দের কথা মাথায় রাখতে হবে। ঘরের মানুষের রুচি, পছন্দ, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটা সম্যক ধারণা হয় সেই বাড়ির অন্দরসজ্জা থেকে।

রং বলতে মূলত এখানে আমরা দেওয়ালের রং নিয়ে আলোচনা করলেও মনে রাখতে হবে রং কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র, আপহোলস্ট্রি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবহারের জিনিসেও থাকে। সেক্ষেত্রে কোন রঙের ব্যবহার কোথায় করা উচিত বা অনুচিত সেটা দেওয়ালের রঙের ওপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে।

আজকাল বাড়ির দেওয়াল রং করার সময় তার ওপর বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন বা মোটিফ তৈরি করা হয়। কিন্তু একটা ছোট ফ্ল্যাটের ছোট ঘরে যদি অহেতুক অনেক বড় মোটিফ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

১. ছোট জায়গায় বড় প্যাটার্ন এবং কম জায়গায় অনেক রংয়ের ব্যবহার, জায়গাটিকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেয়
২. ব্যবহার অনুপযোগী রান্নাঘর

১. রং এবং প্যাটার্ন এর সঠিক ব্যবহার
২. রং এবং প্যাটার্ন এর সঠিক ব্যবহার জায়গাটিকে দৃষ্টি নন্দন করেছে

ছোট ফ্ল্যাট হলে একটি রং ব্যবহার করা যায়

কিংবা অনেকবেশি উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়, সেই ফ্ল্যাট বা বাড়িটি খুবএকটা ব্যবহারযোগ্য হবে না। তাই মোটিফের ক্ষেত্রেও তার ব্যবহারের কথা মনে রাখতে হবে। এই কারণে আজকাল অনেকেই পুরো ফ্ল্যাট/ বাড়ি একটাই মাত্র রঙের করেন। যেমন, অফ হোয়াইট, লাইট গ্রে, আইভরি রং বা ক্রিম কালার করে থাকেন। তার সঙ্গে ব্যবহার করেন হাইলাইটার। তবে বড় বাড়ি বা ফ্ল্যাট হলে ঘরের মেঝে, ছাদ এবং বিভিন্ন দেওয়ালে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কালার কম্বিনেশনের কথা। ছোট বা বড় ফ্ল্যাট কিংবা বাড়িতে আজকাল মোটিফের ব্যবহার চোখে পড়ে সে মোটিফ যেমনই হোক, ফ্লোরাল, অ্যাবস্ট্রাক্ট, লিফ কিংবা জিওমেট্রিক, মাথায় রাখা দরকার যে ছোট ঘরের জন্য ছোট মোটিফ এবং বড় ঘরের জন্য বড় মোটিফ মানানসই হবে। ছোট ঘরের ক্ষেত্রে মোটিফকে শুধু হাইলাইটার হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দেওয়ালের উপর মোটিফ বানানোর সহজ উপায় হল স্টিকার ব্যবহার করা। আজকাল অনেকেই দেওয়াল সাজানোর জন্য স্টিকার ব্যবহার করে থাকেন। যেটা খুব সহজে অনলাইনে কিনতে পাওয়া যায়। স্টেনসিলও ব্যবহার করছেন অনেকে। এছাড়াও বড় বাড়ির ক্ষেত্রে পেন্টিং কিংবা ম্যুরালের ব্যবহারও চোখে পড়ছে ইদানীং।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দেওয়াল সাজাতে স্টেনসিল এর ব্যবহার

ওয়ালপেপার দিয়ে ঘরের একটি অংশ হাইলাইট করা হয়েছে

ওয়াল পেইন্টিং উইথ 3ডি হাইলাইট

টেক্সচার্ড দেওয়াল

ওয়াল স্টিকার

অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়াল পেইন্টিং উইথ গোল্ড লিফ হাইলাইট

অনেকে আবার দেওয়ালের ওপর ক্রিয়েট করছেন টেক্সচার, কেউ কেউ অবশ্য ওয়ালপেপারও ব্যবহার করেন। আমরা যেহেতু রং আর মোটিফ নিয়েই আজ আলোচনা করছি, তাই কোন ঘরে কোন রং ব্যবহার করা যায় কিংবা যায় না, তার একটা উদাহরণ রাখলাম।

যদিও নিয়মের বাইরে গিয়ে অনেকেই অনেক রং ব্যবহার করে থাকেন তাদের রুচি পছন্দ কিংবা স্টাইলিংয়ের আইডিয়ার ওপর। তবুও সব জিনিসের যেমন একটা ব্যাকরণ হয় তেমনই অন্দরসজ্জার ব্যাকরণ মেনে এখানে কিছু ঘরের উপযোগী রঙের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম ছোট হলে, শুধু ডাইনিং-এর দিকের দেয়াল রেড করা যায়

লিভিং রুম বা বসার ঘর

ঘর যদি খুব ছোট না হয়, তাহলে একাধিক রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত দেখা যায় ছোট ফ্ল্যাটেও লিভিং কাম ডাইনিং রুমটি সবচাইতে বড় হয়। সেক্ষেত্রে ডাইনিংয়ের দেয়ালে রেড, ইয়োলো, অরেঞ্জ জাতীয় রংয়ের ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্ল্যাট বা বাড়ি ছোট হলে অন্যান্য দেওয়ালগুলোতে হালকা রং করা যায়। বড় বাড়ির ক্ষেত্রে অবশ্য একাধিক গাঢ় রঙের ব্যবহারও সম্ভব। বসার ঘর ছোট হলে গাঢ় রং যেমন ব্ল্যাক, ডার্ক ব্লু এড়িয়ে চলাই ভালো।

এভাবে রং করলে ঘর বড় দেখাবে

বসার ঘরে একাধিক রংয়ের ব্যবহার

বড় বসার ঘরে একসাথে একাধিক গাঢ় রং সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে ঘর সুন্দর দেখায়।

ব্লু, হোয়াইট বসার ঘর

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শোয়ার ঘর

শোয়ার ঘরের জন্য সবচাইতে ভালো রংগুলি হল-- ব্লু, গ্রিন, বেজ, হোয়াইট, লাইট পিংক অথবা গ্রে। যে-রংগুলো শোয়ার ঘরের জন্য অনুপযোগী সেগুলি হল রেড, ব্ল্যাক, ডার্ক ব্রাউন, ডার্ক পার্পেল, অরেঞ্জ এবং ব্রাইট ইয়োলো।

টেক্সচার্ড সাদা দেওয়াল সঙ্গে ব্রিক হাইলাইট আর হোয়াইট বেড লিনেনে এ রাস্টিক লুকিং বেডরুম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গ্রে রং এর বেডরুমে ইয়োলো হাইলাইট ঘরটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে

বিভিন্ন শেড এর গ্রে দিয়ে সাজানো এই বেডরুম আভিজাত্যের উদাহরণ

বেজ রংয়ের এই বেডরুমটি অনেক গাছ আর কাঠের আসবাব দিয়ে সাজানো

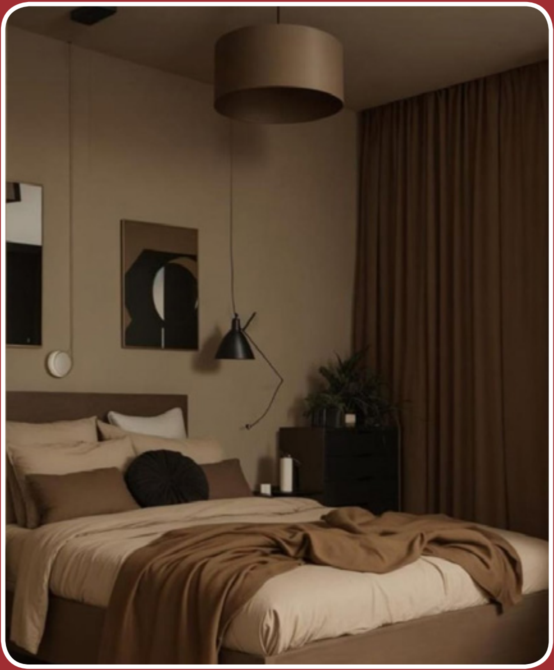

এই বেডরুম এর সজ্জার ক্ষেত্রে বেজ এর পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে ব্রাউন এবং ব্ল্যাক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এই বেডরুমের একটি মাত্র দেওয়াল ডার্ক ব্রাউন, অন্য দেয়ালে হালকা রঙ সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছে, ছোট ঘর হলে পর্দা বা বিছানাতেও হালকা রং ব্যবহার করা ভালো

টেরাকোটা ব্রাউন আর ক্রিম রং এর এই বেডরুমে সবুজ গাছ আরামের অনুভূতি দেয়

ব্লুএর দুটি শেড এর সাথে এই বেডরুমটিতে বেজ, হোয়াইট এবং গ্রীন এর ব্যবহার করা হয়েছে

ব্লু দেওয়ালের বেডরুম এ পার্পেল হাইলাইট, রাজকীয় দেখায়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বেড রুমে পিংক রঙের দেয়ালে হাইলাইট করা

পার্পেল বেডরুম অবশ্যই রাজকীয়

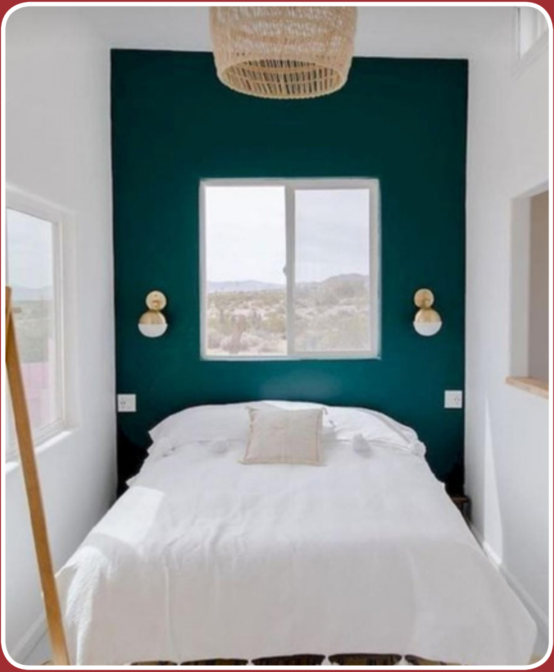

ছোট বেডরুম এর একটি দেওয়াল ডার্ক গ্রীন রং করা, ঘর বড় দেখাতে বাকি সবটাই প্রায় হোয়াইট রাখা হয়েছে

সেজ গ্রীন বেডরুম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বেজ রং রান্নাঘরে ব্যবহার করা যায়

রান্নাঘরে ক্রিম রং ও চমৎকার দেখায়

সেজ গ্রীন রং রান্নাঘরের জন্য ভালো

গ্রে বাথরুম

স্টোন কালার বাথরুম

রান্না ঘর

এর জন্য উপযোগী হল ওয়ার্ম কালার, যেমন ইয়েলো, সেজ গ্রিন, বেজ এবং ক্রিম কালার। রান্নাঘরের দেওয়াল রং করার ক্ষেত্রে ডার্ক এবং কুল কালার ব্যবহার না-করাই ভালো। এক্ষেত্রে ব্ল্যাক, স্লেট কালার, ব্লু এই রংগুলো রান্নাঘর রং করার জন্য উপযোগী নয়। রান্না ঘরে হোয়াইট এড়িয়ে চলা ভালো, কারণ এক্ষেত্রে রান্না করার সময় যেমন অসুবিধে হতে পারে তেমনি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অসুবিধে হতে পারে। হোয়াইট ব্যবহার করলে সহজে পরিষ্কার হয় এমন মেটেরিয়াল ব্যবহার করা যায়।

বাথরুম

স্নানের ঘরের দেওয়াল রং করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হল-- লাইট গ্রে, লাইট ব্লু, স্টোন কালার, সি ব্লু বা টার্কিশ ব্লু, গ্রিন ইত্যাদি। অনুপযোগী রংগুলোর মধ্যে রয়েছে পিচ, হোয়াইট, ব্ল্যাক, ইয়েলো, ডার্ক রেড, পিংক এবং গোল্ডেন। এই রংগুলো আপনার ত্বকের রং পরিবর্তন করে দেখাবে আয়নায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড় মাপের কিডস রুম এ অনেক রং একসাথে ভালো লাগবে

কিডস রুম ছোট হলে প্যাস্টেল কালার ভালো লাগে

ছোটদের ঘর

কিডস রুম রং করার ক্ষেত্রে ছোটদের পছন্দের কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এক্ষেত্রে ছোট ঘর হলে তুলনামূলকভাবে হালকা রং এবং বড় ঘর হলে গাঢ় রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিটা রঙের উপযুক্ত জায়গা

রেড

ডার্ক রেড শোয়ার ঘরের পক্ষে অনুপযোগী হলেও খাওয়ার ঘরের জন্য উপযোগী। অন্তত খাওয়ার ঘরের একটা দেওয়াল রেড করাই যেতে পারে। লক্ষ করে দেখবেন অনেক রেস্তরাঁর দেওয়াল রেড হয়। কারণ, এই রং খিদে বাড়াতে সাহায্য করে, কথোপকথনের ইচ্ছে বাড়ায়। কিন্তু খুব বেশি এই রঙের ব্যবহার অবশ্যই এড়িয়ে চলা ভালো। কারণ, মানুষের উত্তেজনা বা ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে এই রং।

রেস্তরাঁর রেড ওয়াল খিদে বাড়ায়

ডাইনিং এ রেডের ব্যবহার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

বেডরুম e বিভিন্ন শেড এর পিংক রং এর সাথে অফ-হোয়াইট ব্যবহার করা হয়েছে

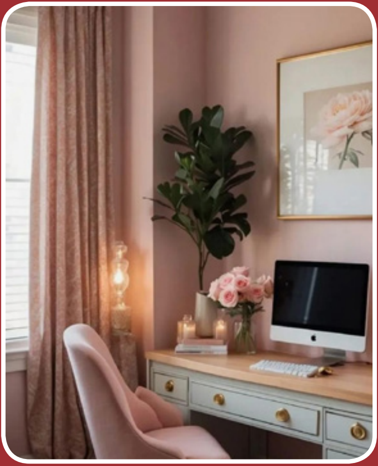

পিংক হোম অফিস

অরেঞ্জ স্টাডি রুম

অরেঞ্জ খাওয়ার ঘর

ইয়োলো স্টাডি রুম

ইয়োলো রান্না ও খাওয়ার ঘর

পিংক

এই রং হোম অফিসের জন্য খুব ভালো। কারণ, পিংক রং যথেষ্ট চিয়ারফুল অথচ কাম ফিলিং দেয়। শোয়ার ঘরেও হালকা পিংক রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

অরেঞ্জ

এই রংকে আমরা আনন্দের রং বলে থাকি। অরেঞ্জ রঙের ব্যবহার ক্রিয়েটিভিটি বাড়ায়। কাজের ঘরের জন্য বা হোম অফিসের জন্য অরেঞ্জ রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে ছোটদের ঘর রং করার ক্ষেত্রেও অরেঞ্জ রঙের ব্যবহার চলতে পারে।

ইয়োলো

খুবই পজিটিভ এবং ব্রাইট একটা কালার। রান্নাঘর বা খাওয়ার ঘরের জন্য এই রংটি ভালো। পড়ার ঘরেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইয়োলো ব্যালকনি

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

সম্পূর্ণ পার্পেল না করে এভাবে বেডরুম এ শান্ত অথচ রাজকীয় পরিবেশ তৈরি করা যায়

পার্পেল হোম অফিস

মেডিটেশন/ হিলিং রুম

নীল হোম অফিস

ব্লু স্টাডি রুম

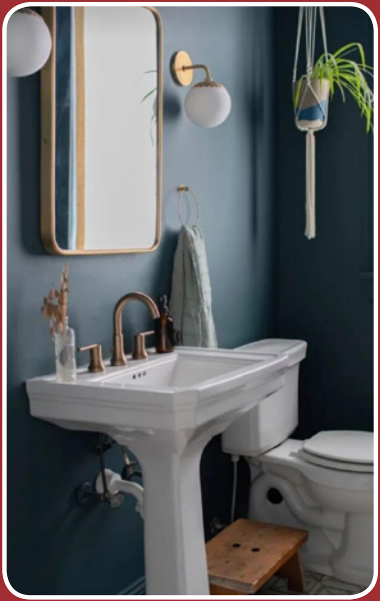

ব্লু বাথরুম

পার্পেল

এই রংটি আধ্যাত্মিক, ক্রিয়েটিভিটি, লাক্সারি, ঐশ্বর্যের অনুভূতি দেয়। এই রংটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করে অন্যান্য রঙের সঙ্গে হাইলাইট হিসেবে (যেমন হালকা পিংক-এর সঙ্গে শোয়ার ঘরে অথবা হালকা ল্যাভেন্ডারের সঙ্গেও মেডিটেশনের ঘরে, অফ হোয়াইট বা ব্লুর সঙ্গে বসার ঘরে) ব্যবহার করা যায়। শোয়ার ঘর, বসার ঘর, কাজের ঘরের জন্য এমনকী পুজোর ঘর কিংবা মেডিটেশনের ঘরেও এই রংটি ব্যবহার করা যায়। হালকা পার্পেল রং শোয়ার ঘরে ব্যবহার করলে নিজেকে রাজা বা রানির মতো মনে হবে।

ব্লু

ব্লু প্রচণ্ড কামিং একটা রং। এই রংটি শোয়ার ঘর কিংবা স্নানের ঘরে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত স্পা কিংবা পার্লারে ব্লু বা গ্রিন রঙের ব্যবহার হয়ে থাকে। মেডিটেশনের ঘরের জন্য ব্লু ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্লু যেহেতু কামিং এফেক্ট দেয় তাই রান্নাঘরে বা খাওয়ার ঘরে এই রঙের ব্যবহার না-করাই শ্রেয়। যেহেতু ব্লু ভরসার অনুভূতি দেয় তাই অফিসের জন্য এই রং খুবই ভালো। স্টাডি রুম বা পড়ার ঘরেও এই রংটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

গ্রীন ব্যালকনি

গ্রীন বাথরুম

গ্রীন বসার ঘর

টেরাকোটা ডাইনিং রুম

ব্রাউন কিচেন

গ্রীন

খুব রিলাক্সিং অথচ চিয়ারফুল রং হল গ্রিন। কারণ, গ্রিন কালার ব্লু এবং ইয়োলোর মিশ্রণে তৈরি। ফলত, ব্লু রঙের কামিং ফিলিং এবং ইয়োলো রঙের চিয়ারফুল অনুভূতি দুটোই উপস্থিত এই গ্রিন কালারের মধ্যে। রংটি যত উজ্জ্বল হবে তত চিয়ারফুল ফিলিং বাড়বে। আর যত ব্লু ঘেঁষা হবে তত কামিং ফিলিং বাড়িয়ে দেবে। শোয়ার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম বা বারান্দার জন্য গ্রিন রং উপযুক্ত।

ব্রাউন

এটি একটি ওয়ার্ম কালার, আজকাল অনেকেই বসার ঘরে এই রঙের ব্যবহার করে থাকেন যদি হালকা শেডের ব্রাউন হয়, তাহলে শোয়ার ঘরেও এই রংটি ব্যবহার করা যেতে পারে, ওয়ার্ম কালার হওয়ার জন্য রান্নাঘরে কিংবা খাওয়ার ঘরেও ব্রাউন রং বা টেরাকোটা রঙের ব্যবহার আজকাল দেখা যায়। তবে এই রং ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে খুব ছোট ঘরের জন্য কিন্তু ডার্ক ব্রাউন রংটি একেবারেই অনুপযোগী। সেইক্ষেত্রে অবশ্য বেজ রং ব্যবহার করা যায়। এটি ২০২৪ এ ট্রেন্ডিং।

টেরাকোটা বেডরুম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

হোয়াইট রঙে ছোট জায়গা কেও দেখতে বড় লাগে

হোয়াইট ব্যবহার করলে জায়গাটা বেশি আলোকিত লাগে

ব্ল্যাক রঙে ঘরকে রয়াল দেখায়

ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বসবার ঘর

হোয়াইট

প্রকৃতপক্ষে হোয়াইট কোনও রং-ই নয় । ঘর বড় দেখাতে হোয়াইটের জুড়ি মেলা ভার। তবে ট্রু হোয়াইট কালারের ব্যবহার না-করে অফ হোয়াইট বা আইভরি ব্যবহার করা ভালো।

ব্ল্যাক

এই রংটিকে রঙের মধ্যে ধরায় হয় না। কারণ, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি বা টার্শিয়ারি কালারের মধ্যে এটা পড়ে না। কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ব্ল্যাক করলে ঘর খুবই রাজকীয় দেখাতে পারে। মনে রাখতে হবে, ব্ল্যাক কালার করলে যে-কোনও ঘরকে ছোট দেখায়। আবার ডিপ্রেশন বাড়ায় এই রং। তাই শুধুমাত্র হাইলাইটার হিসেবেই এই রং ব্যবহার করা শ্রেয়। অনেকে ব্ল্যাকের বদলে চারকোল কালার বা স্লেট কালার ব্যবহার করে থাকেন অর্থাৎ যেই রং ট্রু ব্ল্যাক নয় কিন্তু ব্ল্যাক এর কাছাকাছি।

এবার আসি বাস্তুশাস্ত্রের কথায়, বাস্তু অনুযায়ী প্রতিটা দিকের একটা নির্দিষ্ট এলিমেন্ট রয়েছে এবং সেই এলিমেন্ট অনুযায়ী প্রতিটি দিকের নির্দিষ্ট কিছু রংও আছে। যাঁরা বাস্তু মানেন তাঁরা এই রংগুলোর ব্যবহার করে থাকেন।

পাঁচটি এলিমেন্ট দিয়েই পৃথিবী তৈরি। মূলত, পাঁচটি দিকে পাঁচটি এলিমেন্টের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন, নর্থ বা উত্তর দিকের এলিমেন্ট হল জল। এই দিকের উপযোগী রং হল বিভিন্ন সেডের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

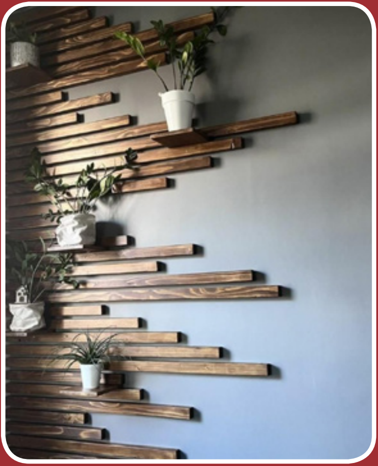

উড এলিমেন্ট

ফায়ার এলিমেন্ট

আর্থ এলিমেন্ট

ওয়াটার এলিমেন্ট

মেটাল এলিমেন্ট

ব্লু এবং ব্ল্যাক।

পূর্ব বা ইস্টের এলিমেন্ট উড বা অরণ্য। এই দিকের উপযোগী রং হল বিভিন্ন শেডের গ্রিন এবং ব্রাউন।

সাউথ-ইস্ট বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এলিমেন্ট ফায়ার। অরেঞ্জ, রেড, পিংক, ইয়োলো বা পার্পেল হল এই দিকের উপযোগী রং।

সাউথ ওয়েস্ট বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের এলিমেন্ট আর্থ। এদিকের উপযোগী রংগুলি হল বেজ, টেরাকোটা, স্যান্ড কালার এবং ব্রাউন।

পশ্চিম দিক বা ওয়েস্টের এলিমেন্ট হল মেটাল। গ্রে, হোয়াইট, লাইট ব্লু, সিলভার এগুলি হল এই দিককার উপযোগী রং।

বাস্তু মেনে বাড়ি সাজানোর ক্ষেত্রে এই রংগুলো যে সরাসরি ব্যবহার করতে হবে তেমন নয়, বরং সেক্ষেত্রে পর্দায়, বিছানার চাদরে, সোফা কাভারে, কুশনে বা নানাধরনের সাজানোর জিনিসে কিংবা ফুলদানি বা ফুলে এই রঙের ব্যবহার করে, ঘরে বাস্তু ব্যালান্স করা যেতে পারে।

লেখক একজন ফ্যাশন ডিজাইনার ও স্টাইলিস্ট এবং ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজার, আর্ট ডিরেক্টর ও আর্টিস্ট

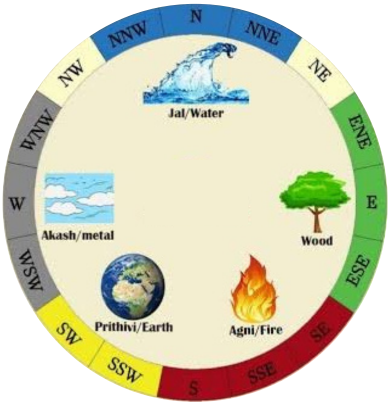

বাস্তুশাস্ত্রের দিক ও এলিমেন্ট

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বর্ষায় পায়ের যত্ন নিন বাড়িতেই

বর্ষাকালে দেব না দেব না ভাবতে ভাবতেই পা দিতেই হল বর্ষার জমা জলে। তারপর কাদা প্যাচপেচে পথে দিতেই হয় পা। বর্ষাকালে। পা নিয়ে খুব সমস্যা। সমস্যা সমাধানে টিম অনন্যা

বর্ষাকালে রাস্তায় জমা জল কাদা মাড়িয়ে বাড়ি ফেরার কারণে এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পায়ে সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই এইসময় পায়ের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে এর জন্যে প্রতি সপ্তাহে পার্লারে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বাড়িতেই সামান্য কিছু নিয়ম মেনে চললেই সমস্যার সমাধান হবে নিমিষেই, পা হবে ফুলের মতো সুন্দর।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রথম ধাপ:

নখ ভালো করে কেটে পুরনো নেলপলিশ তুলে ফেলুন। নখের কোনা ঠিক করে কেটে পরিষ্কার করে নিন। নইলে পরে সমস্যা হতে পারে। কারণ নোংরা জীবাণু সবথেকে বেশি ওখানেই জমে জলে বাথ সল্ট আর কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল দিন। এবার পায়ে মাইল্ড লিক্যুইড সোপ বা বেবি শ্যাম্পু মাখিয়ে নিয়ে গরম জলে দুই পা ২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।

দ্বিতীয় ধাপ:

পা পরিষ্কার করার ব্রাশ দিয়ে ভালো করে ঘষে, পিউবিক স্টোন দিয়ে গোড়ালির অংশ পরিষ্কার করে নিন। আবার গরম জলে পা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে, ভালো করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে শুকনো করে মুছে নিন।

তৃতীয় ধাপ:

বেসন, চালগুঁড়ো, মধু, লেবুর রস, মসুর ডালবাটা একসঙ্গে মিশিয়ে পায়ে লাগিয়ে নিন। অথবা চিনি, টোম্যাটো, লেবুর রস মিশিয়েও লাগাতে পারেন। ১৫ মিনিট রেখে ভালো করে ঘষে ধুয়ে দিন।

চতুর্থ ধাপ:

পা ভালো করে মুছে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। এর সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে নিতে পারেন, তাহলে পায়ের চামড়া নরম থাকবে।

পঞ্চম ধাপ:

পা ভালোমতো শুকনো হলে পছন্দের রঙের নেলপলিশ লাগিয়ে নিন। হয়ে গেলে পা আর ধোবেন না। একদম শুকনো রেখেই শুয়ে পড়ুন। পরেরদিন সকালে জল লাগাবেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিল্ডে হ্যারাল্ডের তীর্থযাত্রা

দেবদত্ত পুরোহিত

আমার ফ্লাইট যখন জেনেভার মাটি স্পর্শ করল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; হোটেল পৌঁছতে আরও খানিকটা সময় লেগে গেল। মনটা উসখুস করছিল, জেনেভাতে এসেও যাওয়া হল না আমার অতি প্রিয় স্থান জেনেভা লেক বা স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'লাক জেনেভা'।এতবার এসেছি কিন্তু কখনও দিনের শেষে এখানে আসিনি। প্রতিবারই এখানে এসেই জামা-কাপড় পালটে সোজা লেকের ধারে চলে আসি। তৃতীয়ার চাঁদের মতো একফালি কাকচক্ষু জলাশয় এই ৪৫ মাইল দীর্ঘ আর ৯ মাইল বিস্তৃত এই লেকটি সুইজারল্যান্ডের অসংখ্য লেকের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর গভীর; আর এর জল সবচেয়ে নীল যেন সুনীল আকাশের অপরূপ প্রতিবিম্ব। এর সৌন্দর্যের আরও কারণ এর চারিধারের অগণিত দ্রাক্ষা খেত আর অনেক ঐতিহাসিক অট্টালিকার সমারোহ। লেকের অন্যপারের সবুজ আল্পসের সদা বরফাবৃত সুউচ্চ চূড়ারা যেন আমাকে টানতে থাকে এক অজ্ঞাত আকর্ষণে একান্ত আপনজনের মতো। এখানে আসতে আমার কোনও শীত, গ্রীষ্মের ভয় বা দ্বিধা হয় না। কেননা এখানকার শীত মাঝারি ধরনের আর গ্রীষ্মকাল আরামপ্রদ আর শুকনো। তাইতো এটি ইউরোপের স্বর্গোদ্যানে একে বলে 'সুইস রিভিয়ারা'।এই সুন্দর আবহাওয়ার কারণেই লেকের পূর্ব উপকূলে কোথাও কোথাও গ্রীষ্মকালীন 'পাইন গাছ'ও দেখতে পাওয়া যায়। গরমের সময় লেকের জল এমন আরামজলে উষ্ণতা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

থাকে যে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত লেকের জলে স্নানও করা যায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে মনের চোখে লেক জেনেভাকে দেখতে দেখতে হোটেলে ঢুকে গেলাম; নীল নয়না সুইস মহিলাটি প্রতিবারের মতো যথাযথ আন্তরিকতা মিশিয়ে বলল, "আর একটু দেরি হলে আপনার প্রিয় ঘরটি হাতছাড়া হয়ে যেত।"

আমি ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম আমার প্রিয় ঘরটি আমার জন্যে রেখে দেওয়ার জন্য। রোগা লিকলিকে আফ্রিকান ছেলেটি আমার সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে চলল উপরে ছাদের ঘরটিতে। ঘরটিতে একটি ছাদ-জানালা আছে যা সুইচ টিপে নীচে থেকেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। ভোরবেলা একটি ছোট্ট পাখি ছাদের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডালে বসে হালকা স্বরে ডেকে যেন আমাকে ঘুম থেকে জাগায়। এত বছর থেকে আসছি কিন্তু পাখিটা একইরকমভাবে ডেকে (গান গেয়ে) আমার ঘুম ভাঙায়। পাখিদের কি বয়স বাড়ে না?

"হ্যাভ এ গ্রেট স্টে ইন জেনেভা", বলে সামান্য বকশিস নিয়ে ছেলেটি চলে যেতেই আমি জামা-কাপড় না বদলেই বেরিয়ে পড়লাম; রিসেপশনে চাবি জমা রাখতে যেতেই নীল নয়না মুচকি হাসল, "টু লাক?" ও জানে এখানে এলেই আমি দৌড়াই লেকের দিকে।আমি সুন্দর হেসে বেরিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেও আকাশের গায়ে তখনও লেগে ছিল সামান্য আলোর ছোঁয়া। সেটা কিছুটা লেকের জলের প্রতিফলিত আকাশের আলো আর কিছুটা আশপাশের ঘরবাড়ির থেকে ছিটকে পড়া বদান্যতা। বেশ জোরে হেঁটে আসতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। ভাগ্য সত্যিই প্রসন্ন ছিল, লেকের জলের ধারে পৌঁছে দেখি আমার প্রিয় বেঞ্চিটা খালি পড়ে আছে, যেন হাসিমুখে আমারই অপেক্ষায় রত।

তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়লাম। জলের দিকে মুখ করা অনেকগুলো সাদা পাথরের আবক্ষ-মূর্তি আমার বেঞ্চির আশপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। এরই মধ্যে একটি মূর্তি হল উনিশ শতকের বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রনের। গাছ-গাছড়ার ছায়ায় ঠিক কোনটি কবির মূর্তি সঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবে, আশপাশেই আছেন তিনি। এটা নিশ্চিত। আমার বেঞ্চির পিছনেই লেক-পাড়ের রাস্তা আর গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান। পার্কিংয়ের পিছনেই একটি সুন্দর পুরনো দিনের অট্টালিকার গেটে ভাঙা কালো পাথরের উপর লেখা আগেও দেখেছি, নম্বর ৯ চেমিন দে রু 'ভিলা দিওদাতি (Villa Diodati)'। অনেকবার এ রাস্তায় যাতায়াত করেছি, কিন্তু এ-ধরনের পুরনো অট্টালিকা এ রাস্তায় নতুন কিছু নয়। তাই হয়তো এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানার আগ্রহ হয়নি। যদিও সুনীলদা বলেছিলেন, এই অট্টালিকাগুলি পুরনো দিনের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক নিদর্শন। অনেক বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক সৃজনশীল গুণীজন বাস করে গেছেন এই সব অট্টালিকায়।

বেঞ্চিতে বসে দেখছিলাম দূরে লেকের মাঝে বিখ্যাত ফোয়ারাটা তীব্র বেগে সেকেন্ডে ৫০০ লিটার জল ছুড়ছিল আকাশের ৪৬০ ফুট উঁচুতে আর সেই জলে চারিদিকের আলো প্রতিফলিত হয়ে অপরূপ রামধনুর রং ছড়াচ্ছিল। জেনেভার প্রবাসী সুনীলদা বলেছিলেন, ফোয়ারাটা নাকি ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে জল ছুড়তে পারে, সিজন অনুসারে সকাল ৯টা বা ১০টা থেকে রাত সাড়ে দশটা বা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলে এই ফোয়ারা, বাকি সময় বন্ধ থাকে। যতবারই আসি সুনীলদার সঙ্গে দেখা করতেই হয়, না হলে ভীষণ রাগ করেন এবং বয়স্ক মানুষটা মনে মনে কষ্ট

রোগা লিকলিকে আফ্রিকান ছেলেটি আমার সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে চলল উপরে ছাদের ঘরটিতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পান। ইউনাইটেড নেশন-এর অফিসে কাজ করতে এসে কালীঘাটের আড্ডাবাজ সুনীল গুপ্ত জেনেভার প্রেমে পড়ে গিয়ে আর দেশে ফিরে যেতে পারেননি। সেই প্রেম এতই গভীর যে জীবনে সংসারী হতেও পারলেন না। অকৃতদার সুনীলদা একাই থাকেন আর 'দেশ' থেকে কেউ এলেই তার দেখাশুনোর জন্য আনন্দের সঙ্গে ছুটে যান। এটা ওঁর স্ব-আরোপিত দায়িত্ব আর কর্তব্য।

লেকের উপর দিয়ে ভেসে আসা একরাশ ঠান্ডা বাতাসে আমার প্রায় দৌড়ে আসা ঘেমো শরীর জুড়িয়ে গেল; ক্লান্ত শরীর আরামের ছোঁয়া পেয়ে আরও আরামের প্রত্যাশায় ঝিমোতে লাগল। আশপাশে আর কোনও লোকজন না দেখে বেঞ্চির হাতলে মাথা রেখে পা তুলে শুয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, কেউ এলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভদ্র হয়ে বসব। একটু পরে লেকের উপর প্রতিবিম্বিত অপার্থিব

সুন্দরীকে দুহাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, "কেরো, মাই ডিয়ার কেরো," তারপর দু'জোড়া কমলা লেবুর মতো পুরু ঠোঁট জুড়ে এক হয়ে গেল। একটু পরে সুন্দরী ফিসফিসিয়ে বলল, "জর্জ, কিছু শোনাও প্লিজ।"

গভীর অপার্থিব কণ্ঠে ভেসে উঠল কবিতার কয়েক পংক্তি।

"ওহ আবার তোমার চিল্ডে হ্যারাল্ডের তীর্থযাত্রা," স্মিত হেসে বলে উঠল সুন্দরী।

যুবক আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু কণ্ঠে বলল, "জীবন এক অপরূপ তীর্থযাত্রা, মাই ডিয়ার কেরো।"

"ওহ, ইউ ম্যাড, ব্যাড এন্ড ডেঞ্জারাস টু নো, সাজ্ঘাতিক মৃত্যু-দূত তুমি জর্জ, তোমাকে জানাও খারাপ, না জানাও খারাপ।"

স্মিত হেসে যুবক সুন্দরীকে আবার বুকে টেনে নিয়ে ভোরবেলার সিরসিরে বাতাসের শব্দে গভীর কণ্ঠে

> "ওহ, ইউ ম্যাড, ব্যাড এন্ড ডেঞ্জারাস টু নো, সাজ্ঘাতিক মৃত্যু-দূত তুমি জর্জ, তোমাকে জানাও খারাপ, না জানাও খারাপ।"

চন্দ্রালোকে রুনুঝুনু নূপুর বাজিয়ে স্বচ্ছ বাতাসে ভর করে এল এক অপরূপ সুন্দরী, যেন স্বর্গের অপ্সরা মেনকা বা রম্ভা। অপার্থিব চন্দনের সুবাসে আকাশ মুখরিত আর বাতাস সুগন্ধে ম ম করতে লাগল। সুন্দরী যেন মাটিতে পা না ফেলেই বাতাসে ভেসে এসে পাশের বেঞ্চে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে কারওর অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই রাত্রের হালকা বাতাসের শব্দের উপর মৃদু ঠক ঠক আওয়াজ তুলে এলএক অসাধারণ সুন্দর এক যুবক, উজ্জ্বল একজোড়া চোখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, যেন কোনও দেবদূত হাসিমুখে এসে সুন্দরীর গা ঘেঁষে বসার চেষ্টা করতেই সুন্দরী হাত বাড়িয়ে ওকে বসতে সাহায্য করলো; মনে হল ডানপায়ে কোনও কারণে চলতে অসুবিধে, তাই বসার সময় সাহায্য চাই। যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলে

আবৃতি করল: "আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একসঙ্গ, একত্রিত/এই অনুভব অপার্থিব অপ্রকাশ্য তবু অব্যক্ত।"

এইসময় আরও দুই ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ায় ভর করে আবির্ভূত হল। পুরুষ আগন্তুক উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করল, "Though art unseen,but yet I hear thy shrill delight," আগন্তুক দু'জন দ্বৈতকণ্ঠে আবৃতি করতে করতে হাত ধরাধরি করে এসে বসল বেঞ্চির এককোণে।

হঠাৎ ধুপধাপ পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, নিজের মনেই একবার বিড়বিড় করলাম, 'অনুভব অপার্থিব অপ্রকাশ্য তবু অব্যক্ত'; 'তুমি অদৃশ্য,কিন্তু তবু আমি শুনি তোমার মধুর কণ্ঠের তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি'।

"ওহ মাই গড, মানুষটা এখানে শুয়ে আছে, আর আমরা সারা জেনেভায় গরু খোঁজা করছি," সুনীলদার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কণ্ঠস্বর।
কে একজন ক্লান্ত-স্বরে ফিসফিসালো,"গরু হলেও এতক্ষণে পেয়ে যেতাম, সুনীল।"
সুনীলদারা কাছ এসে গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঝাঁকা দিলেন, "এই, শোভন।"
চোখ খুলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের বললাম স্বপ্নের কথা। "ও মাই গড, শীগগির বাড়ি চল।" সকলে একসঙ্গে বলে উঠল।
ওরা তিনজনে প্রায় ধরাধরি করে আমাকে গাড়িতে তুলল।
এক অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে সুষুপ্ত অবস্থায় সুনীলদার বাড়ি পৌঁছলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এককাপ গরম কালো কফি খাওয়ার পর আমি সুস্থবোধ করলাম। ওদের বললাম, "গতকাল সন্ধ্যায় আমি লেকের ধারে পৌঁছেছিলাম। আর একটু পরেই ক্লান্ত অবস্থায় বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলাম, তারপর।"

ক্যারোলিনও ভালো কবিতা লিখতেন। উনি ছিলেন বায়রন-পত্নী 'এনাবেলা'র মাসতুতো বোন," যোগ করলেন সুনীলদার আর এক বন্ধু রিকি স্কট।
সুনীলদা বললেন, "তুমি যে-বেঞ্চটিতে বসেছিলে ঠিক তার পিছনে রাস্তার ওপারে '৯ নম্বর চেমিন দে রু'র পুরানো ভিলাটা রয়েছে, যার নাম 'ভিলা দিওদেতি' ওই ভিলাতেই বায়রন বাস করতেন ১৮১৬ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। ওই বাড়িতে বসেই বায়রন অনেক কালজয়ী কবিতা লিখেছিলেন।"
"ওই বাড়িটিকে বায়রন খুব ভালোবাসতেন, আর প্রায়ই কবি শেলি, তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত গল্প 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'-এর লেখিকা মেরি শেলি এঁদের সারারাতব্যাপী আড্ডা বসত। কখনও ভিলাতে কখনও বা এই লেকের পাড়েই," বললেন মিস পামেলা স্মিথ। "লর্ড বায়রনের ডান পা'টা একটু ডিফেকটিভ থাকায়, বিশেষ জুতো পরে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

"হ্যাঁ, লর্ড বায়রন আর তার প্রেমিকা লেডি ক্যারোলিন ল্যাম্ব," বলে উঠলেন সুনীলদা।

"হ্যাঁ, তারপরই সবকিছু ঘটল, লেডি ক্যারোলিন ল্যাম্ব, এসে পাশের বেঞ্চে বসল, একটু পরে বিশেষ জুতোর খট খট শব্দ তুলে এলেন লর্ড বায়রন; আর একটু পরে আবৃত্তি করতে করতে পৌঁছল পি বি শেলি আর তার পত্নী মেরি শেলি," বলে উঠলেন সুনীলদা।
আমি হিসহিসিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই; লর্ড বায়রন, লেডি ক্যারোলিন, শেলি, মেরি শেলি?"
"হ্যাঁ, লর্ড বায়রন আর তার প্রেমিকা লেডি ক্যারোলিন ল্যাম্ব," বলে উঠলেন সুনীলদা।
"লেডি ক্যারোলিন, লর্ড বায়রন যাঁকে আদর করে 'কেরো' বলে ডাকতেন, ইহজীবনে মিলতে পারেননি, যদিও ক্যারোলিন পাগলের মতো ভালোবাসতেন কবি বায়রনকে," বললেন সুনীলদার মেয়ে-বন্ধু পামেলা স্মিথ।

হাঁটতেন; এই ধরনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা আরও অনেকের হয়েছে এখানে," কফি খেতে খেতে বললেন সুনীলদা।
"কবি শেলিও কাছাকাছি আর একটি ভিলা ভাড়া নিয়েছিলেন, ওরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন," জানালেন রিকি স্কট।
হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, কতকাল আগে ছেলেবেলায় পড়া ওই বিখ্যাত কবিতাগুলির অসাধারণ কয়েকটি লাইন। ওদের সকলের সামনে গুন গুন করে আবৃত্তি করলাম: "---To mingle with the universe, and feel
What I can never express, yet cannot all conceal" (বায়রন)।
আর কবি শেলির "Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight" ('টু এ স্কাই-লার্ক')।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রূপকথা

মন্দাক্রান্তা সেন

বয়সকালে নিহিতা সুন্দরী ছিল না। বয়সকাল মানে? মানে যৌবন। যে-বয়সে নারী নারী থাকে। নিহিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। সে সুন্দরী হয়ে উঠেছিল মেনোপজের পর থেকে।

এমনিতে সে পরিবারের মধ্যে যাকে বলে আগলি ডাকলিং-ই ছিল। তার প্রধান কারণ তার উঁচু দাঁতের পাটি। ওই কারণে তাকে নিয়ে রীতিমতো হাসাহাসি হত। সে বড় মুখচোরাও ছিল। সবকিছু নিঃশব্দে সয়ে যাওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিল। লোকে তাকে মানুষ বলে গণ্য করত না। সেও দলছাড়া হয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখত।

ছোটবেলার কথা। মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনেরা কী একটা উপলক্ষে একত্র হয়েছে। বড়রা নিজেদের মধ্যে তুমুল আড্ডায় ব্যস্ত। ছোটরাও ইচ্ছেমতো খেলায় স্বাধীন। তার মধ্যে আচারঅলার ঘণ্টি বাজল। ওরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। পকেটে দিলদার সেজো মেসোমসাইয়ের দেওয়া টাকা । যা ইচ্ছে কেনার জন্য। ওরা আপাতত আচার কিনবে। কাগজের টুকরোর ওপর মাখিয়ে দেওয়া কুলের আচার। সবাই হইহই করতে করতে খাচ্ছে। বিক্রিবাটা শেষ করে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আচারঅলা চলে গেছে। ওরা ঠিক করল হাঁটতে হাঁটতে আচারের কাগজ চাটতে চাটতে সামনের মোড় অবধি যাবে। মোড় অবধি তাদের সীমানা। মোড় পেরনো বারণ। যদিও পেরোলে আর কে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় তো আছে! তাহলে বড়মাসি আস্ত রাখবে না। ওর দঙ্গল বেঁধে এগোচ্ছিল।
নিহিতার দাদা মোহিত হঠাৎ পিছিয়ে পড়া বোনের কাছ ঘেঁষে এল। এমনিতে সে বোনকে বিশেষ পছন্দ করে বলে মনে হয় না। ঝাঁকের কই হয়ে বোনকে হেনস্থাই করে। আজ কী এক টানে সে হাঁটতে হাঁটতেই বোনের পাশটিতে চলে এল।---কী রে গাধা, আচারটা হেব্বি, না?
নিহিতা চুপ করে রইল। তাকে কেউ আচার দেয়নি। তার খুব লোভ হয়েছে । আচার খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু সে একা বাদ পড়েও কারওর কাছে চাইতে যায়নি। তবে দেখতে খারাপ বলে কি আর মন খারাপ হয় না? তার মন খারাপও হয়েছে বৈকি, খুবই মন খারাপ হয়েছে।
---কী রে, তোর আচার শেষ? কাগজসুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে ফেললি নাকি, ছাগল একটা?
বলবে না বলবে না করেও নিহিতা বলে ফেলল---একটু দিবি? খেয়ে দেখতাম? এই একটুখানি?
---নাঃ।
মোহিত অবাক হয়ে তাকালো, বলল---সে কি, ওরা তোকে দেয়নি?
মোহিত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, ---দাঁড়া ওদের বলি। সবাই পাবে তুই পাবি না কেন! তার স্বরে ক্ষোভ। বোনকে নিয়ে সদলবলে টিটিকরি দিতে তার কিছু মনে হয় না, কিন্তু এখন সে রীতিমতো আহত বোধ করল । তার বোন। সে কেন অবহেলিত হবে? সে ভুলে গেল একটু আগেই মামাবাড়ির ছাদে তারা পালা করে নিহিতার মাথায় যথেচ্ছ চাঁটি মেরেছিল। এখন সে চুপ করে থাকল। তার কাগজের আচারও প্রায় শেষ। সে বোনকে ইতস্তত করে বলল, ---এটা খাবি? নিহিতা আনন্দিত বোধ করল। আচারের জন্য নয়, দাদার আদর কাড়তে পারার জন্য। সে আহ্লাদিত স্বরে বলল, ---দে একটু চেখে দেখি। মোহিত তার সামনে থেকে সরে গেল। তার বোন পাতা চাটছে, এটা সে দেখতে পারছে না।
তো, নিহিতার ছোটবেলাটা কেটেছে এইরকম। আর কিছু নয়, শুধু চেহারার জন্য সে বারবার অপমানিত হয়ে এসেছে। অথচ সে পড়াশোনায় ভালো। ভালো ছবি আঁকতে পারে। তবুও নিজের ওই এক না-পারায় সে সর্বদা সঙ্কুচিত, সর্বদা বিপন্ন।
এই সময়টা একরকম। কিন্তু সে আরও বিপন্ন হয়ে উঠল কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে। কী ছিল তার চেহারায় কে জানে, লোকে তাকে বলতে শুরু করল, সে নাকি ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না। একজন দু'জন নয়, সবাই। তা সে জিনসই পরুক কিংবা সালোয়ার কামিজ। সে বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস করত, ---মা, আমি কি হিজড়ে?
---সে আবার কী! মা খানিকটা বিরক্ত।
---তবে লোকে আমাকে বলে, কেন আমায় ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না?
---ও যে বলেছে, সে বলেছে। যা মনে হয় বলেছে। বাজে লোক। তাতে মাথা ঘামানোর কী আছে এত!
---না মা। সবাই বলে। আমাকে যে-ই দেখে সে-ই বলে। কেন!
---সে হয়তো তুমি জিনস পরো বলে, চুল ছোট বলে।
---জিনস তো অনেকেই পরে, চুলও তো কত মেয়ের ছোট। তাদের তো বলে না!
---বলে কি না, তুমি জানতে যাচ্ছ? সরো, আমার কাজ আছে।
মা চলে যান। নিহিতা দাঁড়িয়েই থাকে। না, সে জানে,

এই সময়টা একরকম। কিন্তু সে আরও বিপন্ন হয়ে উঠল কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে। কী ছিল তার চেহারায় কে জানে, লোকে তাকে বলতে শুরু করল, সে নাকি ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শুধু ছোট চুল আর জিনস তার হয়রানির কারণ নয়। তার চেহারা খারাপ। তাও, খারাপ দেখতে তো কত মেয়েই হয়। তাদের মধ্যেও সে আলাদা। তার চেহারায় কিছু একটা আছে। কী আছে? কোমলতার, লালিত্যের চূড়ান্ত অভাব? অথচ তার গলার স্বর অসম্ভব মিষ্টি আর সুরেলা। এটাও সে অন্যদের কাছে শুনেছে।

একদিন সে বাসে চেপে যাচ্ছে, উঠেই লেডিস সিট ফাঁকা পেয়ে গেছে। বসেও পড়েছে। একটু পরেই শুনল, ---এই যে ভাই, লেডিস সিটটা ছেড়ে দাও। সামনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে কন্ডাক্টরও হাঁক দিল, ---সিটটা ছাড়বেন দাদা। লেডিসকে বসতে দিন। তখন প্রথম প্রথম। নিহিতা অবাক হয়েই বলেছিল, -আমাকে বলছেন? তার গলা শুনে ভদ্রমহিলা কেমন থতিয়ে গেলেন। যাও। নিহিতার হাসিই পেল। অ্যাদ্দিনে এই ব্যাপারে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে হেসে সুললিত স্বরে বলল, ---আসুন আপনি বসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি। ওই গুঁতোগুঁতি ভিড়ের মধ্যেই ভদ্রমহিলা হাঁ করে তাকালেন, বললেন, ---ও! আমি বুঝতে পারিনি ---যে আমি ছেলে না মেয়ে--নিহিতা হাসল, বলল, --অনেকেই এই ভুল করে।
---স্যরি!
---ঠিক আছে। বসুন।

হ্যাঁ, তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে একটুও সাজে না। না মুখে একটু ক্রিম-পাউডার, কাজল-লিপস্টিক তো নয়ই। কিন্তু পুজোর মধ্যে সে একদিন সেজেছিল। কানে দুল পরেছিল। তবুও তাকে ধাক্কা দিয়ে একটা ছেলে বলে গেল। --শালা এটা ছেলে না মেয়ে বে?

মা কেমন নিশ্চিন্তে বলে প্রতাপকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে। প্রতাপ, হ্যাঁ, প্রতাপ। হ্যাঁ, তার জীবনেও প্রেম এসেছে। তার জীবনে প্রতাপ এসেছে।

খামোখা চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ---বাবা, এ তো ছেলে না মেয়ে বোঝাই যায় না! নিহিতার ভেতরটা পুড়ে গেল। এ কী বিড়ম্বনা! সে সিটটা ছেড়ে দিল। বলল,
---বসুন আপনি, বসুন।
---না ঠিক আছে, বোসো।
সে সিটটা ছেড়েই দিল। তাকে দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না এই অপরাধে তাকে তো ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। সে কান ধরতে হোক চাই না হোক।

আরেকদিনের ঘটনা। সে সেদিন জিনস আর টপ পরেছিল। মেয়েদের সাধারণ পোশাক। মিনিবাসে একটা সিটে বসে ছিল। এক ভদ্রমহিলা ছোট বাচ্চা নিয়ে উঠলেন। নিহিতা টলোমলো বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এসো এখানে এসো।
বাচ্চাটির মাও বললেন, ---হ্যাঁ, যাও, কাকুর কাছে

নিহিতার হাসিও পায়, কষ্টও হয়। সে সালোয়ার কামিজ ওড়না নিয়েছে, কানে দুল পরেছে, তবু এই মন্তব্য। ব্যাপারটা প্রায় মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না! সে আবার বাড়ি ফিরে মাকে বলে,
---মা, আমি কি হিজড়ে ? ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না।
মা কেমন নিশ্চিন্তে বলে প্রতাপকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।প্রতাপ, হ্যাঁ, প্রতাপ। হ্যাঁ, তার জীবনেও প্রেম এসেছে। তার জীবনে প্রতাপ এসেছে। একটা বাসেই, এই রকম একটা ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রতাপের সঙ্গে তার আলাপ।
ঘটনাটা এই রকম। ২০৪ নাম্বার বাসে লেডিস সিটগুলো ভর্তি। কয়েকটা জেনেরাল সিট খালি। নিহিতা সেগুলোকে জেন্টস সিট বলেই ধরে। পারতপক্ষে সেখানে বসে না। কিন্তু সেদিন তার ধুম

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জ্বর। মাথা ঘুরছে। চোখ অন্ধকার লাগছে। ট্যাকসি করে যাওয়ার মতো টাকা পকেটে নেই। কাজেই এই বাস। তবু তো সিট পেয়ে গেল। দ্যাখা যাক কতক্ষণ বসা যায়। বেশিক্ষণ বসা গেল না অবশ্য। একটি যুবক উঠল। আরও দু'টো সিট ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও নিহিতা তড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, যেন এতক্ষণ সে কী একটা অপরাধ করছিল। ছেলেটি তার সামনেই ছিল, বলল, --নামবেন?

---না, আপনি বসুন।

ছেলেটি যথারীতি অবাক হল। তার দৃষ্টি নিহিতার মুখ হয়ে গলা বেয়ে আরেকটু নীচে এসেই আবার ওপরে উঠে এল। বলল, ---কেন, আরও তো সিট ফাঁকা। আমরা দু'জনেই বসতে পারি। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানোয়, এবং জ্বরের তাড়সে নিহিতার মাথাটা ঘুরে গেল। সে ধপ করে বসে পড়ল । অসম্ভব মাথা ঘুরছে। সে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ঘাড় নিচু নামুন বাস থেকে। একটা ট্যাক্সি ধরে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

---না না, সে কী, আমি নিজেই যেতে পারব। ভাববেন না। নিহিতা ছেলেটিকে ভাবতে বারণ করল। কিন্তু সে নিজেই ভাবনায় পড়ে যাচ্ছিল। বাইরের লোকের কাছে তো দূরস্থান, কাছের লোকের কাছ থেকেও সে জীবনেও এমন ব্যবহার পায়নি।

একটা স্টপ এল, ছেলেটি অনায়াসে তাকে হাত ধরে বলিষ্ঠ অথচ আলতো টান দিল, ---চলুন আসুন, এই কনডাক্টর আস্তে, অসুস্থ মানুষ আছে, বাঁধবেন।

নিহিতা হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, সমানে বলছিল, ---না না না, ছেড়ে দিন, আমি একাই

বাসের অন্য দু'একজন যাত্রী তখন মুখ খুলেছেন, ---যান ওনার সঙ্গে যান। শরীর খারাপ নিয়ে কোথায় পড়েটড়ে যাবেন। উনি নিয়ে যাবেন বলছেন যখন তখন...

নিহিতা ছেলেটিকে ভাবতে বারণ করল। কিন্তু সে নিজেই ভাবনায় পড়ে যাচ্ছিল। বাইরের লোকের কাছে তো দূরস্থান, কাছের লোকের কাছ থেকেও সে জীবনেও এমন ব্যবহার পায়নি।

করল। উফ, কপালের আঁচে তার নিজের হাতই যেন পুড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার বেসামাল অবস্থাটা খেয়াল করেছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল--আপনার শরীর খারাপ?

নিহিতা কোনওমতে জবাব দিল, ---না না, ঠিক আছে। থ্যাঙ্কিউ। ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে নিহিতার বাঁ কবজিটা ধরল, চমকে উঠে বলল ---এ কী! আপনার তো ভীষণ জ্বর!

---ও কিছু না।

---কতদূরে বাড়ি আপনার?

---এই এসে গেছি। আপনি যান বসুন। নইলে আর সিট পাবেন না। আমাকে সিট ছাড়তে হবে। ছেলেটি কোনও পাত্তা না দিয়ে বলল, ---এই এসে গেছি মানে? কোন স্টপ?

---যাদবপুর, যাদবপুর থানা।

ছেলেটি উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ---সে তো অনেকটা।

নিহিতা ছেলেটির আলতো বলিষ্ঠ টানে যন্ত্রচালিতের মতো উঠল। যন্ত্রচালিতের মতো বাস থেকে নামল। সত্যিই তার মাথা প্রবল ঘুরছে। সে কোনওদিকে তাকানোর বদলে মাথা নিচু রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, রাস্তায় যেন ঢেউ খেলছে। সে প্রকৃতপক্ষেই অন্ধের মতো ছেলেটিকে অনুসরণ করল। ছেলেটি বলল, ---এখানে একটু ছায়ায় দাঁড়ান। ট্যাক্সি ধরছি। ট্যাক্সি পেতে খুব একটা সময় লাগল না। কিন্তু ওই সময়টুকু যেন নিহিতার কাছে অনন্ত। শরীর ভেঙে আসছে জ্বরে। আর তার মধ্যেই সে ভেবে চলেছে এক অদ্ভুত যুবকের কথা, যে তাকে নিয়ে চলেছে... না, বাড়ির দিকে নয়, কোনও এক নিরুদ্দেশের দিকে...

ছেলেটি তাকে বাড়ি পৌছে দিল। শুধু পৌঁছে দিল না, মা-বাবাকে প্রণাম করল। বলল, সন্ধেবেলা এসে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে! নিহিতার জ্বরের ঘোরের চেয়েও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। ছেলেটি কি দেবদূত? নাকি শয়তান? তাকে নিয়ে কোনও খেলা খেলছে। তার আজন্ম মানসিক বিপন্নতা নিয়ে খেলা, তাকে নিয়ে একটা মজা! একটা মজাই শুধু। বিকেলে সে কি আসবে সত্যি?

ওর নাম ও নিজেই বলেছিল? --আমার নাম প্রতাপ, প্রতাপ গাঙ্গুলি।

---আমি নিহিতা গোস্বামী

--ভারী সুন্দর নাম তো! কোয়াইট আনকমন।

নিহিতা ভাবছিল তার জীবনে কি আনকমন কিছু ঘটে গেল! সে হাসল।

তার উঁচু দাঁতের পাটি ক্লিপ লাগিয়ে কিছুটা আয়ত্তে এসেছে। প্রতাপ খুব সহজেই বলল, ---আপনার হাসিটা বেশ। আপনার মনটা বোঝা যায়। নিহিতা প্রতাপ হা হা করে হাসল, বলল, মাসিমা, আমাকে আপনি না বলে তুমি বলুন, ওটাই বেশি মিষ্টি লাগবে। নিহিতার বাবা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, সে কী চাকরি করে, বাড়িতে কে কে আছেন। নিহিতার বিরক্ত লাগছিল। এত কৌতূহলের কী আছে? এসব জেনে লাভই-বা কী! সে কথা অন্যদিকে ঘোরালো। যেন কথা চালানোর জন্যই আবার বলল, --সত্যি, আপনি আমার জন্যে যা করলেন...

---আমরাও কিন্তু দু'জনে দু'জনকে তুমি বলতে পারি। নিহিতা একটা ঢোক গিলে বলল-না না, আপনিই থাক।

---আচ্ছা থাক, প্রতাপ হাসল, বলল। ---ওটা আপনা-আপনিই হবে।

নিহিতা চুপ করে থাকল। একদিনের পরিচয়, একদিনেই শেষ। কবে আর হবে! প্রতাপ চলে গেল। নিহিতার রাত্রে আবার জ্বর এল খুব। মাথার পাশে

সবকিছু আগের মতো হয়ে যায়! জ্বরের আচ্ছন্নতায় সে অনেককিছু অনুভব করছে যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব কিছুই ঘটল তার জীবনে। জীবনে অনেক কিছু এল তার।

শিউরে উঠল। জ্বরের শিরশিরানি, না অন্যকিছুর? তার মনে হল, --আমার মনের তুমি কী বুঝেছ কতটা বুঝেছ, হে অচেনা যুবক!

প্রতাপ তাকে, এবং বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিকেলে এল। ততক্ষণে জ্বর কমানোর ওষুধ খেয়ে নিহিতা খানিকটা ধাতস্থ। প্রতাপ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ভয়ের কিছু নয়। রোদ লেগে জ্বর এসেছে। প্রতাপ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলল, ---ক'দিন ভালো করে রেস্ট নিন। বাড়ি থেকে বেরোবেন না। অনেকটা করে জল খাবেন। কেমন তো? আমি আসি?

---ওমা! আসবে কী ---নিহিতার মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আপনি এত করলেন, সকালে তো কিছুই করতে পারলাম না, এখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান!

জ্বরের ওষুধ থাকলেও সে খেল না। জ্বর কমলে যদি স্বপ্নটা চলে যায় ! সবকিছু আগের মতো হয়ে যায়! জ্বরের আচ্ছন্নতায় সে অনেককিছু অনুভব করছে যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব কিছুই ঘটল তার জীবনে। জীবনে অনেক কিছু এল তার । সবকিছু এল। কেননা, তার জীবনে এল প্রতাপ। তার সকাল বিকেল ফোন এল, হোয়াটস্‌অ্যাপ এল, দেখা করা এল। তারপর এল সেই মুহূর্ত। সেদিন তারা সাউথ সিটি মলে ঘুরছিল। কোনওকিছু কেনার নেই, এমনিই ঠান্ডা আমেজে গা জুড়িয়ে গল্প করা। প্রতাপ হঠাৎ তাকে বলল।

---নেহা! ---হ্যাঁ, সে নিহিতা নামটিকে ছোট করে যেন আরও আপন করে নিয়েছে। তার স্বরে কিছু ছিল, নিহিতার বুকে রক্ত সামান্য ছলাৎ করল, ---ম্‌?

---তুমি জানো?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

---কী?
---আমি জানি তুমি জানো।
---কী জানি?
---যে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি।
নিহিতার মনে হল তার আবার জ্বর আসছে। নাক-চোখ-কান-মাথা গরম। সারা শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। প্রতাপ তার হাত ধরে বলল, ---সেই প্রথম দিন থেকেই, তুমি বোঝোনি? নিহিতা চুপ। প্রতাপ যেন খানিকটা নিজের মনেই বলে চলল, ---সেদিন বাসে - তুমি এমনভাবে উঠে দাঁড়ালে, সিট ছেড়ে দিয়ে, অথচ তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তুমি অসুস্থ। আমি কীরকম হঠাৎ তোমার হাত ধরে ফেলেছিলাম, না? খারাপ করেছিলাম? তুমি কি আমায় খারাপ ভেবেছিলে? কী, নেহা?
---তোমায় খারাপ ভাবব না না, তা কেন?
---কী ভেবেছিলে তবে?
নিহিতা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, ---আমি ভাবতেই পারিনি ওভাবে কেউ আমাকে... আসলে...
---কী আসলে?
নিহিতা মুখ তুলে তাকালো, বলল, ---ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি আমি কুৎসিত। কুচ্ছিৎ, অচ্ছুৎ। তার হাত কি কেউ ওভাবে ধরতে পারে? কোনও যুবক?
---তুমি কুৎসিত! নেহা! তুমি সুন্দর।
---কেউ বলে না, কেউ বলেনি।
---আমি বলছি। তোমার মতো চোখ, এরকম সরল পবিত্র হাসি...
---ধুৎ, তোমার মাথা খারাপ।
---আমি দেখতে খারাপ।

নিহিতা একটু সময় নিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই বাদামি যুবক। চোখ ছোট কিন্তু ঝকঝকে, নাক চাপা নয় আবার খুব খাড়াও নয়। ঠোঁটের ভঙ্গিমা ঈষৎ কঠিন, কিন্তু হাসিটা প্রাণখোলা, দৃঢ় চিবুক। উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য সুগঠিত। নাঃ, এই যুবককে সে ডিজার্ভ করে না। তার সে যোগ্যতাই নেই। সে বলল,---তুমি তো সুন্দর। তোমার সঙ্গে আমার কীসের তুলনা !
প্রতাপ তার হাতের ওপর চাপ দিল, বলল, ---নিজের কাছে সত্যি কথা বলো। বলো আমাকে ভালোবাসো। জানো যে আমিও তোমাকে ভালোবাসি । বাকিটা আমি বুঝে নেব।
হ্যাঁ, বাকিটা প্রতাপ সত্যিই বুঝে নিয়েছে। প্রায় জোর করে নিহিতার মা-বাবার মত করিয়ে, নিজের মা-বাবাকে বুঝিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় নিহিতার একটা মিসক্যারেজ হয়। তার বছর দেড়েক পর আরেকটা।
এরপর সন্তানধারণে ডাক্তারের নিষেধ হয়ে যায়। নিহিতার জরায়ুতে কিছু জটিলতা ধরা পড়ে, এবং তার তেত্রিশ বছর বয়সে মেনোপজ হয়ে যায়। পরে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়ার কথা ছিল। নিহিতা আর যায়নি। মেনোপজ হয়ে গেছে বলে তার কোনও দুঃখবোধ নেই। বরং সে স্বস্তিতেই আছে। হাত-পা ঝাড়া। প্রতাপের সঙ্গে সন্তান অ্যাডপ্ট করা নিয়ে মাঝে মাঝে কথা হয়, সে কথা কথাতেই ফুরিয়ে যায়। সন্তান নিয়ে দু'জনেরই কোনও আকুলতা এমনকী চাহিদাও নেই। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে খুশি। তার মধ্যে এই বিপত্তি। নিহিতার হঠাৎ করে রূপসী হয়ে ওঠা।

সেদিন সে ও প্রতাপ ওই শপিং মলেই ঘুরছিল। নিহিতা অনুভব করছিল সবার দৃষ্টিপথেই সে পড়ছে এবং আটকে যাচ্ছে। অনেকে এমনকী ঘাড় ঘুরিয়েও

নিহিতার জরায়ুতে কিছু জটিলতা ধরা পড়ে, এবং তার তেত্রিশ বছর বয়সে মেনোপজ হয়ে যায়। পরে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়ার কথা ছিল। নিহিতা আর যায়নি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তাকে দেখছে। নিহিতা অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে প্রতাপকে বলল, এই! আমার জামা ছিঁড়েটিড়ে গেছে নাকি! একটু দ্যাখো তো! সবাই যেন কীভাবে তাকাচ্ছে!
প্রতাপ প্রথমে হা হা করে হাসল। তারপর নিহিতার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, ---কিচ্ছু হয়নি। লোকে তাকাচ্ছে কারণ তোমাকে দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। ইউ আর লুকিং রিয়েলি স্টানিং।
---ধুৎ।
---ধুৎ না, তোমাকে আজকাল দারুণ সুন্দর লাগে। দেখনে কি চিজ হ্যায় হামারি দিলরুবা।
সেই শুরু। তারপর থেকে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় লোকে হাঁ করে তার দিকে তাকায়। কেন কে জানে! মনে আছে বড় রাস্তার মোড়ে একটা রিকশা স্ট্যান্ডে একবার সে একটা ঝামেলায় পড়েছিল। রাগের মাথার সে বলেছিল, ---দেখিয়ে দেবো মজা। তার দিদির সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পর দেখা। স্বাভাবিক। কেননা তার চেহারার কারণে ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়স্বজনের কাছে সে ব্রাত্য। হেনস্থার ভয়ে সে কোথাও যেতে চাইত না, কেউ তা নিয়ে জোরাজুরিও করত না। সাবধানে থাকিস বলে মা-ও বেরিয়ে যেত। সেই আত্মীয় দিদিটি তাকে দেখে প্রায় চিনতেই পারছে না । নিহিতাও এড়িয়ে যেতে পারত। তার দুর্বিষহ বাল্যে এই মেয়েটির হাতেও সে কম লাঞ্ছিত হয়নি। সেই শোধ তুলতেই যেন সে নিজে থেকে বলল ---কী মিমিদি! কেমন আছ?
দিদিটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিহিতা আবার বলে, ---আমি বুড়ি গো, চিনতে পারছ না?
মাসতুতো দিদির বিস্ময় কাটতে চায় না, বলে,
---বুড়ি! কী বদলে গেছিস! দিদির সঙ্গে আরেকটি ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি আলাপের আগেই হাসলেন । বললেন, ---হ্যালো

আমার বাবা পেন্টার ছিলেন। পোট্রেট করতে ভালোবাসতেন। বাবা নেই আজ তিন বছর। বাবা থাকলে আপনাকে আমি বাবার কাছে নিয়ে যেতাম। হি উড হ্যাভ লাভড্ টু মেক ইওরস্।

উত্তরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একটা বলেছিল,
---ওরে মজা কী দ্যাখাবে, ওরকম খেদিপেচি অনেক দেখা আছে। নিহিতার কষ্ট হলেও সে মেনে নিয়েছিল। না মেনে উপায় কী! ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটি করা যায়। এ কথার উত্তরে তো কিছু বলা যায় না। এখন সে বড় রাস্তায় এলে সবাই তাকে দ্যাখে। নিহিতা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করলেও তার বিস্ময়বোধ কাটতে চায় না। সে ভাবতে চেষ্টা করে। কী করে এমন হল! মানুষের এমন পরিবর্তন হয় ! হৃদয়ের পরিবর্তন তো হয়। কিন্তু এই যে হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে ওঠা। এ যেন কোনও রূপকথার গল্প! মেনে নিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কী! এ তো নিহিতা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে!

সেদিন সে ও প্রতাপ বেরিয়েছে, পথে তার মাসতুতো

---হাই! নিহিতা প্রত্যুত্তর দিল। দিদি একটু অগোছালোভাবে বলল, ---ও হ্যাঁ, এ আমার বোন, মাসতুতো বোন, আর এ আমার বন্ধু অলকা। অলকা তাকে হাসিমুখে দেখছিলেন, বলে উঠলেন, ---ক্যান আই সে সামথিং ---নিশ্চয়ই!
---আমার বাবা পেন্টার ছিলেন। পোট্রেট করতে ভালোবাসতেন। বাবা নেই আজ তিন বছর। বাবা থাকলে আপনাকে আমি বাবার কাছে নিয়ে যেতাম। হি উড হ্যাভ লাভড্ টু মেক ইওরস্।
নিহিতা একটু চুপ করে থেকে বলল, ---উনি নেই শুনে খারাপ লাগছে। দেখা হলে আনন্দ হত।
---নো নো, ডোন্ট লুক সো স্যাড। আমি বাবার মতো আঁকতে জানি না, কিন্তু ছবি দেখতে জানি। আপনাকে আপনার ওই হাসিতে মানায়। অসাধারণ!
নিহিতা দেখছিল তার দিদির সারা মুখে কে যেন প্যালেটের সবটুকু নীল লেপটে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতাপ বাড়ি এসে খুব একচোট হেসে নিল। বলল,
---বাপ রে, কী প্রশংসা ! আর তোমার দিদির মুখটা খেয়াল করেছিলে? এরাই ছোটবেলায় তোমার পেছনে লাগত না? দ্যাখ কেমন লাগে!
---কী করে হচ্ছে এসব!
নিহিতার বিস্মিত জিজ্ঞাসা শুনে প্রতাপ হাসি থামিয়ে বলল, ---কী সব?
ইওর নিউ লুক?
---হ্যাঁ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
---তুমি সুন্দরই ছিলে, নইলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি কেন! শুধু তুমি তা জানতে না।
---এটা কোনও কথা হল না। আমার অন্য কথা মনে হয়। উলটো কথা
---কী উলটো কথা?
---তুমি আমায় ভালোবেসেছ তাই আমি সুন্দর হয়ে আসে না। তুমি বাইরে সুন্দর হও কিংবা অসুন্দর, তুমি তুমিই, যাকে আমি ২০৪ নম্বর বাসে প্রথম দেখেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম। বুঝলে?
নিহিতার চোখে জল এল, ধরা গলায় বলল, ---বুঝলাম।
---আজ বুঝলে?
নিহিতা এবার হাসল, বলল, ---না, যেদিন আমার স্বপ্নের মতো সুন্দর একটা জ্বর এসেছিল, সেইদিন...

এই অবধি নিহিতার ঊনচল্লিশ বছর বয়স। এখনও তাকে পঁচিশের কম বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই অবধি তার ও প্রতাপের বারো বছরের বিবাহিত জীবন। এরই মধ্যে তাদের দু'জনের মধ্যে স্মার্টফোন ও ফেসবুকের অনুপ্রবেশ। এই অনু আণবিন নয়, পারমাণবিক। কিংবা কিছুটা অমানবিকও।

তাই আজকাল নিহিতা ফোন নিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে । মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে যেতে ঘরে উঁকি দিয়ে প্রতাপ ঈষৎ বিরক্ত সুরে বলে, ---উফ এখনও!

গেছি। ভেবে দ্যাখো, আমার পিরিয়ড হয় না আজ কতদিন। তা নিয়ে শারীরিক বা মানসিক কোনও অসুবিধে নেই যদিও। কিন্তু পূর্ণ অর্থে নারী তো আমি আর নই! আমি মা নই। হতে পারব না কোনও দিন। আমার বয়সও বাড়ছে। লোকে যাকে বয়সকাল বলে, তখন আমি কুৎসিত ছিলাম, বয়স হয়ে সুন্দর হয়ে গেলাম। হয় নাকি এরকম! এ সবই তোমার প্রেমের জন্য, প্রতাপ! মানি চাই না-ই মানি, তুমি তোমার ছোঁয়ায় আমাকে পাল্টে দিয়েছ। আমার রূপ পাল্টে দিয়েছ। আমার জীবন পাল্টে দিয়েছ।
প্রতাপ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, --ও সোনাটা আমার! হয়তো তাই হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা কী জানো?
---কী গো?
---তোমার এই বাইরের চেহারায় আমার কিছু যায়

ছেলেটির সঙ্গে ফেসবুকেই আলাপ। তমাল সিংহরায়। দিল্লিতে পড়ে, জে এন ইউ তে। তার চাইতে বয়সে অনেকটাই ছোট। ছেলেটির সঙ্গে নিহিতার মনের বেশ মেলে। অনেক রাত অবধি চ্যাট চলে। ফোনের আলোয় প্রতাপের ঘুমে অসুবিধে হয়। তাই আজকাল নিহিতা ফোন নিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে । মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে যেতে ঘরে উঁকি দিয়ে প্রতাপ ঈষৎ বিরক্ত সুরে বলে, ---উফ এখনও! ঘুমোবে না? নিহিতাও ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলে,
---তোমার অসুবিধে হবে বলেই তো এখানে চলে এসেছি। তুমি ঘুমোও না।

তমাল কলকাতায় এল। যেন নিহিতার সঙ্গে দেখা করতেই। সেই শপিং মলেরই একটা রেস্তরাঁতে তারা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তাই আজকাল নিহিতা ফোন নিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে যেতে লোকজন যে তাকে খুব দ্যাখে, এটায় আজকাল নিহিতা খুব মজা পায়।

মিলিত হল। লোকজন যে তাকে খুব দ্যাখে, এটায় আজকাল নিহিতা খুব মজা পায়। আজ তাকে কেউ দেখছিল না।

খেতে খেতে তমাল হঠাৎ খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে,

---তোমার ছবিগুলো কার তোলা?

---সেলফি। কেন?

---তোমার ডান প্রোফাইলটা ভালো আসে।

---তাই? বাঁ দিকটা বাজে?

----না, তা বলছি না, আমি বলছি অনেককে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিতে ভালো আসে, সামনাসামনি মুখটা হয়তো ভালো নয়। এনিওয়ে, চলো উঠি।

নিহিতা একটু আকুল স্বরে বলল, ---কাল দেখা হবে?

---নাঃ, কালই ফিরতে হবে। একটা কাজ ফেলে এসেছি। ওকে, গুড নাইট।

বিশ্বস্ত নিহিতা বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, ---এটা ছেলে না মেয়ে?

বিশ্বস্ত নিহিতা প্রতাপের সামনে দাঁড়াল। বলল,--- আমাকে আবার সুন্দর করে দাও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

মাকে

যশোধরা রায়চৌধুরী

আমাদের মায়েদের কেউই ত্রুটিহীন নন জানি
সবাই মনিষ্যি তাই দেহে পাপ দেহে রাগ ক্রোধ

আমাদের ভেতরেও সেরকম রয়েছে স্বভাবে
কিছু ত্রুটি কিছু মন্দ, যেরকম চালের কাঁকর

আমরা সমস্যাপূর্ণ, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে বসতি
গেড়েছে নতুন ভুল। পুরনো ভুলের পাশে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে

আমরা সমস্যাপূর্ণ, সন্তান হিসেবে আমরা মা বাবার সঙ্গে লড়েছি
আমরা সমস্যাপূর্ণ এখন লড়ব আমরা গুরুজনসত্ত্ব দাবি করে
সন্তানের সাথে... শুধু নিয়ন্ত্রণ খুঁজে নিতে চাইব, অযথা

আমরা সমস্যাপূর্ণ, ডিশ ধরে চলকে পড়া চায়ের কাপের সঙ্গে সমঝোতা করেছি
ক্ষমতার কলরব সমস্ত ধরন তারও সাথে আমরা সমঝোতা করেছি

শুধু ব্যথা দিয়ে গেছি আপনজনকে, কেন যেন
ব্যথা দিয়ে দিয়ে চলে গেছি, সেও নিয়ন্ত্রণ করতে না পারারই প্রতিশোধে।

৬৭

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর শিখেছি যেই তুমি এসে সামনে দাঁড়ালে
ভালোবেসে মৃদু হেসে ছুঁয়ে দিলে অক্ষরতুলিকা
যে মুহূর্তে শব্দ খুঁজি জাদুমাখা দুহাত বাড়ালে
তাই আজও প্রতিছন্দে তুমি দৃপ্ত আলোকবর্তিকা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অস্তরাগ

অমিতাভ মাইতি

রোদেলা আকাশ, ক্লান্ত দুপুর --
শূন্যলাগা সময়টা
বুকের ভেতর জড়িয়ে থাকে,
ঝরাপাতার শব্দ,
নিঃসঙ্গতাকে আত্মীয় করে,
সমাহিত মরুভূমির চোরাবালিতে।

হারিয়ে যাওয়া কবিতা,
বেহিসাবী ভালবাসারই ফল।
না হয় ভুল করেছি
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে।
বন্ধুত্বের নকশিকাঁথা
এফোঁড় ওফোঁড় করে
সৃষ্টি হয় বিচ্ছেদ, অবসাদ আর একাকিত্ব।

অস্তরাগের আলোয়
রাঙা হয়ে ওঠা আকাশ,
পাখিরা ঘরে ফেরে, আমিও।
কেবলি মনটা পড়ে থাকে ধূসর প্রান্তরে, মনখারাপের দেশে।

হীরক প্রেম

সুনন্দা সিংহ

প্রখর প্রেমে যখন আমি নীল জোনাকি
সে চলে গেলেও অন্তস্থলে আমার কি?
ভালোবাসার হোম ধোঁয়াতে, অগ্নিশিখায়ে
আমি এক অনন্য সুখ, অন্য মানুষ
প্রেম যদিও আসতে কাটে যেতে কাটে
তখন আর হৃদয়ের ব্যর্থতা কি সত্যতা কি!

নীরব তমো বনোভূমির পথের বাঁকে সাইন বোর্ডে
ঝুলিয়ে গেছে ঘাতোকতার শব্দ ক'টা
দেখবে সেসব যাযনভূমির পথিকেরা
আমি তখন প্রেম বিলাসী
পথের কুকুর, পাতা - ইট -ধুলো ঝড়
বিছানার চাদরটাকেও ভালোবাসি ভালোবাসি
দৃষ্টি উদার অনুভূতি - আমাতেই দীপ্ত আমি
আকাশ দেখি, শিশির ছুঁয়ে স্মিত হাসি।

প্রেম কখনো ব্যার্থ হয়!
হৃদয় কি ক্ষণভঙ্গুর কাচের মতো?
যে সাধ্য আর সার্থকতার তোকে লাগলে
ঝনঝনিয়ে শব্দ করে পড়বে ভেঙে,
পড়শীরা ফিসফিসানি, আলাপরত---
এতো গেল বাহির দুয়ার, মনের ঘরে
আমি তখন শুদ্ধ হয়ে আসন পাতি
যদিও ঘুম হারানো চোখের কোলে কালির আঁচড়,
তবুও তৃপ্ত আমি-- প্রিয়তমোর নিরন্তর ধ্যানে বসি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com